দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-১ সংখ্যা-৩৪১ ॥ ২ এপ্রিল ২০২৪ ॥ ১৯ চৈত্র ১৪৩০ বাংলা ॥ ২২ রমজান ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

বাসভাড়া বাড়ানোর পক্ষে সাফাই গাইলেন শাজাহান খান

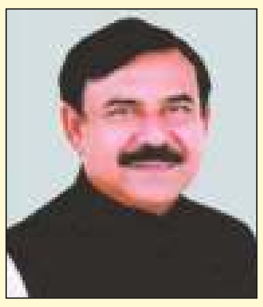

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদের সময় বাসভাড়া বাড়ানোর পক্ষে সাফাই গাইলেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি শাজাহান খান। গতকাল সোমবার বিকেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আসন্ন ঈদুল ফিতরের প্রস্তুতিমূলক সভা শেষে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন। ঈদের সময় বাসভাড়া দ্বিগুণ হয়ে যায়- এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি জানি এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। কিছুক্ষণ আগে এটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিমানের ভাড়া বাড়ছে নাকি কমছে? বিমান কি যানবাহন না? অবশ্যই বিমান গণপরিবহন। ঢাকা থেকে যাচ্ছে, সেই গাড়িটা কিন্তু ফাঁকা আসতেছে। সেখানে অনেক সময় তারা ভাড়া কিছুটা বাড়ায়, তাও খুব বেশি না। ডাবল নেয় না।

আগামীতে বিএনপিকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না: নাছিম

স্টাফ রিপোর্টার : আগামীতে বিএনপিকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম এমপি। আওয়ামী লীগ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে- মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এমন মন্তব্যের কঠোর সমালোচনা করে বাহাউদ্দিন নাছিম এমপি বলেছেন, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের গালিগালাজ করায় বিএনপি রসাতলে যাচ্ছে, ফলে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও আগামীতে তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। গতকাল সোমবার সকালে মাদারীপুরের কুকরাইল এলাকায় নিজ বাসভবনে স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন। এসময় আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, ১৭ কোটি মানুষের প্রিয় দল আওয়ামী লীগ। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের পূর্ব পুরুষরা পাকিস্তানিদের দালাল ছিল। তারা স্বাধীনতাবিরোধী আলবদরের দালাল ছিল, এটা প্রমাণিত। সেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, বিএনপি এখনো সমর্থন করে। সেই স্বৈরাচার রাজনীতিকে বিএনপি বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে চায়। সেটা কোনোদিনই বাস্তবায়ন হবে না। তিনি আরও বলেন, বিএনপি বিদেশি প্রভুদের কাছে আত্মসমর্পণ করে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচাল করতে চেয়েছিল।

৯ এপ্রিল ছুটির সুপারিশ নাকচ করলো মন্ত্রিসভা

স্টাফ রিপোর্টার : আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ নাকচ করে ঈদের আগে ৯ এপ্রিল ছুটি না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। গতকাল সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সভা শেষে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী ও আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভাপতি আ ক ম মোজাম্মেল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, "আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ অনুমোদন দেয়নি মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিসভা বলেছে, এমনিতেই এবার বেশ অনেক দিন ছুটি পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে ৯ এপ্রিল ছুটি দেওয়া হলে ছুটি দীর্ঘ হয়ে যাবে। এতে কাজে স্থবিরতা নামতে

২-এর পাতায় দেখুন

সারা দেশে পাঁচ শতাধিক ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক রয়েছে

কেন্দ্র করে ঈদে ৯০ লাখ মানুষ সড়কপথে ঢাকা ছাড়বে

স্টাপ রিপোর্টার : ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বৃহত্তর ঢাকার প্রায় দেড় কোটি মানুষ স্বজনদের কাছে যাবে। এসব মানুষ ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনসহ ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় বসবাস করে। এই বিপুলসংখ্যক ঈদযাত্রীর ৬০ শতাংশ যাবে সড়কপথে। এই হিসেবে সড়কপথের যাত্রীসংখ্যা প্রায় ৯০ লাখ। অবশিষ্ট ৪০ শতাংশ মানুষ নৌ ও রেলপথে ঢাকা ছাড়বে। গতকাল সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নৌ, সড়ক ও রেলপথ রক্ষা জাতীয় কমিটির ঈদপূর্ব পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। জাতীয় কমিটি জানায়, বিগত বছরগুলোর মতো এবারও সড়কপথে জনভোগান্তি ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। তবে নির্বিঘ্ন ঈদ যাতায়াতের জন্য সরকার ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে। সর্বশেষ জনশুমারির বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, ঢাকা বিভাগে চার কোটি ৪০ লাখ মানুষ বাস করে। এরমধ্যে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকার জনসংখ্যা যথাক্রমে ৫৯ লাখ ৭৯ হাজার ৫৩৭ এবং ৪২ লাখ ৯৯ হাজার ৩৪৫। দেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ গার্মেন্টস শিল্প (পোশাক কারখানা) গাজীপুর অঞ্চলে হওয়ায় গাজীপুর মহানগরের জনসংখ্যা এখন প্রায় ৭০ লাখ। নারায়ণগঞ্জ মহানগরে বাস করে ২৫ লাখ মানুষ। তিন শহরের বাইরে এসব জেলায় আরও প্রায় ৫০ লাখ মানুষ বাস করে। এছাড়া নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলায় যথাক্রমে ২৬ ও ২০ লাখ মানুষের বাস। নৌ, সড়ক ও রেলপথ রক্ষা জাতীয় কমিটি জানায়, ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জনবহুল বড় শহরসহ শিল্প ও বাণিজ্যিক এলাকাগুলোর অন্তত ৫০ শতাংশ মানুষ বর্তমান আবাসস্থল ছেড়ে যায়। গবেষক নাগরিক সংগঠনসহ পরিবহন বিষয়ক বিভিন্ন সংগঠনের তথ্য মতে, সব মিলিয়ে ঢাকা অঞ্চল ছেড়ে যায় প্রায় দেড় কোটি মানুষ। সাধারণত এক সপ্তাহ আগে ঈদযাত্রা শুরু হয় উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, মাত্র সাতদিনে বিপুলসংখ্যক মানুষকে সুশৃঙ্খলভাবে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার সক্ষমতা সড়ক পরিবহনখাতে নেই। সরকার সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নে পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ দিলেও দূরপাল্লার অনেক সড়কের কিছু স্থানের অবস্থা এখনও বেহাল রয়েছে।

বিপুলসংখ্যক ঈদযাত্রীর ৬০ শতাংশ যাবে সড়কপথে

সারা দেশে পাঁচ শতাধিক ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক রয়েছে। ঈদকে কেন্দ্র করে মহাসড়কগুলোয় পণ্যবাহী ট্রাক ও পিকআপ ভ্যানসহ হাজার হাজার মোটরসাইকেল ও ব্যক্তিগত গাড়ি চলবে। এছাড়া জাতীয় মহাসড়কসহ বিভিন্ন সড়কের অনেক স্থানে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে টোল আদায় করা হয়। সব মিলিয়ে বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘ যানজট, বাসের সময়সূচি বিপর্যয় এবং অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার ঝুঁকিও রয়েছে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। তবে প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকার নির্বিঘ্ন ঈদযাত্রার জন্য সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষকে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছে। পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো এবং সংশ্লিষ্ট সব সংস্থা নানা

২-এর পাতায় দেখুন

চালের দামও বেঁধে দেবে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সারাদেশে চালের দাম বেঁধে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। আগামী পয়লা বৈশাখ থেকে চালের দাম ঠিক করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরু চাল, চিকন চাল ও মোটা চালড় এ পদ্ধতি থেকে বের হয়ে এসে জাতভিত্তিক চালের নাম ও দাম ঠিক করা হবে। এ জন্য ইতোমধ্যে উৎপাদক, মিলমালিক, পাইকারি এবং খুচরা পর্যায়ে চাল বিক্রির একটা রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। কৃষি, খাদ্য ও বাণিজ্যড় এ তিন মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কাজটি করেছে। আগামী পয়লা বৈশাখ, অর্থাৎ ১৪ এপ্রিল থেকে চালের নতুন দাম কার্যকর হবে। সরকার নিত্যপণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে পারবে আশা করে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, আমরা মনে করি, কোরবানির ঈদ পর্যন্ত পণ্যের দাম

২-এর পাতায় দেখুন

ছাত্রলীগ দখলদারিত্বে বিশ্বাসী নয়: কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্রলীগ সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র ও নীতি-আদর্শ মেনে পরিচালিত ছাত্র সংগঠন এবং ছাত্রলীগ দখলদারিত্বে বিশ্বাসী নয় বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। গতকাল সোমবার এক বিবৃতিতে বিএনপি নেতাদের বক্তব্যের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এ কথা বলেন। বিবৃতিতে ওবায়দুল কাদের বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এ দেশের স্বাধীনতা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগের অবদান অনস্বীকার্য। মহান মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগের ১৭ হাজার নেতাকর্মী জীবন উৎসর্গ করেছিল। ছাত্রলীগ সর্বদা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে কাজ করে চলেছে। ছাত্রলীগ সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র ও নীতি-আদর্শ মেনে পরিচালিত ছাত্র সংগঠন। ছাত্রলীগ দখলদারিত্বে বিশ্বাসী নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দখলদারিত্ব শুরু হয় সামরিক স্বৈরাচার জিয়াউর রহমানের হাত ধরে। স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমান নিজের অবৈধ ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে ছাত্রদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। ক্ষমতা ও অর্থের প্রলোভনে মোহাবিষ্টের মাধ্যমে ছাত্রনেতাদের আদর্শ বিচ্যুত ও পথভ্রষ্ট করে ছাত্রদল প্রতিষ্ঠা করা হয়। নীতি-আদর্শকে পাশ কাটিয়ে বৈষয়িক চিন্তা ও বিলাসী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করা হয় তাদের। এর ধারাবাহিকতায় দিনে দিনে ছাত্র রাজনীতিতে একটি কলুষিত ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। একইভাবে স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানি ভাবধারার রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতাবিরোধী পরাজিত শক্তি রাজনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রচলন হয়। এর ছোঁয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়তে থাকে এবং তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ব্যাহত করে। এই নীতি ও আদর্শ বিবর্জিত

২-এর পাতায় দেখুন

পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এ দেশের স্বাধীনতা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে

এপ্রিল সুদের হার ১৩ দশমিক ৫৫ শতাংশ

স্টাফ রিপোর্টার : আবারও বাড়লো সুদ হার। এপ্রিল মাসে বাণিজ্যিক ঋণের সুদ হার হবে ১৩ দশমিক ৫৫ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ নির্দেশনা মোতাবেক সিক্স মান্থ মুভিং এভারেজ রেট অব ট্রেজারি (এসএমএমএআরটি) বা স্মার্ট সিস্টেমের সঙ্গে ৩ শতাংশ হারে সুদ যোগ করে এ সুদ হার নির্ধারণ করা হয়েছে। স্মার্ট সিস্টেমের আওতায় বাণিজ্যিক ঋণের সুদ হারের পাশাপাশি বাড়বে আর ভোক্তা ঋণের সুদ। এপ্রিল মাসে যা দাঁড়িয়েছে ১৪ দশমিক ৫৫ শতাংশে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ নির্দেশনা মোতাবেক প্রি-শিপমেন্ট, রপ্তানি, কৃষি ও পল্লী ঋণের ক্ষেত্রে স্মার্ট বিলের সঙ্গে সর্বোচ্চ ২ দশমিক হারে মার্জিন যোগ করে সুদের হার নির্ধারিত হবে। নতুন এ নির্দেশ বাংলাদেশ ব্যাংকের বাণিজ্যিক ব্যাংকের

২-এর পাতায় দেখুন

দ্বিতীয় ধাপে ১৬১ উপজেলায় ভোট ২১ মে

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদের দ্বিতীয় ধাপের ১৬১ পরিষদের নির্বাচন আগামী ২১ মে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিব মো. জাহাংগীর আলম। গতকাল সোমবার কমিশনের ৩০তম সভা শেষে ইসি সচিব গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান। নির্বাচন কমিশন সচিব মো. জাহাংগীর আলম বলেন, প্রথম ধাপের নির্বাচনের মতো দ্বিতীয় ধাপেও প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র অনলাইনে জমা দেবেন। একই সঙ্গে প্রার্থীদের জামানত অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্য জমা দিতে হবে। তিনি বলেন, কমিশন উপজেলা পরিষদের চারটি ধাপে নির্বাচন করার পরিকল্পনা করেছে। সেখানে প্রথম ধাপের তফসিল ঘোষণা হয়েছে। আজকে দ্বিতীয় ধাপের তফসিল চূড়ান্ত হয়েছে। সেই অনুযায়ী, আজকে দ্বিতীয় ধাপের মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময় ২১ এপ্রিল। মনোনয়নপত্র বাছাই ২৩ এপ্রিল। আপিল দায়ের ২৪ থেকে ২৬ এপ্রিল। আপিল নিষ্পত্তি ২৭ থেকে ২৯ এপ্রিল। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ২৯ এপ্রিল। প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ ২ মে। ভোটগ্রহণ ২১ মে। তিনি আরও বলেন, আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৯টি জেলায় ইভিএম ব্যবহার করা হবে। বাকি জেলাগুলোতে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

২-এর পাতায় দেখুন

২৪ হরিণ শিকারির আত্মসমর্পণ

স্টাফ রিপোর্টার : সুন্দরবনের হরিণ শিকার না করার প্রত্যয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন ২৪ জন শিকারি। এ সময় হরিণ শিকারে ব্যবহৃত বেশকিছু ফাঁদ জমা দেন তারা। গতকাল সোমবার দুপুরে পশ্চিম সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জ কার্যালয়ে বন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে শিকারিরা নিজেদের অপরাধ শিকার করে আর হরিণ শিকার না করার শপথ নেন এবং লিখিত মুচলেকা দেন। একই সঙ্গে তারা সুন্দরবনে বিষ দিয়ে মাছ না ধরারও প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আত্মসমর্পণকারী হরিণ শিকারিরা হলেন- সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ইউনিয়নের নজরুল ইসলামের ছেলে আনারুল ইসলাম, গফুর খাঁ'র ছেলে ওমর ফারুক, মুজিদ গাজীর ছেলে আলাউদ্দিন, ছাত্তার খানের ছেলে খাইরুল আলম, আব্দুল খালেক গাজীর ছেলে আব্দুস ছামাদ, জিন্নাত গাজীর ছেলে উমর ফারুক,

২-এর পাতায় দেখুন

তামাক কর ও মূল্য পদক্ষেপ বাজেট ২০২৪-২৫' শীর্ষক অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার : তামাকবিরোধীদের বাজেট প্রস্তাব বাস্তবায়ন করলে ১০ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব বাড়বে এবং ১১ লাখ অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব বলে একটি সাংবাদিক কর্মশালায় বক্তারা জানিয়েছেন। গতকাল সোমবার দুপুরে রাজধানীর বিএমএ ভবনে অনুষ্ঠিত 'তামাক কর ও মূল্য পদক্ষেপ: বাজেট ২০২৪-২৫' শীর্ষক এ সাংবাদিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি প্রতিষ্ঠান প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) এবং অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েন্স (আত্মা) যৌথভাবে কর্মশালাটি আয়োজন করে। এতে প্রিন্ট, টেলিভিশন এবং অনলাইন মিডিয়ায় কর্মরত ২৭ জন সাংবাদিক অংশ নেন।

ভুটানের থিম্পুতে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে ভুটানের জংখ্যা ভাষায় প্রকাশিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক ও বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্রী সায়মা ওয়াজেদ এবং প্রিন্সেস ডেচেন ইয়াংজোম ওয়াংচুক। একসময় তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত উপস্থিত ছিলেন -পিআইডি

কম দামে বিক্রির জন্য ১ কোটি ১০ লাখ লিটার সয়াবিন তেল কিনছে টিসিবি

স্টাফ রিপোর্টার : ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) কার্ডধারী স্বল্প আয়ের ১ কোটি পরিবারের মাঝে ভর্তুকি মূল্যে বিক্রির জন্য ১ কোটি ১০ লাখ লিটার সয়াবিন তেল কেনার উদ্যোগ নিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। প্রতি লিটার তেলের দাম ১৫২.৯৮ টাকা হিসেবে এতে মোট ব্যয় হবে ১৬৮ কোটি ২৭ লাখ ৮০ হাজার টাকা। সিটি এডিবল অয়েল লিমিটেড এসব সয়াবিন তেল সরবরাহ করবে। সূত্র জানিয়েছে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা টিসিবির ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় ২৮ কোটি ৮০ লাখ লিটার ভোজ্য তেল কেনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এর মধ্যে ১৯ কোটি ১৮ লাখ লিটার তেল কেনার চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ১ কোটি ১০ লাখ লিটার তেল স্থানীয়ভাবে কেনার উদ্যোগ নিয়েছে সংস্থাটি। ১ কোটি ১০ লাখ লিটার সয়াবিন তেল স্থানীয়ভাবে কেনার জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ অনুসরণ করে গত ৭ ফেব্রুয়ারি উন্মুক্ত দরপত্র (জাতীয়) আহ্বান করা হয়। দরপত্রে ১ কোটি ১০ লাখ লিটার সয়াবিন তেলের বিপরীতে আংশিক অর্থাৎ সর্বনিম্ন ৩০ লাখ লিটার সয়াবিন তেল সরবরাহের প্রস্তাব দাখিলের সুযোগ রাখা হয়। দরপত্রের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একমাত্র দরপ্রস্তাব জমা দেয় দেশের অন্যতম সয়াবিন রিফাইনারি কোম্পানি সিটি এডিবল অয়েল লিমিটেড। প্রতি লিটার সয়াবিন তেলের দাপ্তরিক মূল্য ছিল ১৬০.১০ টাকা। সেখানে দরপত্রে সিটি এডিবল অয়েল লিমিটেড প্রতি লিটার সয়াবিন তেলের দাম উল্লেখ করে ১৫২.৯৮ টাকা। দুই লিটারের প্লাস্টিক বোতলে এসব তেল টিসিবির গুদাম পর্যন্ত পৌঁছে দেবে দরদাতা প্রতিষ্ঠান। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির মূল্যায়নে দেখা যায়, রেসপন্সিভ সর্বনিম্ন দরদাতা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রতি লিটার সয়াবিন তেলের দর দাপ্তরিক প্রাক্কলিত দরের চেয়ে (১৬০.১০-১৫২.৯৮) ৭.১২ টাকা কম। রেসপন্সিভ সর্বনিম্ন দরদাতা সিটি এডিবল অয়েল লিমিটেডের প্রস্তাবিত দর প্রতি

২-এর পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্যের সাবেক ডিজিসহ ৬ জনের নামে চার্জশিট গ্রহণ

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদসহ ছয়জনের নামে চার্জশিট গ্রহণ করে আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল সোমবার ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মোহাম্মদ আসসামস জগলুল হোসেন এ আদেশ দেন। একইসঙ্গে মামলাটি পরবর্তী বিচারের জন্য ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ৬ এ বদলির আদেশ দেন। এর আগে মামলাটি একই আদালতে সাক্ষ্যগ্রহণ পর্যায়ে ছিল। তবে মামলার আদেশে চার্জশিট গ্রহণের বিষয়ে লিখিত না থাকায় তা গ্রহণের জন্য মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে নথি পাঠানো হয়। মামলার অন্য আসামিরা হলেন- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক উপ-পরিচালক ডা. মো.

২-এর পাতায় দেখুন

গ্যাসের লিকেজ থেকে আগুন: বার্ন ইউনিটে ৩ জনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার ধামরাইয়ে এলপিজি গ্যাসের সিলিন্ডারের লিকেজ থেকে জমে থাকা গ্যাসের আগুনে দগ্ধ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়। গতকাল সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সায়েমুল হুদা। নিহতদের মধ্যে সাভার উপজেলার শিমুলিয়া ইউনিয়নের সাবেক স্বাস্থ্য পরিদর্শক মো. নুরুল ইসলামের ছেলে ও এইচএসসি পরীক্ষার্থী সোহাগ হোসেন (১৮) গতকাল সোমবার ভোরে মারা যান। এছাড়া গেল রাতে গত রোববার দিবাগত রাতে মো. নুরুল ইসলাম ও গত রোববার তার স্ত্রী সুফিয়া বেগমের (৫০) মৃত্যু হয়। এই পরিবারের একমাত্র মেয়ে নিশরাত জাহান সাথী (২২)

২-এর পাতায় দেখুন

গোমস্তাপুরে যাকাত প্রার্থীদের মাঝে চেক বিতরণ

মোঃ দুলাল আলী, গোমস্তাপুর প্রতিবেদকঃ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত যাকাতের অর্থে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে যাকাত প্রার্থীদের মাঝে চেক বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১ এপ্রিল) দুপুর ১ টায় উপজেলা মিলনায়তনে ও উপজেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আয়োজনে চেক বিতরণ করা হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিশাত আনজুম অনন্যার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য দেন রাজশাহী বিভাগের স্থানীয় সরকার (যুগ্ম সচিব) পরিচালক পারভেজ রায়হান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার তানভীর আহমেদ সরকার। সার্বিক তত্ত্বাবধানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার আনোয়ারুল হক। উপজেলায় ৩৩ জন যাকাত প্রার্থীদের মাঝে জন প্রতি ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকা করে দেওয়া হয়। উপজেলায় ৩৩ জনকে মোট ১,৯৮,০০০ (এক লক্ষ আটানব্বই) হাজার টাকার যাকাতের চেক বিতরণ করেন।

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ২ এপ্রিল ২০২৪ ॥ ১৯ চৈত্র ১৪৩০ বাংলা

বুয়েটে ছাত্র রাজনীতিতে বাধা নেই : হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ছাত্র রাজনীতি চলতে বাধা নেই বলে আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। গতকাল সোমবার বিচারপতি মো. খসরুজ্জামান ও বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার কাজলের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। ২০১৯ সালে বুয়েট কর্তৃপক্ষ ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করে যে প্রজ্ঞাপন জারি করে; তা গতকাল সোমবার স্থগিত করেন হাইকোর্ট। ফলে বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি করার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা নেই। এর গতকাল সোমবার সকালে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করা হয়। এদিন বুয়েটের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ নেতা ইমতিয়াজ রাব্বি এ রিট করেন। তারপরই এমন রায় দেন হাইকোর্ট। এদিকে হাইকোর্টের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বুয়েটের উপাচার্য ড. সত্য প্রসাদ মজুমদার বলেন, হাইকোর্ট যা বলবে তা আমাদের মানতে হবে। কোর্টের আদেশ শিরোধার্য। তা বাস্তবায়ন করতে গেলে আমাদের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। উপাচার্য বলেন, রাজনৈতিক পরিবেশ ঠিক রাখার জন্য ছাত্র-শিক্ষক, প্রশাসন সবাই মিলে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। সেজন্য আলোচনা প্রয়োজন। কীভাবে করা যায় তা বের করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আগে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ছিল। এখন তার কার্যক্রম বন্ধ আছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী, প্রশাসনের আলোচনার ওপর ভিত্তি করে আমরা বিষয়টা দেখবো। এদিকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদ্দাম হোসেন জানান, বুয়েট সংবিধান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক ছাত্ররাজনীতি প্রতিষ্ঠায় কাজ করবেন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব বিকাশ এবং অধিকার

আদায়ের জন্য বুয়েট ক্যাম্পাসে নিয়মতান্ত্রিক ছাত্ররাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানান তিনি। গতকাল সোমবার বুয়েটে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের শুনানি শেষে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি এ কথা বলেন। সাদ্দাম হোসেন বলেন, ছাত্ররাজনীতির মধ্যে কোনো নেতিবাচক উপাদান থেকে থাকলে বা অ্যাকাডেমিক কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজনীতি নিশ্চিত করার জন্য বুয়েট প্রশাসন যদি কোনো নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করে, আমরা তাকে স্বাগত জানাবো। যেকোনো মূল্যে আমরা বুয়েটে নিয়মতান্ত্রিক ছাত্ররাজনীতি দেখতে চাই। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান বলেন, বুয়েটে রাজনৈতিক সংগঠন ও এর কার্যক্রম নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত স্থগিত করা যুগান্তকারী রায়। গতকাল সোমবার তিনি এ মন্তব্য করেন। ইনান বলেন, আমাদের হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত মানতে হবে। গণতন্ত্র ও সংবিধানের পক্ষে এ রকম একটি যুগান্তকারী রায় ঘোষণার জন্য আদালতকে ধন্যবাদ। তিনি বলেন, আমরা বুয়েটে নিয়মতান্ত্রিক ছাত্র রাজনীতি চালুর চেষ্টা করবো। বুয়েটের সব সংগঠন ভালোবাসা রেখে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে অটুট হয়ে একটি আধুনিক যুগোপযোগী ছাত্র রাজনীতির উদাহরণ যেন প্রতিষ্ঠা করে সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করবো। আবরার হত্যার বিষয়ে ইনান বলেন, এ ঘটনা আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ করে। তবে ব্যতিক্রম কখনো উদাহরণ হয় না। এ ধরনের ঘটনা যেন কখনোই না ঘটে সে বিষয়ে আমরা সজাগ ও সতর্ক থাকবো। বুয়েটে ছাত্রলীগের কমিটি দেওয়া হবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ নেবো।

আরও ২৩ জনের করোনা শনাক্ত

স্টাফ রিপোর্টার : গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু হয়নি। এ পর্যন্ত দেশে করোনা ভাইরাসে মোট মৃত্যু হয়েছে ২৯ হাজার ৪৯৩ জনের। এদিন নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন ২৩ জন। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ৪৯ হাজার ৫৪২ জন। গতকাল সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো করোনা বিষয়ক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সারা দেশে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৮৮৫টি ল্যাবে ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৪৩২টি। এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে এক কোটি ৫৬ লাখ ৮০ হাজার ৩৫৬টি। এতে বলা হয়, ঢাকা সিটিসহ দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ও বাড়িতে উপসর্গবিহীন রোগীসহ গত ২৪ ঘণ্টায় ২৯ জন সুস্থ হয়েছেন। এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৬ হাজার ৮৭৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষায় শনাক্তের হার পাঁচ দশমিক ৩২ শতাংশ। এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ১৩ দশমিক ০৭ শতাংশ। শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৯৮ দশমিক ৪১ শতাংশ এবং শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক ৪৪ শতাংশ। এতে আরও জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় একজন আইসোলেশনে এসেছেন এবং আইসোলেশন থেকে একজন ছাড়পত্র পেয়েছেন। এ পর্যন্ত মোট আইসোলেশনে এসেছেন চার লাখ ৫২ হাজার ৯৫৬ জন এবং আইসোলেশন থেকে ছাড়পত্র

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজশাহী মহানগরীতে মানবিক সহায়তা চেয়ে ছিনতাই; গ্রেপ্তার ২

মো: আতিকুর রহমান আতিক, রাজশাহী: রাজশাহী মহানগরীতে মানবিক সহায়তা চেয়ে এক যুবককে ডেকে নিয়ে চাঁদাদাবীসহ মোবাইল ও টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগে এক নারীসহ তার সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) মতিহার থানা পুলিশ।এসময় আসামিদের কাছ থেকে ছিনতাইয়ের টাকা ও মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। গ্রেপ্তারকৃত আসামিরা হলেন মোসা: জেসিমন আকতার (২৬) ও মো: রবিন (২৫)। জেসমিন রাজশাহী মহানগরীর মতিহার থানার খোজাপুরের মো: খাদেমুল ইসলামে মেয়ে ও রবিন বোয়ালিয়া থানার রাণীনগর বাবর আলী সড়কের মৃত সিরাজুল হকের ছেলে। তাদের বর্তমান ঠিকানা মতিহার থানার কাজল বড় মসজিদের পাশে। ঘটনা সূত্রে জানা যায়, রাজশাহী জেলার দূর্গাপুর থানার ঝালুকা গ্রামের এক যুবকের সঙ্গে এক মাস পূর্বে আসামি জেসমিনের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরিচয় হয়। পরিচয়ের পর হতেই প্রায় তাদের মধ্যে কথা হত। গতকাল ৩০ মার্চ ২০২৪ জেসমিন মোবাইল ফোনে ঐ যুবককে বলে তার বাড়িতে কোনো খাবার নাই। তাই কিছু টাকা দিয়ে সহযোগিতা করতে অনুরোধ করে। এ কথা শুনে ভুক্তভোগী ঐ যুবক সরল বিশ্বাসে গতকাল সকাল ৮ টায় রাজশাহী মহানগরীর মতিহার থানার কাজলা এলাকায় এসে জেসমিনের সঙ্গে দেখা করে। জেসমিন পরিকল্পিতভাবে ফুসলিয়ে ঐ যুবককে তার বাড়িতে নিয়ে যায় এবং ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। এদিকে ঘরে আগে থেকেই আসামি রবিন ছিল। সেখানে ঐ যুবককে তারা জোরপূর্বক আটকিয়ে রেখে ৫০ হাজার টাকা চাঁদাদাবী করে এবং ভয়ভীতি দেখায়। এসময় ভুক্তভোগী তাদের চাঁদা দিতে না চাইলে তারা ভয় দেখিয়ে তার কাছে থাকা একটি মোবাইল ফোন ও ৫ হাজার দুইশত টাকা কেড়ে নেয়। এরপর ভুক্তভোগী যুবক সেখান থেকে কৌশলে পালিয়ে গিয়ে মতিহার থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আরএমপি'র মতিহার বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মধুসুদন রায়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মতিহার থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মো: মোবারক পারভেজের দিকনির্দেশনায় এসআই মো: পলাশ আলী ও তাঁর টিম আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করেন। পরবর্তীতে আজ ৩১ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ (৩০ মার্চ দিবাগত) রাত পৌনে ১ টায় মতিহার থানা পুলিশের ঐ টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে আসামি রবিনকে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃত আসামি রবিনের দেওয়া তথ্যমতে অপর আসামি জেসমিন আক্তারকে সকাল ১০ টায় তালাইমারী মোড় থেকে গ্রেপ্তার করে। এসময় আসামি জেসমিনের কাছ থেকে ভুক্তভোগীর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া ২ হাজার টাকা ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে আরএমপি'র মতিহার থানায় মামলা রুজু করে বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সাবেক পুলিশ কর্মকর্তার নামে দুদকের মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : সম্পদের তথ্য গোপন করার অভিযোগে পুলিশের একজন সাবেক পরিদর্শকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল সোমবার দুপুরে দুদকের রাজশাহী জেলা সমন্বিত কার্যালয়ের পক্ষে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। মামলায় তার বিরুদ্ধে দুই কোটি টাকা মূল্যেরও বেশি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের তথ্য গোপন করার অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলার আসামির নাম ফরিদুল ইসলাম খান (৬৩)। তিনি পুলিশে কর্মরত ছিলেন। সবশেষ রাজশাহীতে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) থেকে অবসর নিয়েছেন। বর্তমানে তিনি রাজশাহী মহানগরের বড়কুঠিপাড়া এলাকায় বসবাস করেন। তার

৭-এর পাতায় দেখুন

আল-শিফা হাসপাতালে ইসরায়েলি অভিযানে ২১ রোগীর মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজার আল-শিফা হাসপাতাল থেকে রোগীদের সরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রধান টেড্রোস আডানম গেব্রিয়াসিস। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, গত ১৮ মার্চ থেকে ইসরায়েলি অভিযানে অন্তত ২১ রোগী মারা গেছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম

আল- জাজিরা এ খবর জানিয়েছে। এক্সে দেওয়া পোস্টে আল-শিফা হাসপাতালে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে চলা ইসরায়েলি আগ্রাসনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন ডব্লিউএইচও প্রধান। তিনি বলেছেন, হাসপাতালের বিধ্বস্ত ভবনের মধ্যে এখনও ১০৭ জন রোগী আছেন, যাদের অবস্থা খুবই করুণ। তাদের জন্য নেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা। এছাড়া প্রয়োজনীয় ওষুধ থেকে শুরু করে কোনও রকম পথ্য বা অন্যান্য সামগ্রিরও অভাব রয়েছে। হাসপাতালে গুরুতর ২৮ রোগী ও ৪ শিশু রয়েছে দাবি করে

৭-এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টের আদেশ শিরোধার্য
—— বুয়েট উপাচার্য

ঢাকা প্রতিনিধি : 'বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ছাত্র রাজনীতি থাকতে বাধা নেই' হাইকোর্টের এমন বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য ড. সত্য প্রসাদ মজুমদার বলেছেন, হাইকোর্ট যা বলবে তা আমাদের মানতে হবে। কোর্টের আদেশ শিরোধার্য। তা বাস্তবায়ন করতে গেলে

৭-এর পাতায় দেখুন

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য এখন স্থিতিশীল

স্টাফ রিপোর্টার : হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল রয়েছে। তবে তাকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রেখেছেন চিকিৎসকেরা। গতকাল সোমবার বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান একথা জানান। বলার মতো কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে চিকিৎসকরা জানাবেন বলেও জানান তিনি। শায়রুল কবির খান বলেন, খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনের সঙ্গে সকালে আমার কথা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, মেডিক্যাল বোর্ডের তত্ত্বাবধায়নে বিএনপি চেয়ারপারসন সিসিইউতে সার্বক্ষণিক নিবিড়

৭-এর পাতায় দেখুন

প্রতি কিলোমিটারে বাসভাড়া কমছে ৩ পয়সা

> গতকাল সোমবার বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) কার্যালয়ে কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। ভাড়া কমানোর সুপারিশ অনুমোদন করবে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

স্টাফ রিপোর্টার : জ্বালানি তেলের দাম লিটারে ২ টাকা ২৫ পয়সা কমে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কিলোমিটারপ্রতি বাসভাড়া ৩ পয়সা কমানোর সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুনর্নির্ধারণী কমিটি। গতকাল সোমবার বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) কার্যালয়ে কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। ভাড়া কমানোর সুপারিশ অনুমোদন করবে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়। বিআরটিএ চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মজুমদার বলেন, ভাড়া কমানোর সুপারিশ আমরা এরইমধ্যে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। প্রস্তাব অনুমোদন করে মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভাড়া কার্যকর হবে। বর্তমানে দেশের দূরপাল্লার রুটের জন্য সরকার নির্ধারিত বাস ভাড়া কিলোমিটারপ্রতি ২ টাকা ১৫ পয়সা। এ ভাড়া কমিয়ে কিলোমিটারপ্রতি ২ টাকা ১২ পয়সা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে বাসের বর্তমান ভাড়া কিলোমিটারপ্রতি ২ টাকা ৪৫ পয়সা। এটা কমিয়ে কিলোমিটারপ্রতি ২ টাকা ৪২ পয়সা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। একইভাবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে বর্তমানে মিনিবাসের নির্ধারিত ভাড়া কিলোমিটারপ্রতি ২ টাকা ৩৫ পয়সা। এ হার কমিয়ে কিলোমিটারপ্রতি ২ টাকা ৩২ পয়সা নির্ধারণের সুপারিশ করেছে বাস ভাড়া পুনর্নির্ধারণী কমিটি।

প্রেমিকের অবাধ্য হওয়ায় তরুণীকে শিকলে বেঁধে শায়েস্তা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকার একটি ভবন থেকে শিকলবন্দি অবস্থায় এক তরুণীকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এর ফোন কলে ওই তরুণীকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ বলছে, ভুক্তভোগী তরুণীর সঙ্গে মাসুদ নামে এক আইনজীবীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তার অনুপস্থিতিতে সান নামে এক ছেলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ানোর কারণে আইনজীবী মাসুদ ক্ষিপ্ত হন। এর প্রতিশোধ নিতে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে সান ও তার বন্ধুদের দিয়ে ওই তরুণীকে শিকলে বেঁধে শারীরিক ও যৌন নিপীড়ন চালানো হয়। এতে সহযোগিতা করেন সালমা। তিনি নির্যাতন ও বিকৃত যৌনাচারের

৭-এর পাতায় দেখুন

জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ঢাকায় তাঁর মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনে কক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ইন্টার্নশিপ কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন -পিআইডি

শিশুকে নিয়ে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ নারীর, বাঁচাতে গিয়ে স্কুলছাত্রেরও মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : দাম্পত্য কলহের জেরে শিশু সন্তানকে নিয়ে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলেন রাজিয়া বেগম নামে এক নারী। বিষয়টি টের পেয়ে তাদের বাঁচাতে এগিয়ে যায় জুবায়ের রহমান নামে এক স্কুলছাত্র। কিন্তু আবির নামে শিশুটি প্রাণে বেঁচে গেলেও ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাণ যায় রাজিয়া ও জুবায়েরের। গতকাল সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে গাইবান্ধা সদরের মাঝিপাড়া এলাকায় ঘটেছে এ দুর্ঘটনা। লালমনিরহাট থেকে সান্তাহারগামী টোয়েন্টি ডাউন ট্রেনের নিচে কাটা পড়েন ওই দুজন। রাজিয়া বেগম মাঝিপাড়া এলাকার রিকশাচালক আনোয়ার মিয়ার স্ত্রী। আর জুবায়েরের বাড়ি জেলার সাঘাটা

৭-এর পাতায় দেখুন

বিশ্ববাজারে অস্থিরতায় ফের বাড়লো তেলের দাম

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্ববাজারে আবারও বেড়েছে জ্বালানি তেলের দাম। রাশিয়ার তেল পরিশোধনাগারে হামলা, তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর উৎপাদন কমানোর চিন্তা এবং চীনে চাহিদা বৃদ্ধির আভাস- সব মিলিয়ে কয়েকদিন ধরেই তেলের বাজার ছিল অস্থির। এর জেরে গতকাল সোমবার বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়েছে বলে মনে

করছেন বিশ্লেষকরা। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, এদিন অপরিশোধিত তেলের আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্ক ব্রেন্টের দাম ব্যারেলপ্রতি ২৪ সেন্ট বা ০.৩ শতাংশ বেড়ে ৮৭ দশমিক ২৪ ডলারে দাঁড়িয়েছে। এর আগে, গত সপ্তাহে ব্রেন্টের দাম বেড়েছিল ২ দশমিক ৪ শতাংশ। গতকাল সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটের (ডব্লিউটিআই) দামও বেড়েছে। এদিন ব্যারেলপ্রতি ২৮ সেন্ট বা ০.৩ শতাংশ বেড়ে ডব্লিউটিআই বিক্রি হচ্ছে ৮৩ দশমিক ৩৫ ডলারে। গত সপ্তাহে এর দাম বেড়েছিল ৩ দশমিক ২ শতাংশ। এ নিয়ে টানা তিন মাস উভয় তেলের দামই বাড়লো। গত মাসের

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজশাহী চনিকলে বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহী চিনিকলে ফের বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। চিনিকলের সহকারী ব্যবস্থাপক (সিভিল) প্রকৌশলী সামিউল ইসলামের শাস্তির দাবিতে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করেছেন। সামিউলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় তাদের এ বিক্ষোভ শুরু হয় গতকাল সোমবার সকাল ১০ টায়। বেলা ১১টা পর্যন্ত তারা প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ কর্মসূচি পালন করেন। শ্রমিকরা প্রথমে সহকারী ব্যবস্থাপক (সিভিল) প্রকৌশলী সামিউল ইসলামের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেন। পরে চিনিকল মাঠে সমাবেশ করেন। এ সময় তারা সামিউল ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দেন। প্রকৌশলী সামিউল ইসলাম পণ্যসেবা ও বাৎসরিক বরাদ্দ খাতের

৭-এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রামে বিদেশি মদ জব্দ

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পৌর সদরের শেখপাড়া এলাকা থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ১৭২ বোতল মদ জব্দ করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় মো. আবদুল্লাহ (২৬) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে সীতাকুণ্ড থানার ওসি (তদন্ত) মো. সোলাইমানের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। এ সময় মদ পরিবহনে ব্যবহৃত একটি পিকআপ আটক করে পুলিশ। তবে পালিয়ে যায় পিকআপ চালক। মো. আবদুল্লাহ ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলার রাধানগর ইউনিয়নের মধ্য মাটুয়া গ্রামের বাসিন্দা। পিকআপ চালক মো. জুয়েল ও গ্রেপ্তার আবদুল্লাহকে আসামি করে সীতাকুণ্ড থানা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করেছেন এসআই মো. মফিজুল ইসলাম। সীতাকুণ্ড থানার ওসি কামাল উদ্দিন বলেন, ভোর সাড়ে ৪টার দিকে পুলিশের টহল দল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের শেখপাড়া এলাকায় বাদশা মিয়া বিল্ডিংয়ের সামনে চট্টগ্রামমুখী লেনে

৭-এর পাতায় দেখুন

সূচকের উত্থান দিয়ে শুরু বড় পতনে শেষ

স্টাফ রিপোর্টার : পতনের বৃত্ত থেকে বের হতে পারছে না দেশের শেয়ারবাজার। দুই কার্যদিবস কিছুটা উর্ধ্বমূখী থাকার পর সোমবার দেশের শেয়ারবাজারে ফের বড় দরপতন হয়েছে। প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এবং অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের দাম কমার পাশাপাশি সবকটি মূল্য সূচকের বড় পতন হয়েছে। তবে ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে।

এর আগে গত সপ্তাহ লেনদেন হওয়া চার কার্যদিবসের মধ্যে প্রথম তিন কার্যদিবসেই শেয়ারবাজারে দরপতন হয়। তবে সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসেই মূল্য সূচক কিছুটা বাড়ে। চলতি সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসেও উর্ধ্বমূখীতার দেখা মিলে। এ পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরু হয় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ার মাধ্যমে। এতে লেনদেন শুরু হতেই ডিএসইর প্রধান সূচক ৫ পয়েন্ট বেড়ে যায়। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের দাম বাড়ার ধারা অব্যাহত থাকায় এক পর্যায়ে ডিএসইর প্রধান সূচক ২১ পয়েন্ট বেড়ে যায়। তবে এরপরেই শেয়ার বিক্রির চাপ বাড়ান বিনিয়োগকারীরা। লেনদেনের সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিক্রির চাপ বাড়তে থাকে। ফলে সূচকও নিচের দিকে নামতে থাকে। লেনদেনের শেষ পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকায় সবকটি মূল্য সূচকের বড় পতন দিয়েই দিনের লেনদেন শেষ হয়। দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইতে দাম বাড়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছে মাত্র ৪৭টি প্রতিষ্ঠান। বিপরীতে দাম কমেছে ৩১৫টি প্রতিষ্ঠানের। আর ৩৫টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। এতে ডিএসইর প্রধান মূল্য সূচক ডিএসইএক্স ৬৮ পয়েন্ট কমে ৫ হাজার ৭৬১ পয়েন্টে নেমে গেছে। অপর দুই সূচকের মধ্যে বাছাই করা ভালো ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত

৭-এর পাতায় দেখুন

সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জ থেকে ৯৫ হাজার কেজি মধু সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার : সুন্দরবনের মধু সংগ্রহ শুরু করেছেন মৌয়ালরা। মৌসুমের প্রথম দিন গতকাল সোমবার দুপুরে বন বিভাগের অনুমতিপত্র নিয়ে বনে ঢুকছেন তারা। এর আগে পশ্চিম সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের কলাগাছিয়া এলাকায় মধু আহরণের মধ্য দিয়ে মধু মৌসুমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। মধু আহরণ মৌসুমের উদ্বোধন ও মৌয়ালদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) ড. আবু নাসের মোহসিন হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা-৪ আসনের সংসদ সদস্য এসএম আতাউল হক দোলন। পশ্চিম বন বিভাগের বুড়িগোয়ালিনী বন অফিস সংলগ্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে মৌয়ালদের প্রশিক্ষণের পর মধু আহরণের অনুমতিপত্র (পাস) দেওয়া শুরু করে বন বিভাগ। অনুমতিপত্র নিয়ে গভীর সুন্দরবনে মধু সংগ্রহের খোঁজে যেতে শুরু করেছেন মৌয়ালরা। উদ্বোধনী

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশে ৩ মাসে মোবাইল ফোনের উৎপাদন কমেছে সাড়ে ৫ লাখ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে মোবাইল ফোনের উৎপাদন কমছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্যে তিন মাসে স্থানী-য়ভাবে প্রায় সাড়ে ৫ লাখ মোবাইল ফোন কম উৎপাদন হয়েছে। এতে দেশে মোবাইল ফোনের উৎপাদন ২০ লাখের নিচে নেমে গেছে। এর মধ্যে বেশি কমেছে স্মার্ট ফোনের উৎপাদন। উৎপাদনকারীরা বলছেন, অর্থনৈতিক অবস্থা ও অবৈধ মোবাইল ফোনের বাজারের কারণে দেশে উৎপাদিত মোবাইল ফোনের

চাহিদা কম। এজন্য উৎপাদনও কমিয়ে দিয়েছেন তারা। বিটিআরসি প্রতিমাসে মোবাইল ফোনের উৎপাদন কত, তার তথ্য প্রকাশ করে থাকে। সর্বশেষ জানুয়ারি মাসের তথ্য প্রকাশ করেছে নিয়ন্ত্রণ সংস্থাটি। প্রকাশিত তথ্যানু-যায়ী, গত বছরের নভেম্বরে দেশে মোবাইল ফোন উৎপাদন করা হয়েছিল ২৪ লাখ ৩২ হাজার। জানুয়ারিতে সেই সংখ্যা নেমেছে ১৮ লাখ ৯২ হাজারে। অর্থাৎ তিনমাসে ৫ লাখ ৪০ হাজার মোবাইল ফোন উৎপাদন কমেছে। এর মাঝে ডিসেম্বর মাসে উৎপাদন হয়েছিল ২১ লাখ ১০ হাজার। এদিকে স্মার্ট ফোনের উৎপাদন বেশি কমেছে। গত নভেম্বরে দেশে উৎপাদিত মোবাইল ফোনের ২৮ দশমিক ৪৩ শতাংশ ছিল স্মার্ট ফোন। জানুয়ারিতে সেই অনুপাত কমে ১৮ দশমিক ৮০ শতাংশে নেমেছে। একই সময়ে ফিচার ফোন (টু-জি) উৎপাদন বেড়েছে। নভেম্বরে ফিচার ফোনের উৎপাদনের হার ছিল ৭১ দশমিক ৫৭ শতাংশ। জানুয়ারিতে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮১ দশমিক ২০ শতাংশ। জানুয়ারিতে উৎপাদিত মোবাইল ফোনের মধ্যে ১৫ লাখ ৩৭ হাজার টু-জির। ৩ লাখ ৫৩ হাজার ফোর-জি এবং ২ হাজার ৬৭৮টি ফাইভ-জি মোবাইল ফোন উৎপাদন হয়েছে দেশে। জানা গেছে, বাংলাদেশে বর্তমানে ১৭টি প্রতিষ্ঠান মোবাইল ফোন উৎপাদন করছে। দেশে যে পরিমাণ চাহিদা, তার প্রায় ৯০ শতাংশই এ উৎপাদনকারীরা মেটাতে পারেন বলে দাবি তাদের। ২০১৭ সালে উৎপাদনের অনুমোদন পাওয়ার পর থেকে শুরুতে ভালো অবস্থা থাকলেও এখন উৎপাদন কমতির দিকে। এ নিয়ে হতাশ উৎপাদকরা। মোবাইল ফোন ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এমআইওবি) নেতাদের দাবি, মোবাইল ফোনের অবৈধ বাজারের কারণে তাদের ব্যবসার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। জানতে চাইলে সংগঠনটির সভাপতি জাকারিয়া শহীদ বলেন, দেশের মানুষের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে প্রয়োজনের বাইরে কেউ কিছু কিনছেন না। এটা গ্রাহক কমার একটি অন্যতম কারণ। পাশাপাশি অবৈধ মোবাইল ফোনের বাজার এখনো বেশ রমরমা। এটা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে দেশীয় উৎপাদকরা আরও কোণঠাসা হয়ে পড়বে।

৭-এর পাতায় দেখুন

ইভ্যালির রাসেলের জামিন বাতিল, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি

স্টাপ রিপোর্টার : প্রতারণার মামলায় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ রাসেলের জামিন বাতিল করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার বাদীপক্ষের আইনজীবী আব্দুল হান্নান ভূঁইয়া হৃদয় বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, এ মামলায় আপসের শর্তে জামিন পান রাসেল। জামিন পাওয়ার পর শর্ত ভঙ্গ করায় আমরা তার জামিন বাতিলের আবেদন করি। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোশাররফ হোসেনের আদালত জামিন বাতিল করে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। এ মামলায় প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ও রাসেলের স্ত্রী শামীমা নাসরিন শুরু থেকেই পলাতক। তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি আছে। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, আসামিদের প্রতিষ্ঠান ইভ্যালি ডটকম লিমিটেড বাচ্চাদের বিভিন্ন সামগ্রী নিতে থ্রি এস নামের এক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী, আসামিদের প্রতিষ্ঠান অনলাইনে অর্ডার গ্রহণ করে সে অনুযায়ী বাদীর প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

কেন্দ্র করে ঈদে ৯০ লাখ মানুষ

পদক্ষেপ নিয়েছে। এতে ঈদ যাত্রায় জনদুর্ভোগ অনেক কমতে পারে বলে আশা প্রকাশ করা হয় প্রতিবেদনে। তবে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে এ সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার না থাকায় প্রতিবেদনটি 'শতভাগ বস্তুনিষ্ঠ' না-ও হতে পারে বলে স্বীকার করেছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আশীষ কুমার দে।

চালের দামও বেঁধে দেবে সরকার

সহনীয় পর্যায়ে রাখতে পারব। যদিও কিছু চ্যালেঞ্জ আছে এবং আপনারা সবাই তা জানেন। সরকার সেগুলো নিয়ে কাজ করছে। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত দ্রব্যমূল্য ও বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা-বিষয়ক টাস্কফোর্সের বৈঠক শেষে চালের দাম বেঁধে দেওয়ার কথা সাংবাদিকদের জানান। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান, নিত্যপ্রয়োজনীয় সবজি খুচরা পর্যায়ে ৪০ টাকা কেজিতে বিক্রি হবে। ভারত থেকে আসা পেঁয়াজ আগামী দুই দিনের মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামে ডিলারের মাধ্যমে টিসিবির খোলাবাজারে বিক্রি শুরু হবে। পেঁয়াজের প্রথম চালান পৌঁছানোয় এখন বাংলাদেশ চাহিদাপত্র দিলে বাকি পেঁয়াজ পাঠাবে ভারত সরকার। টিসিবির কিছু নিত্যপণ্য কম দামে বিক্রির ফলে বাজারে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলেও আশা করেন তিনি। গত ১৫ মার্চ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বিজ্ঞপ্তিতে মসুর ডাল, ছোলা, ডিম, পেঁয়াজ, আলু, ব্রয়লার মুরগি ও গরুর মাংসসহ ২৯ পণ্যের দাম বেঁধে দেয় এবং এই নির্ধারিত দামে ব্যবসায়ীদের এসব পণ্য বিক্রির নির্দেশ দেয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সরকার নির্ধারিত দাম তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। সরকারের বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন সময়ে মূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় কিছু কিছু পণ্যের দাম বেঁধে দিয়েছে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে চালকল মালিকদের বৈঠকে চালের দাম বেঁধে দেওয়া হয়। যদিও তা কার্যকর করা যায়নি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিয়মিত বিরতিতে ভোজ্যতেল ও চিনির দাম ঠিক করে দেয়। তবে বাজার নির্ভর করে বিশ্ববাজার পরিস্থিতির ওপর। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় গত সেপ্টেম্বরে আলু, ডিম ও দেশি পেঁয়াজের দাম ঠিক করে দিয়েছিল। এর কোনোটিই বাজারে কার্যকর হয়নি। চলতি রমজান উপলক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ২৯টি পণ্যের দাম বেঁধে দিয়েছিল। তা কার্যকর করানোর তেমন কোনো চেষ্টা দেখা যায়নি।

ছাত্রলীগ দখলদারিত্বে

ধারার বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ নিরন্তর সংগ্রাম জারি রেখেছে। বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমাদের আফসোস হয়! বিএনপি নেতৃবৃন্দ বুঝে না যে, এদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মিথ্যাচারের ধারা অব্যাহত রাখলে তারা জনগণ থেকে আরও দূরে সরে যাবে। তারা ক্ষমতায় এসে ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ বিরোধী বয়ান তৈরির মধ্য দিয়ে দেশবিরোধী রাজনীতির ধারা সৃষ্টি করেছে এবং তা পরিপুষ্ট করে চলেছে। বিবৃতিতে তিনি বলেন, বিএনপি নেতারা নির্বাচনের মনগড়া মিথ্যা ও বানোয়াট বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে। বিএনপি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচাল করতে সন্ত্রাস ও সহিংসতার পথে হেঁটেছিল। তাই তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এখন তো তাদের নেতাকর্মীরা একের পর এক মুক্তি পাচ্ছে। অথচ তাদের মুখে অত্যাচার-নির্যাতনের তথাকথিত বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে এটা তারা চিরস্থায়ী পন্থা হিসেবে বেছে নিয়েছে। সরকার কোনো ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে নাই। বরং নির্বাচন বানচাল ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে বিএনপি সন্ত্রাস ও সহিংসতা সৃষ্টির মাধ্যমে যে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, সরকার তা থেকে জনগণের নিরাপত্তা বিধানের জন্য অভয়ের পরিবেশ সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর।

এপ্রিল সুদের হার ১৩ দশমিক ৫৫

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহীদের পাঠানো হয়। এতদিন 'স্মার্টের সাঙ্গে বড় ঋণে ৩ দশমিক ৫০ শতাংশ, প্রি-শিপমেন্ট প্রভৃতি ও কৃষি ও পল্লী ঋণের সঙ্গে ২ দশমিক ৫০ শতাংশ যোগ করে সুদ নির্ধারণ হতো। গত মার্চ মাসের স্মার্ট এক দফা দশমিক ২৫ শতাংশ কমানো হয়। মার্চে এই সুদের হার ছিল যথাক্রমে ১৩ দশমিক ১১ শতাংশ এবং ১৪ দশমিক ১১ শতাংশ।

৯ এপ্রিল ছুটির সুপারিশ

তবে যারা দূরে ঈদ করতে যাবেন তারা চাইলে ৯ ছুটি নিতে পারেন। তাদের সেই অধিকার আছে।" এর আগে গত রবিবার আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় ৯ এপ্রিল ছুটি রাখার সুপারিশ করার বিষয়টি উঠে। কমিটির সভাপতি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক সেসময় বলেছিলেন, ঈদে মানুষের দুর্ভোগ কমাতে ৯ এপ্রিল ছুটির আওতায় আনা যায় কি না, সেটার একটা সুপারিশ মন্ত্রিসভায় যাবে।"

কম দামে বিক্রির জন্য ১ কোটি ১০

লিটার অগ্রিম আয়কর, মুসক ও টিসিবির গুদামপর্যন্তে পরিবহনসহ ১৫২.৯৮ টাকা থেকে ২ শতাংশ অগ্রিম আয়কর, ৩.০৬ টাকা ও পরিবহন খরচ বাবদ ২.০০ টাকা বাদ দিয়ে প্রকৃত মূল্য দাঁড়ায় (১৫২.৯৮-৩.০৬-২.০০) ১৪৭.৯২ টাকা। উল্লেখ, বর্তমানে স্থানীয় বাজারে প্রতি লিটার সয়াবিনের গড় খুচরা মূল্য ১৬৩ টাকা। যা থেকে প্রস্তাবিত দর প্রতি লিটারে (১৬৩.০০-১৫২.৯৮) ১০.০২ টাকা কম। সর্বশেষ গত ১৮ ফেব্রুয়ারি সুপারিশ উন্মুক্ত দরপত্রের (জাতীয়) বিপরীতে প্রতি লিটার সয়াবিন তেল ১৫৫.৯৭ টাকা দরে ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যা থেকে আলোচ্য প্রস্তাবিত দর প্রতি লিটারে (১৫৫.৯৭-১৫২.৯৮)=২.৯৯ টাকা কম। এ সংক্রান্ত একটি ক্রয়প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হতে পারে বলে সূত্র জানিয়েছে।

গ্যাসের লিকেজ থেকে আগুন: বার্ন

আছেন। জানা যায়, গত ২৬ মার্চ দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে এলপিজি গ্যাসের সিলিন্ডার লিকেজ হয়ে ফ্ল্যাটটিতে গ্যাস জমে ছিল। ভোরের দিকে সেহরির সময় রান্না করার জন্য আগুন জ্বালাতেই তা পুরো রান্নাঘরে ছড়িয়ে পড়ে। পরে পুরো ফ্ল্যাটে নিমিষেই আগুন ছড়িয়ে পড়লে একই পরিবারের চারজন দগ্ধ হন। এরপরে তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়। পরে গত রোববার থেকে গতকাল সোমবার পর্যন্ত তাদের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয়। সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সায়েমুল হুদা বলেন, নুরুই ইসলাম শিমুলিয়া ইউনিয়নের স্বাস্থ্য পরিদর্শক ছিলেন। তিনি গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৪ তারিখে অবসরে যান। পরে তিনি নিজ বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। গত ২৬ মার্চ রাতে সেহরির সময় সিলিন্ডারের লিকেজ থেকে জমা গ্যাসের আগুনে একই পরিবারের চারজন দগ্ধ হন। গত রোববার বিকেলে ও গতকাল সোমবার পরিবারটির তিনজনের মৃত্যু হয়। ঢাকা শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. তরিকুল ইসলামের দেওয়া তথ্য মতে, নিহত সুফিয়া বেগমের শরীরের ৮০ শতাংশ, নুরুল ইসলামের শরীরের ৪৮ শতাংশ ও ছেলে সোহাগের শরীরের ৩৮ শতাংশ পুড়ে যায়। এছাড়া বেঁচে থাকা পরিবারটির একমাত্র সদস্য নিশাত জাহান সাথীর শরীরের ১৬ শতাংশ পুড়ে গেছে। তার অবস্থার উন্নতি হলেও আশঙ্কা কাটেনি বলে জানান চিকিৎসক। ধামরাই ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ইনচার্জ সোহেল রানা বলেন, আমরা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যাই। তবে ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই স্থানীয়রা তাদের হাসপাতালে পাঠান। গতকাল সোমবার জানতে পারি দগ্ধদের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

হামাসের সঙ্গে যুদ্ধে ইসরায়েলের

অপুষ্টিতে ভুগছেন। গত সপ্তাহে জাতিসংঘের কর্মকর্তারা সতর্ক করে জানান, গাজায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে এবং এটি হবে মানবসৃষ্ট। ইসরায়েল গাজায় আন্তর্জাতিক ত্রাণ সহায়তা প্রবেশে বাধা দেওয়ায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। গত শুক্রবার জাতিসংঘের শীর্ষ আদালত দুর্ভিক্ষ এড়াতে ইসরায়েলকে গাজায় নিরবচ্ছিন্ন ত্রাণ সরবরাহ চালু করার নির্দেশ দিয়েছে। তার আগে গত সোমবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ প্রথমবারের মতো পবিত্র রমজান মাসে গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবিতে একটি প্রস্তাব পাস করেছে।

তবে হামাস এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেও, ইসরায়েল যুদ্ধবিরতির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ফিলিস্তিন ছিটমহলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) গণহত্যার অভিযোগ রয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে আইসিজে একটি অন্তর্বর্তী রায় জারি করে তেল আবিবকে গণহত্যামূলক কাজ বন্ধ করতে এবং গাজার বেসামরিক নাগরিকদের মানবিক সহায়তা প্রদানের গ্যারান্টি দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়। এদিকে গত শুক্রবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের গণহত্যামূলক যুদ্ধের মধ্যেই তেল আবিবকে নতুন করে কয়েকশ কোটি ডলার মূল্যের বোমা এবং যুদ্ধবিমান সরবরাহ করার অনুমোদন দিয়েছে। রেডিও তেহরানের অনলাইন সংস্করণ পার্স টুডে বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন অস্ত্র সহায়তা গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যা অভিযানকে জোরদার করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। নতুন অস্ত্র প্যাকেজে দুই হাজার পাউন্ডের এমকে৮৪ সিরিজের এক হাজার ৮০০ এর বেশি বোমা এবং ৫০০ পাউন্ডের এমকে৮২ সিরিজের ৫০০ বোমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইসরায়েল গত কয়েক মাসে গাজায় এ ধরনের ধ্বংসাত্মক বোমা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে, ফলে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটেছে গাজাবাসীর। এসব বোমা ছাড়াও গাজার ওপর বোমা ফেলতে মার্কিন সরকার ইসরায়েলকে দেবে ২৫টি এফ-৩৫এ মডেলের যুদ্ধবিমান। মার্কিন সিনেটের বার্নি স্যান্ডার্স বাইডেন প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে 'অশ্লীল' বলে নিন্দা করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নেতানিয়াহুর (ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী) কাছে বেসামরিক লোকদের ওপর বোমা হামলা বন্ধ করার অনুরোধ জানাতে পারে না। কেননা পরের দিনই তাকে আরও দুই হাজার পাউন্ডের হাজার হাজার বোমা পাঠায় যা পুরো শহরের ব্লকগুলোকে সমতল করতে পারে। এটা সভ্যতা বিবর্জিত নোংরা কাজ।' মার্কিন ও ইসরায়েলি সূত্রগুলোর দেয়া তথ্য অনুযায়ী, গাজায় ইসরায়েলের চলমান আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে মার্কিন সরকার ইসরায়েলকে ২৩০টি কার্গো-বিমান ও ত্রিশটি জাহাজ বোঝাই করে অস্ত্র পাঠিয়েছে।

স্বাস্থ্যের সাবেক ডিজিসহ ৬ জনের

ইউনুস আলী, গবেষণা কর্মকর্তা ডা. মো. দিদারুল ইসলাম, রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাহেদ ওরফে সাহেদ করিম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক ডা. আমিনুল হাসান ও সহকারী পরিচালক ডা. মো. শফিউর রহমান। আসামিদের মধ্যে সাহেদ কারাগারে ও বাকিরা জামিনে আছেন। ২০২১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর আবুল কালাম আজাদসহ ছয়জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের উপ-পরিচালক ফরিদ আহমেদ পাটোয়ারী। এরপর ২০২২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ কে এম ইমরুল কায়েশ চার্জশিট গ্রহণের আদেশ দেন। একইসঙ্গে মামলাটি পরবর্তী বিচারের জন্য বিশেষ জজ আদালত ৬ এ বদলির আদেশ দেন। ওই বছরের ১২ জুন আসামিদের পক্ষে অব্যাহতির আবেদন নামঞ্জুর করে অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে বিচার শুরুর আদেশ দেন একই আদালত। চার্জশিটে আসামিদের নামে পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে লাইসেন্স নবায়নবিহীন বন্ধ রিজেন্ট হাসপাতালকে ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতালে রূপান্তর, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও সরকারি প্রতিষ্ঠান নিপসমের ল্যাবে তিন হাজার ৯৩৯ জন কোভিড রোগীর নমুনা বিনামূল্যে পরীক্ষা করার অভিযোগ আনা হয়েছে। যেখান থেকে তারা অবৈধ পারিতোষিক বাবদ রোগী প্রতি তি হাজার ৫০০ টাকা হিসেবে মোট এক কোটি ৩৭ লাখ ৮৬ হাজার ৫০০ টাকা গ্রহণ করেন। এছাড়া চার্জশিটে রিজেন্ট হাসপাতালের মিরপুর ও উত্তরা শাখার চিকিৎসক, নার্স, ওয়ার্ডবয় ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের খাবার খরচ বরাদ্দের বিষয়ে এক কোটি ৯৬ লাখ ২০ হাজার টাকার মাসিক চাহিদা তুলে ধরাসহ সমঝোতা স্মারকের খসড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। আসামিদের নামে সর্বমোট তিন কোটি ৩৪ লাখ ৬ হাজার ৫০০ টাকা আত্মসাতের জন্য দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/১০৯ ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭ এর ৫ (২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। ২০২০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এ পাঁচজনের নামে মামলাটি করেন ফরিদ আহমেদ পাটোয়ারী। সেখানে আবুল কালাম আজাদকে আসামি করা হয়নি। তবে তদন্তে নাম আসায় চার্জশিটে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন ২

পড়লে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে জানান। এদিকে ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. বাচ্চু মিয়া জানান, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে অপর বন্দি রহিম বিশ্বাসকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন কারারক্ষীরা। এরপর চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকেও মৃত ঘোষণা করেন। তিনি জানান, রহিম বিশ্বাসের বাবার নাম সৈয়দ আলী বিশ্বাস। তবে তার মামলার বিবরণ জানা যায়নি। লাশ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে তৃতীয়

প্রথম ধাপের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ৯ হাজার ৩৩৭ জন। মৌখিক পরীক্ষা শেষে প্রথম ধাপে ২ হাজার ৪৯৭ জনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

ঝালকাঠিতে ৩ বছরের শিশুকে

মা ঘুমে ছিলেন এই সুযোগে মেয়েকে একা পেয়ে ধর্ষণ করে। পরে আমার বোন টের পাইলে ও মোবাইল রেখে পালিয়ে যায়। পরে আমার মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. টি এম মেহেদী হাসান সানি বলেন, গত রোববার রাতে হাসপাতালে তিনবছরের একটা শিশু নিয়ে এসেছে। তার পরিবারের দাবি তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। বর্তমানে ভুক্তভোগী হাসপাতালে ভর্তি আছে। আইনানুগ প্রক্রিয়ায় আমরা বাকি কার্যক্রম সম্পন্ন করবো। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো.মহিতুল ইসলাম বলেন, তিন বছরের শিশু ধর্ষণের অভিযোগে রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২৪ হরিণ শিকারির আত্মসমর্পণ

আনারুল, মৃত আক্কাছ গাজীর ছেলে আলামিন, কাওছার গাজীর ছেলে ইয়াছিন, গফফার মালীর ছেলে সোহেল, বাহিম মালীর ছেলে মোফাজ্জেল, নূরালি গাইনের ছেলে সিরাজুল ইসলাম, জয়নাল মোল্লার ছেলে বাবলু রহমান, কাদের গাজীর ছেলে ইমান আলী, ইউসুফ গাজীর ছেলে ইউনুস আলী, মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের সেন্ট্রাল কালিনগর এলাকার মৃত আক্কাস উদ্দিন গাজীর ছেলে শফিকুল ইসলাম, সুরত আলীর ছেলে হাফিজুর রহমান, ইউসুফ, ছাকাত আলীর ছেলে মিজানুর রহমান, আব্দুল আলিম, হরিনগর এলাকার মিজানুর রহমানের ছেলে ইসমাইল শেখ, মো. আলী গাজীর ছেলে ইসমাইল হোসেন খোকন, শাহ আলম সানার ছেলে আল-আমিন ও আব্দুল গনি সানার ছেলে শাহ আলম। আত্মসমর্পণের সময় সাতক্ষীরা-৪ আসনের সংসদ সদস্য এস.এম আতাউল হক দোলন, সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) ড. আবু নাসের মোহসিন হোসেন, পশ্চিম সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) এম কে এম ইকবাল হোছাইন চৌধুরী, সাতক্ষীরা রেঞ্জের চারটি স্টেশনের স্টেশন কর্মকর্তা ও বনকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিম সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) এম কে এম ইকবাল হোছাইন চৌধুরী বলেন, আত্মসমর্পণকারীরা দীর্ঘদিন ধরে সুন্দরবনে প্রবেশ করে হরিণ শিকার, কীটনাশক দিয়ে মাছ ধরাসহ নানা অপরাধে জড়িত ছিলেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ ছিল না। বন কর্মকর্তারা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই অপরাধের শাস্তি, হরিণ শিকার ও বিষ দিয়ে মাছ শিকারের সুদূর প্রসারী কুফল বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে তারা অনুতপ্ত হয়ে বনকর্মকর্তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। এদিকে আত্মসমর্পণকারী শিকারি আনারুল ইসলাম বলেন, আমরা আর হরিণ শিকার করবো না। সরকারের কাছে দাবি আমাদের কাজের ব্যবস্থা করা হোক।

ক্লাস ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়াচ্ছে শিক্ষার্থীরা

স্টাফ রিপোর্টার : আজকাল অনেক শিক্ষার্থীরা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে সকলের অগোচরে বিভিন্ন অপরাধমুলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নবম-দশম শ্রেণিতে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে অনেকটাই কম। অনেক শিক্ষার্থীদের দেখা যায় তারা দলবদ্ধ ভাবে স্কুল সময়ে বেপরোয়া চলাফেরা করছে। অনেক কিশোর ছাত্ররা ধূমপানসহ বিভিন্ন মাদক সেবনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ছে। জানাগেছে, ছাত্রীরা বাসা থেকে বের হওয়ার সময় স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজের ড্রেস পরে বের হলেও পরে সাদা এপ্রোন, বোরকা, স্কুল ড্রেস খুলে ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে ফেলে, ফলে এদেরকে সহজে স্কুল,মাদ্রাসা,কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী বলে সনাক্ত করা যায় না। সরেজমিনে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা যখন পড়ালেখায় ব্যস্ত ক্লাসে, ঠিক তখনই বিপদগামী এক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিষ্ঠানের ক্লাস চলাকালিন সময়ে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে পার্ক,রেস্টুরেন্ট,আবাসিক হোটেল,সি এন জি গাড়ীতে দেখা করছে তাদের ভালোবাসার মানুষের সাথে। ভালোবাসার নামে ছেলে-মেয়েরা নষ্ট করছে নিজেদের জীবন। সরে যাচ্ছে পরিবার থেকে। স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসার ক্লাস ফাঁকি দিয়ে অনৈতিকতায় লিপ্ত শত শত শিক্ষার্থীরা। ক্লাস করার নাম করে বেরিয়ে এসে অবাধ প্রেমের অভিসারে মেতেছে টিনএজার ছেলে-মেয়েরা। আবেগের বশবর্তি হয়ে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়েরা শারিরীক সম্পর্কে জড়াচ্ছে। এতে অনেক তরুণী অজান্তেই অন্তঃস্বত্তা হয়ে পড়েছে। পৌর এলাকার বেসরকারী ক্লিনিক, নার্স চেম্বার সহ প্রায় প্রতি দিনই কথিত প্রেমের শিকার এই সব অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণকারী কিশোরী তরুণীদের গর্ভপাত করানো হচ্ছে। গর্ভপাত করাতে গিয়ে অনেকের মারাত্মক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে ও দাবী করছেন অনেকে। অনেকে আবেগের বশবর্তি হয়ে আত্মহননের পথ ও বেছে নিচ্ছেন । ব্যর্থ প্রেমিক প্রেমিকা অবুঝ মনের হওয়ায় ব্যর্থতার গ্লানি মিটাতে ঘুমের বড়ি সেবন,মাদক সেবন, উদাসীনতা অনিয়ম সর্ব পরি একজন ছাত্র-ছাত্রীর যে পরিবেশে থাকার কথা তা বদলিয়ে যায়। ফলে লেখা পড়ায় অমনোযোগিতার কারণে সাধিত হচ্ছে এবং ঘটছে ফলাফল বিপর্যয়। মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় বেপরোয়া উদ্ধত আচরণ এবং পারিবারিক অনুশাসন ভেঙ্গে পড়ায় ত্রে বিশেষ অভিভাবকদের অচেতনতার কারণে এই সব কিশোর-কিশোরীরা অধঃ পতনে যাচ্ছে বলে সচেতন সুশীল সমাজ মনে করছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অভিভাবক জানান, স্কুল ড্রেস ও বোরকা পরা অল্প বয়সের মেয়েরা প্রতিদিন কিছু নির্জন জায়গায় আসে। সঙ্গে বখাটে ছেলেদের দেখা যায়। সুযোগ পেলে নানা অনৈতিক আচরণ করে, যা দেখেও না দেখার মত চলতে হয় তাদের। আবার অনেক কিশোর ছাত্ররা জরিয়ে পড়ছে কিশোর গ্যাংয়ের সাথে। এর ফলে বর্তমানে দেশে কিশোর অপরাধ উদ্বেগজনক-ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা হত্যাকাণ্ডের মতো হিংস্র ও নৃশংস অপরাধেও জড়িয়ে পড়ছে। গত অর্ধ যুগ ধরে কিশোর অপরাধ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এর ধরন পালটে গেছে। তাদের অপরাধগুলো ক্রমেই হিংস্র নৃশংস বিভীষিকাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। খুন, ধর্ষণ ও ধর্ষণ করার পর হত্যা করার মতো হিংস্র ধরনের অপরাধ করার প্রবণতা উদ্বেগজনক-ভাবে বেড়ে গেছে এবং বেড়েই চলছে। সংঘবদ্ধভাবে প্রকাশ্য দিনের আলোয় নৃশংসভাবে খুন করা হচ্ছে। ছেলেমেয়েদের নিয়মিত খোঁজখবর নেওয়ার দায়িত্ব পিতা মাতার। অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসে অনুপস্থিত কিনা দেখার দায়িত্ব স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের। কিন্তু মাসের পর মাস ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলেও শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা নেয় না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন। এর ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা চরমে পৌচেছে। অনেক মা-বাবা আছেন, তারা তাদের সন্তান কী করছে, কার সঙ্গে মিশছে, ইন্টারনেটে কী দেখছে, সে সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন না। মনে করেন টাকা দিলেই সব শেষ। তাদের সন্তানদেরই অপরাধে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। কিশোরদের অপরাধী হওয়ার নেপথ্যে আরও কিছু কারণ রয়েছে সন্তানকে প্রয়োজনীয় ধর্ময় ও নৈতিক শিক্ষাদানে অমনোযোগিতা. পারিবারিক পরিমন্ডলের ঝগড়া-বিবাদ, দারিদ্র্য, কুসংস্কার ও কুসঙ্গ, অতি আদও, আর্থিক প্রাচুর্য ও অনিদ্রার মতো বিষয়গুলো কিশোরদের অপরাধী করে তোলে ।অপরাধ বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমান সময়ের কিশোররা উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট হচ্ছে এবং সেই সংস্কৃতি নিজেদের মধ্যে ধারণ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই জায়গায় তারা ব্যর্থ হচ্ছে। যে সংস্কৃতি তারা গ্রহণ করতে চাচ্ছে সেটা পুরোপুরি নিতে পারছে না। অন্যদিকে যারা নিচ্ছে তারাও এটার সদ্ব্যবহার করতে পারছে না। যার ফলে সমাজে এর কু প্রভাব পড়ছে। অভিজ্ঞ মহল, সুশীল সমাজ, শিক্ষানুরাগীরা মনে করেন ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার এ সংস্কৃতি বন্ধের প্রত্যেক অভিভাবককে আরো সচেতন, দায়িত্ববান, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির নজরদারি বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনকে দায়িত্বশীল, দেখভাল আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।

মৌলভীবাজারে ঘুমন্ত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলায় বসত ঘরে আগুন লাগলে ঘুমন্ত অবস্থায় নূরজাহান বেগম নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার ভোর ছয়টার দিকে উপজেলার পূর্ব কদমহাটায় আমেরিকা প্রবাসী মিন্টু মিয়ার বাড়ির পাশে ময়না মিয়ার বসত ঘরে অগ্নিকাণ্ডের এ ঘটনা ঘটে। মৌলভীবাজার ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক মো. আলাউদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। নিহতের পরিবার ৪০ বছর ধরে প্রবাসী মিন্টু মিয়ার বাড়ি দেখাশোনার কাজ করতেন। নিহত নূরজাহান বেগমের গ্রামের বাড়ি কুমিল্লায়। ৬ সদস্যদের পরিবার নিয়ে প্রবাসীর বাড়ির পাশেই একটি টিনশেডের বাড়িতে থাকতেন নূরজাহান বেগম। জানা যায়, গত রোববার ভোর রাতে ৬টার দিকে আচমকা নূরজাহানদের বেগমদের বসতঘরে আগুন লেগে যায়। এসময় প্রাণে বাঁচতে পরিবারের সবাই ঘরের বাইরে চলে আসলে প্যারালাইজড থাকায় নূরজাহান বেগম ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। তিনি ঘরের ভেতরেই দগ্ধ হয়ে মারা যান। এদিকে এ ঘটনার পর প্রতিবেশীরা রাজনগর ফায়ার সার্ভিসে কল দিলে তারা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এসময় ঘরের ভেতর থেকে নূরজাহান বেগমের কঙ্কাল উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা। তবে, আগুন লাগার কারণ এখনো নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। এ ব্যাপারে এখনো তদন্ত করছে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস। রাজনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুস ছালেক বলেন, অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আমরা জেনেছি নিহত নারী পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিলেন। যে কারণে আগুন লাগার পর তরিঘরির মধ্যে তিনি বের হতে পারেননি। ফলে, দগ্ধ হয়ে ভেতরেই মারা যান।

ঋণের কারণে হাতাশাগ্রস্ত হয়ে স্ত্রীসহ দুই সন্তানকে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : নীলফামারীতে গৃহবধূসহ দুই কন্যাশিশুর হত্যার রহস্য দুই মাস পর উন্মোচিত হয়েছে। হত্যাকারী শিশুদের বাবা আশিকুল হক মোল্লা বিভিন্ন এনজিওর ঋণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে এ ঘটনা ঘটিয়েছেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশের কাছে হত্যার বর্ণনা দিয়ে এসব কথা জানান হত্যাকারী আশিকুল হক মোল্লা। গতকাল সোমবার এ তথ্য নিশ্চিত করেন নীলফামারী সদর থানার ওসি মো. তানভীরুল ইসলাম। পুলিশকে দেওয়া জবানবন্দিতে আশিকুল হক মোল্লা জানান, ঘটনার দিন তিনি প্রথমে স্ত্রীকে একটি ঘরে নিয়ে গলাটিপে হত্যা করেন। পরে অন্য ঘরে নিয়ে একইভাবে দুই শিশুকে হত্যা করেন। এরপর গলা কেটে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। পুলিশ জানান, হত্যার ঘটনার পর প্রায় দুই মাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর শনিবার সকালে আশিকুল হক মোল্লাকে ছাড়পত্র দেয় রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এরপর বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে নীলফামারী সদর থানায় এনে তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। গত ২ ফেব্রুয়ারি সকালে জেলা সদরের চড়াইখোলা ইউনিয়নের দারোয়ানী বন্দর বাজার গ্রামের আশিকুল হক মোল্লার বাড়ির শোবার ঘর থেকে স্ত্রী তহুরা বেগম (৩২), মেয়ে আয়েশা আক্তার (১০) ও জারিন তান্নিমের (৬) লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এর আগে বাড়ির উঠান থেকে গলাকাটা অবস্থায় আশিকুল হক মোল্লাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় প্রতিবেশীরা। এ ঘটনায় তহুরা বেগমের ছোট ভাই মো. আসাদুজ্জামান বাদী হয়ে আশিকুল হক মোল্লার নামে হত্যার অভিযোগ এনে সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। এদিকে হত্যার রহস্য উদঘাটনে সদর থানা পুলিশের পাশাপাশি তদন্তে নামে রংপুর সিআইডি ক্রাইমসিনের সদস্যরা। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার দায় স্বীকার করে আশিকুল হক মোল্লা জানায়, ব্যাংক ও বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে ফার্নিচারের ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসায় লোকসান হওয়ায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন তিনি। এ অবস্থায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে একাধিকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন আশিকুল। নীলফামারী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. তানভীরুল ইসলাম জানান, গত রোববার বিকেলে নীলফামারী জ্যেষ্ঠ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহীন কবিরের এজলাসে হাজির করা হলে সেখানে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন আশিকুল হক মোল্লা। জবানবন্দি রেকর্ড শেষে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মাদারীপুরে বোরখা পরিহিত অবস্থায় যুবকের লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : মাদারীপুরের কালকিনিতে বোরখা পরিহিত অবস্থায় অজ্ঞাত এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার দুপুর ১টার দিকে এনায়েতনগড় ইউনিয়নের কালাই সরদারেরচর এলাকার একটি বাগান থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অজ্ঞাত লাশটির হাত-পা বাঁধা ছিল। বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর হবে। ধারণা করা হচ্ছে, শ্বাসরোধ করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। জানা গেছে, কালাই সরদারেরচর এলাকার একটি বাগানে বোরখা পরিহিত অবস্থায় একটি লাশ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। পরে তারা পুলিশকে জানালে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত যুবকের লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। কালকিনি থানার ওসি সরকার আব্দুল্লাহ আল-মামুন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ অজ্ঞাত এক যুবকের লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। নিহতের শরীরে আঘাতে কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে তার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, শ্বাসরোধ করে তাকে হত্যা করা হতে পারে।

কুমিল্লায় বোনের প্রেমিককে হত্যার দায়ে ভাইসহ ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লার হোমনায় বোনের সঙ্গে প্রেম করায় ফয়সল (২২) নামে এক যুবককে গলা কেটে হত্যার দায়ে প্রেমিকার ভাই ও মামাতো ভাইকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন কুমিল্লার আদালত। গতকাল সোমবার কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ৪র্থ আদালতের বিচারক মো. জাহাঙ্গীর হোসেন এ রায় দেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- কুমিল্লা হোমনা উপজেলার রাজনগর গ্রামের মো. ফুল মিঞার ছেলে মো. শামীম মিয়া (২৪) ও একই উপজেলার সাফলেজি গ্রামের মো. বেদন মিয়ার ছেলে মো. দুলাল মিয়া (২০)। মামলার বিবরণে জানা যায়, হত্যার শিকার ফয়সলের সঙ্গে আসামি শামীমের বোন কলেজছাত্রী মেহেদী আক্তারের (১৮) প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ২০২০ সালের ৫ জুন ফয়সল তার মামা নজরুল মিয়ার ছাদে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন। এ সময় তার মোবাইল ফোনে আসামি শামীম কল করে বলেন আমিরুল ইসলাম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন বিল্ডিংয়ে যাওয়ার জন্য। তখন ফয়সাল কাউকে কিছু না বলে শামীমের কাছে চলে যান। বাড়িতে ফিরে না আসায় স্থানীয় লোকজন বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। কিন্তু না পেয়ে নিহতের বাবা মো. মকবুল হোসেন হোমনা থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে প্রথমে আসামি মো. শামীম মিয়াকে গ্রেপ্তার করেন। শামীম জানায়, সে ও দুলালসহ প্রথমে গলায় গামছা পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে পরে ধারালো ছুরি দিয়ে গলা কেটে ফয়সলকে হত্যা করেন। এরপর লাশটি বিদ্যালয়ের মাঠে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। এ ব্যাপারে ২০২০ সালের ১৩ জুন নিহত ফয়সলের বড় বোন হোমনা থানার রাজনগর গ্রামের হারুন মিয়ার স্ত্রী সালমা আক্তার বাদী হয়ে মো. শামীম মিয়াসহ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে হোমনা থানায় মামলা দায়ের করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামি মো. শামীম মিয়া ও মো. দুলাল মিয়াকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করেন। তারা আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। ২০২১ সালের ১৮ মার্চ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। আসামি শামীম ও দুলালের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাদের মৃত্যুদণ্ড এবং একই সঙ্গে প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন আদালত। রায় ঘোষণাকালে দুই আসামি আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত ছিলেন। এ রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপক্ষে নিযুক্ত কৌঁসুলি শেখ মাসুদ ইকবাল মজুমদার ও মো. নূরুল ইসলাম বলেন, আমরা আশা করছি উচ্চ আদালত এ রায় বহাল রেখে দ্রুত বাস্তবায়ন করবেন। অপরদিকে আসামিপক্ষে নিযুক্ত কৌঁসুলি অ্যাডভোকেট বিমল কৃষ্ণ দেবনাথ বলেন, এ রায়ে আসামিপক্ষ অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ। রায়ের কপি হাতে পেলে শিগগিরই উচ্চ আদালতে আপিল করব।

বিধবা ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালার খসড়া অনুমোদন

স্টাফ রিপোর্টার : বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০২৪ এর খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গতকাল সোমবার তার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠক শেষে সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন এ তথ্য জানান। প্রধানমন্ত্রী ৯৮-৯৯ সালে এটি শুরু করেছিলেন। প্রতিমাসে ৫৫০ টাকা করে দেওয়া হয়। ২৫ লাখ ৭৫ হাজার জনকে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। আগে ছিল বার্ষিক ব্যক্তিগত আয় ১২ হাজার টাকার নিচে। এখন তা ১৫ হাজার টাকা হতে হবে। মোবাইলের মাধ্যমে (এমএফএস) এ ভাতা দেওয়া হবে। কেউ ভাতা পেতে চাইলে তাকে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে বাছাই করে ভাতা দেওয়া হবে।

ফরিদপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় বাবার পর মারা গেল ছেলেও

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুরে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মাঝকান্দিতে অজ্ঞাত একটি গাড়ির ধাক্কায় বাবার মৃত্যুর পর মারা গেলেন ছেলেও। গত রোববার রাত ১১টার দিকে মারা যান ছেলে অন্তর মালো। এর আগে রাত সাড়ে ৮টার দিকে মাঝকান্দির মাজেদা জুটমিলের সামনে এ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই নিহত হন তার বাবা। গতকাল সোমবার সকালে ফরিদপুরের করিমপুর হাইওয়ে থানার ওসি মো. সালাউদ্দিন চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন- শংকর মালো (৪২) ও তার ছেলে অন্তর মালো (২০)। তাদের বাড়ি সদর উপজেলার ভাটি কানাইপুর গ্রামে। করিমপুর হাইওয়ে থানার ওসি মো. সালাউদ্দিন চৌধুরী বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই নিহত হন শংকর মালো। আহত ছেলে অন্তর মালোকে উদ্ধার করে ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেলে পাঠানোর পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে মারা যান তিনি। তিনি আরও বলেন, মোটরসাইকেলযোগে বাবা-ছেলে মধুখালীর দিকে যাচ্ছিলেন। তবে কীভাবে কীসের সঙ্গে এই দুর্ঘটনা ঘটে তা এখনও জানা যায়নি। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ঢাকা-সৈয়দপুর রুটে ফ্লাইট বাড়াল এয়ার অ্যাস্ট্রা

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদে যাত্রীদের সুবিধার্থে ঢাকা-সৈয়দপুর রুটে ফ্লাইট বাড়িয়েছে বেসরকারি এয়ারলাইন্স এয়ার অ্যাস্ট্রা। গতকাল সোমবার থেকে এ রুটে প্রতিদিন চারটি করে ফ্লাইট পরিচালনা করছে এয়ারলাইন্সটি। এয়ার অ্যাস্ট্রার উপ-ব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) সাকিব হাসান শুভ স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা থেকে সৈয়দপুর রুটে ফ্লাইটগুলো ছেড়ে আসবে সকাল ৭টা ১০ মিনিটে, দুপুর ২টা ৫ মিনিটে, বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে এবং রাত ৮টা ৫ মিনিটে, সৈয়দপুর থেকে ঢাকা রুটে ফ্লাইটগুলো ছেড়ে যাবে সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে, বিকেল ৩টা ৩৫ মিনিটে, সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে এবং রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে। এছাড়া ইউএস-বাংলা, বাংলাদেশ বিমান ও নভোএয়ার ঈদে অতিরিক্ত ফ্লাইট পরিচালনা করবে বলে জানানো হয়েছে।

দুর্নীতির অভিযোগে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ইউপি সদস্যদের অনাস্থা

স্টাফ রিপোর্টার : বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্নীতি, ট্যাক্স, ভূমি উন্নয়কর ও ট্রেড লাইসেন্স এবং উপজেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত ১ শতাংশ অর্থ আত্মসাতসহ নানা অনিয়মের অভিযোগে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার নলকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু বকর সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন সদস্যরা। গত রোববার বিকেলে রায়গঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর ইউনিয়ন পরিষদের ৯জন সদস্য স্বাক্ষরিত অনাস্থাপত্র জমা দেওয়া হয়। রায়গঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাহিদ হাসান খান অনাস্থাপত্র প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, নলকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ার?ম্যানের বিরুদ্ধে সদস্যদের অনাস্থা প্রস্তাবটি পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অনাস্থাপত্রে ইউপি সদস্যরা উল্লেখ করেন, তিন অর্থ বছরে ইউনিয়ন পরিষদ ট্যাক্স, ভূমি উন্নয়ন কর ও ট্রেড লাইসেন্স থেকে পাওয়া অর্থ এবং উপজেলা হতে প্রাপ্ত ১ শতাংশ অর্থ কোন প্রকার উন্নয়নমূলক কাজ না করে তা আত্মসাৎ করে আসছেন চেয়ারম্যান আবু বক্কার সিদ্দিক। উন্নয়ন তহবিল, কাবিখা, কাবিটা, টিআর, এডিপির প্রকল্পগুলো একক সিদ্ধান্তে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে কোনটা আংশিক কোনটা বাস্তবায়ন না করে অর্থ আত্মসাত করছেন। তাছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ ভবন মেরামতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থও আত্মসাৎ করেছেন। বয়স্ক ভাতা, বিধবাভাতা ও মাতৃকালীন ভাতার ক্ষেত্রে কোন প্রকার রেজুলেশন ছাড়া নিজের পছন্দমতো ব্যক্তিগণের নাম সুপারিশ করে উপজেলা পাঠাচ্ছেন। ইউপি সদস্যদের কাছ থেকে তালিকা না নিয়ে ভিজিএফ কার্ডের তালিকা উপজেলা পাঠিয়েছেন। তিনি মিটিং না করে ভয়-ভীতিও হুমকি-ধামকি দিয়ে ইউপি সদস্যগণের রেজুলেশনে স্বাক্ষর নিয়ে আসছেন। তিনি একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে পরিষদ ভবনে পর্যাপ্ত কক্ষ থাকা সত্ত্বেও ইউপি সদস্যগণের জন্য কোন প্রকার বসার ব্যবস্থা রাখেন নাই। এমন দুর্নীতিগ্রস্থ ও স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির সাঙ্গে জনপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার সুযোগ না থাকায় অনাস্থা জ্ঞাপন করেনে ইউপি সদস্যরা। এ বিষয়ে ফোন করেও ইউপি চেয়ারম্যান আবু বকর সিদ্দিকের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

চাঁদপুরে জাটকা পাচারকালে ২ যুবক গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদপুরে ১৫০ কেজি জাটকা পাচারকালে নুরুল ইসলাম (২০) ও কাদির (১৮) নামের দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার দুপুরে মামলা দায়েরের পর তাদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। এরআগে, ভোরে সদর উপজেলার চান্দ্রা ইউনিয়নের হক মার্কেট সংলগ্ন পাকা রাস্তার ওপর থেকে তাদের জাটকাসহ গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার নুরুল ইসলাম ফরিদগঞ্জ উপজেলার গবিন্দপুর ইউনিয়নের পশ্চিম হাঁসা গ্রামের মৃত চেরাগ আলীর ছেলে ও কাদির হানারচর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামের দুলাল দর্জির ছেলে। পুলিশ জানায়, সদর উপজেলার চান্দ্রা ইউনিয়নের হক মার্কেট সংলগ্ন পাকা রাস্তার ওপর থেকে ফরিদগঞ্জ উপজেলায় তিন বস্তা জাটকা পাচার করার সময় নুরুল ইসলাম ও কাদিরকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন চাঁদপুর সদর মডেল থানার এসআই মো. শাহজাহানের নেতৃত্বে সঙ্গীয় সদস্যরা। চাঁদপুর সদর মডেল থানার ওসি মো. শেখ মুহসীন আলম জানান, মৎস্য আইনে মামলা দায়েরের পর তাদের জেল হাজতে পাঠানো হয়।

নরসিংদীতে বৃদ্ধাকে গলা কেটে হত্যা, আসামি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : নরসিংদীর পলাশে বসতঘরে দেলোয়ারা বেগম (৬০) নামে এক বৃদ্ধাকে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত মঞ্জুরুল ইসলাম রিজু (২২) নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। গতকাল সোমবার দুপুরে নরসিংদী পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান। গ্রেপ্তার মঞ্জুরুল ইসলাম রিজু নরসিংদী সদর উপজেলার চিনিশপুর এলাকার মাইন উদ্দিন মিয়ার ছেলে। সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, গত ২৬ মার্চ মঙ্গলবার পলাশের চরনগরদীতে দেলোয়ারা বেগমকে তার নিজ ঘরে গলা কেটে হত্যা করা হয়। এ ঘটনার পরপরই রহস্য উদঘাটনে নামে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। পরে গত রোববার নরসিংদী জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় রিজুকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর সে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছে। তিনি আরও জানান, দোলোয়ারা বেগমের দুই ছেলে প্রবাসী এবং সে বাড়িতে একা থাকে তাই তার কাছে অনেক টাকা পয়সা থাকবে এমন ধারণা থেকেই মঞ্জুরুল ইসলাম রিজু তাকে হত্যা করে। কিন্তু ঘরে টাকা পয়সা না পেয়ে দোলোয়ারার শরীরে থাকা স্বর্ণের কানের দুল, নাকফুল ও মোবাইল ফোন নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এ হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ১টি বটি, লুণ্ঠিত কানের দুল ও নাকফুল উদ্ধার করা হয়েছে।

হবিগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে শ্রবণ প্রতিবন্ধী ইমাম নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : হবিগঞ্জে রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় মাওলানা শফিকুর রহমান সিদ্দিকী (৫৮) নামে এক শ্রবণ প্রতিবন্ধীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় জেলার শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলায় কুতুবের চক গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শফিকুর রহমান সিদ্দিকী হবিগঞ্জ সদর উপজেলার বাগুনীপাড়া গ্রামের হাজী সিদ্দিক মুন্সির ছেলে। তিনি কুতুবের চক গ্রামের ভেতর দিওয় যাওয়া রেলপথে হাঁটছিলেন। এ সময় সিলেট থেকে ঢাকামুখী কালনী এক্সপ্রেসে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। শায়েস্তাগঞ্জ রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মীর সাব্বির আহমেদ জানান, শফিকুর রহমান সিদ্দিকী শ্রবণপ্রতিবন্ধী রেলওয়ে জামে মসজিদে তারাবীহ নামাজে ইমামতি করতেন। কালনী ট্রেনের হুইশেল শুনতে পাননি বিধায় এতে কাটা পড়ে মারা গিয়েছেন। আইনগত প্রক্রিয়ায় পরিবারের সদস্যরা তার লাশ গ্রহণ করেছেন।

তুরস্কের স্থানীয় নির্বাচনে

'সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে', যা তিনি তার নির্বাচনি শ্লোগান হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন। ৫২ বছর বয়সী এই ব্যক্তি ২০২৮ সালের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এরদোগানের মূল প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে আবির্ভূত হতে চলেছেন।এছাড়া আঙ্কারাতেও মেয়র হিসেবে জয়লাভ করেছেন রিপাবলিকান পিপলস পার্টির মানসুর ইয়াভাস। নির্বাচনে নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করে জনতার উদ্দেশে তিনি বলেন, 'নির্বাচন শেষ হয়ে গেছে এবং আমরা আঙ্কারার সেবা করে যাবো।' মানসুর ইয়াভাস আরও বলেন, 'দেশ শাসনের বিষয়ে যাদের অবহেলা করা হয়েছিল তারা পরিষ্কার বার্তা দিয়েছে যে কারা সত্যিকারভাবে শাসনভার নেবে।'এদিকে তুরস্কের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ইজমির এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর আন্তালিয়াতেও বিরোধী দলের জয়লাভের খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া ক্ষমতাসীন দলের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত আরও বেশ কিছু শহর থেকেও এরদোগানের দল জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির সম্ভাব্য পরাজয়ের খবর আসছে। এ প্রসঙ্গে সিএইচপি চেয়ারম্যান ওজগুর ওজেল বলেন, 'ভোটাররা তুরস্কের চেহারা পাল্টে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তারা দেশে নতুন রাজনৈতিক পরিবেশের দ্বার উন্মোচন করতে চান।'

আরও ২৩জনের করোনা শনাক্ত

পেয়েছেন চার লাখ ২৩ হাজার ৭০৮ জন। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ২৯ হাজার ২৪৮ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে, ২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে করোনা ভাইরাসের প্রথম রোগী শনাক্ত হয়। এর ১০ দিন পর ১৮ মার্চ করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

আল-শিফা হাসপাতালে ইসরায়েলি

জানান, তাদের জন্য ডায়াপার, ইউরিন ব্যাগ এমনকি ক্ষতস্থান পরিষ্কারের জন্য পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থাও নেই। পানির অভাব বিশেষভাবে উদ্বেগজনক উল্লেখ করে তিনি জানান, গতকাল শনিবার পর্যন্ত প্রতি ১৫ জনের জন্য শুধু একটি পানির বোতল অবশিষ্ট ছিল। এছাড়া খাবারের পরিমাণও সীমিত যা ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীদের জন্য জীবনের হুমকিস্বরূপ বলেও উল্লেখ করেছেন ডব্লিউএইচও প্রধান। হাসপাতালে অবিলম্বে ত্রাণ সতায়তা পাঠাতে মানবিক কর্মীদের সেখানে প্রবেশে ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এদিকে, হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আল-শিফা হাসপাতাল থেকে সোমবার সেনা প্রত্যাহার করেছে ইসরায়েল। তবে দুই সপ্তাহ ধরে চলা ধ্বংসযজ্ঞে হাসপাতালটির কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। ধ্বংসস্তূপের চারপাশে মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে বলে জানা গেছে।

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য এখন স্থিতিশীল

পর্যবেক্ষণে আছেন। এদিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে আজ রাতে দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের জুমের মাধ্যমে একটি বৈঠক করার কথা রয়েছে। তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আজ রাতে বিএনপি নেত্রীর মেডিকেল বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে জুমের মাধ্যমে এই বৈঠকে অংশ নেবেন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য থেকে কয়েকজন চিকিৎসক। এসব বিদেশি চিকিৎসকও খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় যুক্ত রয়েছেন। তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময় জুম বৈঠক করে বা অনলাইনে আলোচনা করে পরামর্শ নিয়ে থাকেন খালেদা জিয়ার মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা। ৭৮ বছর বয়সী খালেদা জিয়া হার্টের সমস্যা ও লিভার সিরোসিস ছাড়াও নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। এ ছাড়া আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, দাঁত ও চোখের সমস্যাসহ নানা জটিলতা রয়েছে তার। এরইমধ্যে কয়েক দফা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নেন তিনি। গত বছরের জুনে খালেদা জিয়ার এনজিওগ্রাম করা হলে তার হৃদ্‌যন্ত্রে তিনটি ব্লক ধরা পড়ে। এর একটিতে রিং পরানো হয়। গত শনিবার রাতে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলে রাত ৩টায় তাকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে সিসিইউতে ভর্তি করানো হয়। গত বছরের ৯ আগস্ট এভারকেয়ারে ভর্তি হওয়ার পর টানা ৫ মাস সেখানেই ছিলেন খালেদা জিয়া। এ সময় তাকে বিদেশে পাঠানোর সুযোগ করে দিতে বিএনপির পক্ষ থেকে জোর দাবি জানানো হয়। সরকার রাজি না হওয়ায় পর বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ একটি দল ঢাকায় এসে তার চিকিৎসা করেন।

হাইকোর্টের আদেশ শিরোধার্য

আমাদের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। গতকাল সোমবার নিজ কার্যালয়ে গণমাধ্যমকে দেওয়া এক বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। উপাচার্য বলেন, রাজনৈতিক পরিবেশ ঠিক রাখার জন্য ছাত্র-শিক্ষক, প্রশাসন সবাই মিলে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। সেজন্য আলোচনা প্রয়োজন। কীভাবে করা যায় তা বের করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আগে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ছিল। এখন তার কার্যক্রম বন্ধ আছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী, প্রশাসনের আলোচনার ও পর ভিত্তি করে আমরা বিষয়টা দেখবো।

রাজশাহী চনিকলে বিক্ষোভ

অর্থ সংস্কার এবং মেরামতের নামে লুটপাট করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার সময় চিনিকল সিবিএর সভাপতি মাসুদ রানা এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আবুল বাশার তার কাছ থেকে সুবিধা নেন বলে সবকিছু জেনেও চুপ থাকেন। এ সময় সামিউল ইসলামকে দ্রুত অপসারণের দাবি জানান তিনি। সেটি না হলে আরও বৃহত্তর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দেন। সিবিএ সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বলেন, যার হাজার হাজার অনিয়ম, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। অথচ, শ্রমিকদের শাস্তি দিয়ে দমিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র চলছে। একজন শ্রমিককেও যদি কোনোরকম শাস্তি দেওয়া হয়, তাহলে চিনিকলে যে ঘটনা ঘটবে তার জন্য কর্তৃপক্ষই দায়ী থাকবে। এর আগে গত ২৪ মার্চ এক শ্রমিকের কোয়ার্টারে পানির সমস্যার সমাধানের বিষয়ে চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয়নের (সিবিএ) সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম প্রকৌশলী সামিউল ইসলামের সঙ্গে কথা বলতে যান। সামিউল এ সময় উত্তেজিত হয়ে রফিকুলকে রড দিয়ে আঘাত করে হাতের আঙুল ফাটিয়ে দেন এরপর শ্রমিকরা গিয়ে তাকে অবরুদ্ধ করেন। এ ঘটনায় ওই প্রকৌশলীর কাছে কৈফিয়ত তলব করেছে কর্তৃপক্ষ। এছাড়া তিন কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে তিন শ্রমিককে সাময়িক বরখাস্ত করায় গত কয়েক দিন থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে আসছেন চিনিকল শ্রমিকরা।

প্রেমিকের অবাধ্য হওয়ায় তরুণীকে

ভিডিও ধারণা করে বিদেশে অবস্থানরত মাসুদের কাছে পাঠাতেন। তরুণীকে বন্দি অবস্থায় ধর্ষণ, নির্যাতন ও ভিডিও ধারণের ঘটনায় জড়িত চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ। গ্রেপ্তার চারজন হলেন ভুক্তভোগী তরুণীর বর্তমান প্রেমিক সান ও তার দুই বন্ধু হিমেল, রকি এবং সালমা ওরফে ঝুমুর। গত রোববার রাতভর টানা অভিযান চালিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল সোমবার রাজধানীর শ্যামলীতে নিজ কার্যালয়ে ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) এইচ এম আজিমুল হক এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মাসুদ ভুক্তভোগী তরুণীকে শায়েস্তা করতে তার বর্তমান প্রেমিক সানের সঙ্গে হাত মেলায়। সালমাকে দিয়ে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে মাসুদ তাদের কাজ করায়। তরুণীর রুমে বসানো হয় গোপন ক্যামেরা। বিভিন্ন সময় সান ও তার বন্ধু হিমেল ভুক্তভোগী তরুণীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের দৃশ্য গোপনে ধারণ করে পাঠানো হতো মাসুদের কাছে। দীর্ঘদিন ধরে এভাবে তাকে ভিডিও পাঠানো হতো। তিনি আরও বলেন, গোপনে ভিডিও করার বিষয়টি ভুক্তভোগী তরুণী জেনে যাওয়ায় তার ওপর নেমে আসে নির্যাতন। শুরু হয় শেকলে বেঁধে নির্যাতন। হাত-পা ও মুখ বেঁধে পৈশাচিক নির্যাতন চালাতেন সান ও তার বন্ধুরা। যার প্রতিটি মুহূর্ত ভিডিও ধারণ করে পাঠানো হতো মাসুদের কাছে। ২৫ দিন পর বন্দি দশা থেকে উদ্ধারের বিষয়টি জানিয়ে ডিসি আজিম বলেন, গত ২৯ মার্চ রাত ৯টার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এর ফোন কলের মাধ্যমে ভুক্তভোগী তরুণীকে শিকলে বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ওই দিন সন্ধ্যায় তরুণীকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়। ভুক্তভোগী তরুণী ঘুমিয়ে গেলে বাসার বাইরে যান সালমা, সান ও অন্যরা। কিছুক্ষণ পর ভুক্তভোগীর ঘুম ভেঙে গেলে বাসায় কেউ না থাকার সুযোগে চিৎকার দিলে পথচারীরা ৯৯৯ এ ফোন কল দিয়ে পুলিশকে জানায়। পুলিশ গিয়ে নবীনগরের একটি বহুতল ভবনের চারতলা থেকে তাকে উদ্ধার করে। বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনি বলেন, ভুক্তভোগী তরুণীকে নির্যাতনের বেশিরভাগ ভিডিও এবং ছবি সালমার মোবাইল ফোনে ধারণ করা। কিন্তু তিনি মোবাইল ফোনটি লুকিয়ে ফেলেছেন। তাই সেটি পেলে নির্যাতনের আসল তথ্য ও ভিডিওর গন্তব্য সম্পর্কে জানা যাবে।

বিশ্ববাজারে অস্থিরতায় ফের

মাঝামাঝি থেকে ব্রেন্টের দাম ব্যারেলপ্রতি ৮৫ ডলারের ওপরে রয়েছে। ইস্টার উৎসবের ছুটির কারণে বেশ কয়েকটি দেশে লেনদেন বন্ধ থাকায় সোমবার বাণিজ্যের পরিমাণ কম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সম্প্রতি তেল উৎপাদন সীমিত রাখার সিদ্ধান্ত আগামী জুন মাস পর্যন্ত বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে রপ্তানিকারক দেশগুলোর জোট (ওপেক) এবং তাদের মিত্ররা (ওপেক প্লাস)। এর ফলে গ্রীষ্মকালে উত্তর গোলার্ধের দেশগুলোতে অপরিশোধিত তেলের সরবরাহ চাপের মুখে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। রাশিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী আলেকজান্ডার নোভাক গত শুক্রবার বলেছেন, তাদের সংস্থাগুলো দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে রপ্তানির পরিবর্তে অন্যান্য ওপেক প্লাস সদস্যদের সঙ্গে সমানভাবে উৎপাদন কমানোয় মনোনিবেশ করবে। পাশাপাশি, ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় রাশিয়ার বেশ কয়েকটি তেল শোধনাগার অচল হয়ে পড়েছে। এতেও রুশ জ্বালানি রপ্তানি কমবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক কখন সুদের হার কমাবে, তার দিকে নজর রাখছেন বিনিয়োগকারীরা। বিশ্বের বৃহত্তম তেল উৎপাদক দেশটিতে সুদের হার কমলে সেটি বৈশ্বিক অর্থনীতি এবং তেলের চাহিদা উভয়ের জন্য ইতিবাচক হবে বলে আশা করছেন তারা। বিরূপ আবহাওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে গত ডিসেম্বরের তুলনায় জানুয়ারিতে অপরিশোধিত তেলের উৎপাদন অন্তত ছয় শতাংশ কমে গিয়েছিল।

তেলের বাজারে আশা দেখাচ্ছে চীনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও। দেশটিতে মার্চ মাসে গত ছয় মাসের মধ্যে প্রথমবারের মতো উৎপাদন কার্যক্রম বেড়েছে। এর ফলে বিশ্বের বৃহত্তম অপরিশোধিত তেল আমদানিকারক চীনে তেলের চাহিদা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

চট্টগ্রামে বিদেশি মদ জব্দ

দ্রুতগতিতে আসা একটি পিকআপকে থামার সংকেত দেয়। পিকআপটি থামিয়ে চালক পালিয়ে যায়। পরে পিকআপ তল্লাশি করে ৫ লাখ ১৬ হাজার টাকা মূল্যের মদ জব্দ করা হয়।

সূচকের উত্থান দিয়ে শুরু বড় পতনে

ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ১৩ পয়েন্ট কমে ২ হাজার ৭ পয়েন্টে অবস্থান করছে। আর ডিএসই শরিয়াহ্ সূচক আগের দিনের তুলনায় ১৪ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ২৫১ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। সবকটি মূল্য সূচক কমলেও ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে। ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৪৬৮ কোটি ৮২ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৪৬৭ কোটি টাকা। সে হিসেবে লেনদেন বেড়েছে ১ কোটি ৮২ লাখ টাকা। এই লেনদেনে সব থেকে বেশি অবদান রেখেছে শাহিন পুকুর সিরামিকসের শেয়ার। কোম্পানিটির ৩২ কোটি ৫২ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালসের ২৬ কোটি ৮৫ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। ১৭ কোটি ১৬ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ফু-ওয়াং সিরামিকস। এছাড়া ডিএসইতে লেনদেনের দিক থেকে শীর্ষ দশ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিস, মালেক স্পিনিং, আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ, এমারেল্ড অয়েল, আইটিসি, লাভেলো আইসক্রিম এবং গোল্ডেন সন। অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক মূল্য সূচক সিএএসপিআই কমেছে ১১৭ পয়েন্ট। বাজারটিতে লেনদেন অংশ নেয়া ২১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬২টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ১৩৬টির এবং ১৮টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। লেনদেন হয়েছে ৮ কোটি ১৬ লাখ টাকা। আগের দিন লেনদেন হয় ১১ কোটি ৯২ লাখ টাকা।

সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জ থেকে ৯৫

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন-শ্যামনগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান খালেদা আইয়ুব ডলি, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, কৈখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ আব্দুর রহিম, রমজাননগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ আল মামুন, শ্যামনগর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. রফিকুল ইসলামসহ অনেকে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন পশ্চিম সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) এম কে এম ইকবাল হোছাইন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, চলতি মৌসুমে পশ্চিম সুন্দরবন থেকে ১ হাজার ৫০০ কুইন্টাল বা ১ লাখ ৫০০ কেজি মধু ও ৪৫০ কুইন্টাল বা ৪৫ হাজার কেজি মোম আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সাতক্ষীরা রেঞ্জের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৯৫০ কুইন্টাল বা ৯৫ হাজার কেজি মধু ও ২৮৬ কুইন্টাল বা ২৮ হাজার ৬০০ মোম। বন বিভাগের সাতক্ষীরা রেঞ্জের তথ্য মতে, ২০২২ সালে ৪১১টি পাস নিয়ে ২ হাজার ৮৯৮ জন মৌয়াল ১ হাজার ৪৪৯ কুইন্টাল মধু এবং ৩৩৪ দশমিক ৭০ কুইন্টাল মোম আহরণ করেন। এ থেকে রাজস্ব আয় হয় ৩২ লাখ ৭৪ হাজার ৭০০ টাকা। ২০২৩ সালে ৩৬৫টি পাস নিয়ে ২ হাজার ৪৫০ জন মৌয়াল সুন্দরবনের মধু আহরণে যান। তারা সুন্দরবন থেকে ১ হাজার ২২৫ কুইন্টাল মধু ও ৩৬৭ দশমিক পাঁচ কুইন্টাল মোম আহরণ করেন। এ থেকে রাজস্ব আয় হয় ২৭ লাখ ৬৮ হাজার ৫০০ টাকা। জানা গেছে, ১৮৬০ সাল থেকে সুন্দরবনের মধু আহরণ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৮৮৬ সাল থেকে সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জে অনুষ্ঠান করে প্রতিবছর ১ এপ্রিল মধু আহরণ মৌসুম উদ্বোধন করা হয়। বন সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বংশ পরম্পরায় মধু সংগ্রহ করে আসছে। এদের মৌয়াল বলা হয়।

শিশুকে নিয়ে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ

উপজেলার ভরতখালি এলাকায়। সে গাইবান্ধা এসকেএস স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। ওই কলেজের শিক্ষিকা লিজা আক্তার স্থানীয়দের বরাত দিয়ে বলেন, জুবায়ের তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দশম শ্রেণির ছাত্র। সে দুপুরে রেললাইনের পাশের সড়ক দিয়ে প্রাইভেট পড়তে যাচ্ছিল। এসময় শিশু আবিরকে নিয়ে তার মা রাজিয়াকে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিতে দেখে তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করে জুবায়ের। এক পর্যায়ে শিশুটিকে বাঁচাতে পারলেও ট্রেনে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রাজিয়া ও জুবায়েরের। গাইবান্ধা সদর থানার ওসি মাসুদ রানা দুর্ঘটনায় দুইজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দেশে ৩ মাসে মোবাইল ফোনের

তবে ঈদের মৌসুমে মোবাইল ফোনের চাহিদা বেড়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, মার্চ-এপ্রিলের হিসাব সামনে আসলে, সেখানে দেখা যাবে উৎপাদন বেড়েছে। পরপর দুটি ঈদ, পূজাসহ বিভিন্ন উৎসব রয়েছে। অর্থাৎ বছরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিক চাহিদার সঙ্গে উৎপাদনও বাড়বে। উৎপাদন কমা এবং অবৈধ মোবাইল ফোনের বাজার নিয়ে জানতে বিটিআরসির দুজন মহাপরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা এ নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে অবৈধ মোবাইল ফোন বন্ধে বিটিআরসি কাজ করছে বলে জানান তারা। অন্যদিকে এ নিয়ে বিটিআরসির চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. মহিউদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

ইভ্যালির রাসেলের জামিন বাতিল,

সংগ্রহ করে গ্রাহকদের পৌঁছে দেওয়া এবং পণ্য সরবরাহকারী কোম্পানি থ্রি এসকে টাকা পরিশোধ করার কথা ছিল। সে অনুযায়ী প্রায় ৮০ লাখ টাকার পণ্য সরবরাহ করলেও আসামিরা সেই টাকা পরিশোধ না করায় থ্রি এস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম বাদী হয়ে ২০২৩ সালের ১৬ এপ্রিল মামলা দায়ের করেন।

নারায়ণগঞ্জে বস্তাবন্দি লাশের পরিচয় শনাক্ত, গ্রেপ্তার ২

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের চর সৈয়দপুর এলাকায় বস্তাবন্দি অবস্থায় হাত-পা বাঁধা এক নারীর লাশ উদ্ধারের পর তার পরিচয় শনাক্ত করেছে পুলিশ। ওই নারীর নাম অনন্যা কর্মকার (৩৫)। এ ঘটনায় জড়িত দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার পিবিআই এর নারায়ণগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার আল মামুন শিকদার এসব তথ্য জানান। এর আগে গত শনিবার কুমিল্লা জেলা সদর দক্ষিণ থানা এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তাররা হলেন- মো. জীবন (৩০) ও তার স্ত্রী নুসরাত জাহান মীম (৪০)। মামলার প্রাথমিক তদন্তকালে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আসামিদের সরাসরি সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে বলে জানায় পুলিশ। গত রোববার মামলার আসামিদের আদালতে উপস্থাপন করা হলে আসামি মো. জীবন সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কাউসার আলমের আদালতে এবং আসামি নুসরাত জাহান মীম সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. হায়দার আলীর আদালতে স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। মামলার তদন্তে জানা যায়, মামলার মূল ভিকটিম অনন্যা কর্মকার নারায়ণগঞ্জ সদর থানার চর সৈয়দপুরে স্বামী হরে কৃষ্ণর সঙ্গে বসবাস করতেন। তার স্বামী একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতেন। ভিকটিমের স্বামী অনুমানিক এক বছর আগে মারা যায়। তার কোনো সন্তান ছিল না। মামলার আসামি নুসরাত জাহান মীম তার স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় সে তার ননদের সঙ্গে চর সৈয়দপুরের বাসায় থাকতেন। ভিকটিম অনন্যাও চর সৈয়দপুরের তাদের পাশের বাসায় থাকত। সে সুবাদে ভিকটিমের সঙ্গে আসামি নুসরাত জাহান মীমের পরিচয় ঘটে এবং সুসম্পর্ক তৈরি হয়। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি আসামি নুসরাত জাহান মীম ভিকটিম অনন্যা এবং মামলার প্রধান আসামি মো. জীবন ফতুল্লার শিবু মার্কেট এলাকায় বাসা ভাড়া নেয়। আসামি মোঃ জীবন গান বাজনা করত, বিভিন্ন মাজারে মাজারে সুরে বেড়াত। সে নেশায় আসক্ত ছিল। ঘটনার দুই দিন আগে অর্থাৎ গত ২ মার্চ তারিখে দুপুর বেলা ভিকটিম অনন্যা বাথরুমে গোসল করতে গেলে আসামি জীবন ভিকটিমের মোবাইল ফোন চেক করে ভিকটিমের কিছু কল রেকর্ড, মেসেজ দেখে বুঝতে পারে ভিকটিমের ভাই ভিকটিমকে আমেরিকা থেকে ৫০ হাজার টাকা পাঠিয়েছে। এরপর আসামি জীবন ভিকটিমের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ফন্দি আটতে থাকে। গত ৪ মার্চ সকালে আড়াইহাজার থানা এলাকা থেকে পালা গান শেষে বাসায় ফিরে সে। ওইদিন গ্যাসের চাপ কম থাকায় আসামি জীবনের স্ত্রী আসামি মীম রান্না করতে পারেনি। এ সুযোগে জীবন বাইরে থেকে নিজেদের এবং ভিকটিম অনন্যার জন্য খাবার কিনে নিয়ে আসে এবং সুযোগ বুঝে ভিকটিমের খাবারের সঙ্গে উচ্চ মাত্রার ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেয়। ভিকটিম সেই ওষুধ মিশ্রিত খাবার খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্য অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এ সময় আসামি জীবন ও তার স্ত্রী মীম রান্না ঘরে খাবার প্লেট পরিষ্কার করতে যায়। এ সময় জীবন ভিকটিমের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য দুপুরে ভিকটিম অনন্যার রুমে প্রবেশ করলে ভিকটিম জীবনকে দেখে ফেলায় চিৎকার দিয়ে উঠে। আসামি জীবন সঙ্গে সঙ্গে ভিকটিমের বিছানায় থাকা বালিশ দিয়ে মুখ চেপে ধরে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। পরবর্তীতে ভিকটিমের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য তার স্ত্রী মীমকে গ্যাস লাইট নিয়ে আসতে বলে। মীম তার স্বামী জীবনের কথামত ডিকটিমের পায়ের আঙ্গুলে আগুন দিলে ভিকটিম নড়াচড়া না করায় তারা ভিকটিম এর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয়। এরপর প্লাস্টিকের বড় বস্তা কিনে নিয়ে ভিকটিমের হাত পা বেঁধে বস্তাবন্দি করে সৈয়দপুর এলাকায় ঢাকা থেকে মুন্সিগঞ্জগামী রাস্তার বাম পাশে ফেলে রেখে উভয়ে পালিয়ে যায়। মামলার পরবর্তী তদন্ত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কলেজছাত্রীকে ধর্ষণ: বড় মনিরকে সভাপতির পদ থেকে অপসারণ

স্টাফ রিপোর্টার : একজন কলেজ শিক্ষার্থীর সঙ্গে অসদাচারণ ও ধর্ষণের অভিযোগে টাঙ্গাইলের লোকমান ফকির মহিলা কলেজের সভাপতি মো. গোলাম কিবরিয়া ওরফে বড় মনিরকে তার পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (জনসংযোগ দপ্তর) মো. আতাউর রহমান এতথ্য জানিয়েছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নৈতিক স্খলন, একজন কলেজ শিক্ষার্থীর সঙ্গে অসদাচারণ ও ধর্ষণের অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত টাঙ্গাইলের লোকমান ফকির মহিলা কলেজের সভাপতি মো. গোলাম কিবরিয়াকে তার পদ থেকে অপসারণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সভাপতি পদে তার মনোনয়ন বাতিল করে টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক স্বাক্ষরিত চিঠিতে এই আদেশ দেয়া হয়। চিঠিতে বলা হয়েছে, এডহক কমিটির মেয়াদ হবে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর তারিখ পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে নিয়মিত গভর্নিং বডি গঠনের কার্যক্রম অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। সম্প্রতি টাঙ্গাইলের আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম কিবরিয়া ওরফে বড় মনিরের বিরুদ্ধে ঢাকায় এক কলেজছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠে। গত ২৯ মার্চ রাতে জরুরি সেবার '৯৯৯' নম্বর থেকে কল পেয়ে পুলিশ রাজধানীর তুরাগ থানার এলাকার প্রিয়াংকা সিটি আবাসিক এলাকায় বড় মনিরের ফ্ল্যাট থেকে ওই কলেজছাত্রীকে উদ্ধার করে। তাকে অস্ত্রের মুখে ওই বাড়িতে নিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ।

চার দাবিতে প্রেসক্লাবের সামনে স্কুল প্রহরীদের অবস্থান

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয়করণসহ চার দফা দাবি আদায়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে কর্মরত দপ্তরি কাম প্রহরী-রা। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে 'বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয় দপ্তরি কাম প্রহরী সমন্বয় কেন্দ্রীয় পরিষদ'র উদ্যোগে টানা ষষ্ঠ দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করতে দেখা যায় তাদের। এর আগে গত ২৭ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন তারা। তাদের দাবিগুলো হলো- দপ্তরি কাম প্রহরীদের পদটি জাতীয়করণ, উৎসব ভাতা, বৈশাখী ভাতা ও শিক্ষা ভাতা পুনঃবহাল, ২০২৩ থেকে সরকার ঘোষিত ৫ শতাংশ প্রণোদনা (সর্বনিম্ন ১ হাজার টাকা) দেওয়া, ২৪ ঘণ্টা ডিউটি থেকে মুক্তি। অবস্থান কর্মসূচিতে সংগঠনের আহ্বায়ক মো. মামুন সরদার বলেন, ২০১৩ সালে সরকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আউটসোর্সিং নীতিমালার মাধ্যমে অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিকভাবে ৩৭ হাজার দপ্তরি কাম প্রহরী নিয়োগ দেয়। এরপর থেকে দীর্ঘ ১১ বছর আমরা আউটসোর্সিং নীতিমালায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দিবা রাত্রি সার্বক্ষণিক ২৪ ঘণ্টা ও সর্বসাকুল্যে বেতন নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছি। বিভিন্ন সময় এ পদটি সরকারের রাজস্বখাতে নেওয়ার প্রস্তাব ও উদ্যোগ নেওয়া হলেও অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আজও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাবটি পাঠানো হয়নি। এমতাবস্থায় আমরা চার দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেছি। এ সময় তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা এ অবস্থান কর্মসূচি পালন করে যাবো। প্রয়োজনে আরও কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করবো। অবস্থান কর্মসূচিতে সংগঠনের সদস্য সচিব মো. আব্দুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক মো. মিজানুর রহমান, মো. শামীম রেজাসহ প্রায় ১৫-২০ জন দপ্তরি কাম প্রহরী উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক পুলিশ কর্মকর্তার নামে দুদকের মামলা

গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলা সদরের সুবর্ণগাতিতে। দুদকের রাজশাহী জেলা সমন্বিত কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক ইসমাইল হোসেন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেছেন। মামলার পর দুদকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ পাওয়া গেলে ফরিদুল ইসলাম খানকে তার সম্পদ বিবরণী দাখিল করতে বলা হয়েছিল। ২০২০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তিনি সম্পদ বিবরণী দাখিল করেন। এতে তিনি মোট ১৪ লাখ ৬২ হাজার ৭০০ টাকার স্থাবর সম্পদের বিবরণ দেন। সম্পদ বিবরণীতে তিনি কোনো অস্থাবর সম্পদের তথ্য উল্লেখ করেননি। এরপর দুদকের অনুসন্ধানে তার নামে ২৮ লাখ ৯১ হাজার ৬১৯ টাকার স্থাবর সম্পদ ও ১ কোটি ৯৯ লাখ ৯৪ হাজার ৩৬৮ টাকার অস্থাবর সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। যাচাইকালে তার নামে মোট ২ কোটি ২৮ লাখ ৮৫ হাজার ৯৮৭ টাকার মোট সম্পদ পাওয়া যায়। তিনি ২ কোটি ১৪ লাখ ২৩ হাজার ২৮৭ টাকা মূল্যের সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন। দুদক জানিয়েছে, আয়বহির্ভূত অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং অসৎ উদ্দেশ্যে সম্পদের তথ্য গোপন করার অভিযোগে সাবেক এই পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। দ্রুতই মামলার অভিযোগপত্র দাখিল করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারের মুখোমুখি করা হবে।

বুয়েট ইস্যুতে হাইকোর্ট যুগান্তকারী রায় দিয়েছেন : ইনান

ঢাকা প্রতিনিধি : বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) রাজনৈতিক সংগঠন ও এর কার্যক্রম নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত স্থগিত করা যুগান্তকারী রায় বলে মন্তব্য করেছেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান। গতকাল সোমবার তিনি এ মন্তব্য করেন। ইনান বলেন, আমাদের হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত মানতে হবে। গণতন্ত্র ও সংবিধানের পক্ষে এ রকম একটি যুগান্তকারী রায় ঘোষণার জন্য আদালতকে ধন্যবাদ। তিনি বলেন, আমরা বুয়েটে নিয়মতান্ত্রিক ছাত্র রাজনীতি চালুর চেষ্টা করবো। বুয়েটের সব সংগঠন ভালোবাসা রেখে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে অটুট হয়ে একটি আধুনিক যুগোপযোগী ছাত্র রাজনীতির উদাহরণ যেন প্রতিষ্ঠা করে সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করবো। আবরার হত্যার বিষয়ে ইনান বলেন, এ ঘটনা আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ করে। তবে ব্যতিক্রম কখনো উদাহরণ হয় না। এ ধরনের ঘটনা যেন কখনোই না ঘটে সে বিষয়ে আমরা সজাগ ও সতর্ক থাকবো। বুয়েটে ছাত্রলীগের কমিটি দেওয়া হবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ নেবো। উল্লেখ্য, বুয়েটে রাজনৈতিক সংগঠন ও এর কার্যক্রম নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। এক রিট আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি মো. খসরুজ্জামান ও বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ারের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট আজ এ আদেশ দিয়েছেন।

নেতাকর্মীদের ওপর দমনপীড়ন থামছে না : গয়েশ্বর

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে স্বাভাবিক রাজনীতি করার পরিবেশ নেই মন্তব্য করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় অভিযোগ করে বলেছেন, সারা দেশে বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর দমনপীড়ন চালানো হচ্ছে। গতকাল সোমবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) চিকিৎসাধীন নাটোর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক দেওয়ান শাহীনকে দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর দমনপীড়ন থামছেই না। কেউ স্বাভাবিক রাজনীতি করতে পারছে না। দমনপীড়ন করেই সরকার ক্ষমতা ধরে রাখতে চায়। তবে বিএনপি যথাসময়ে নির্যাতন-নিপীড়নের উপযুক্ত জবাব দেবে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উত্তপ্ত পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিএনপিও ছাত্ররাজনীতি চায় কিন্তু তা একদলীয় ছাত্র সংগঠনের নয়। বুয়েটে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নির্যাতনে এক সাধারণ ছাত্র মারা গেছেন। তাই জোর করে সেখানে ছাত্ররাজনীতির অনুমতি দেওয়া ঠিক হবে না। বুয়েটকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেখানে রাজনীতি উন্মুক্ত হবে কি না। চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে সরকার তিলে তিলে বিএনপি চেয়ারপারস বেগম খালেদা জিয়াকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলেও এ সময় অভিযোগ করেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্যের দাবি, যদি খালেদা জিয়া মারা যান, তাহলে তার মৃত্যু হবে একটি হত্যাকাণ্ড। সরকার তার মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে। যেদিন তার মৃত্যু হবে সেদিন গণভবনে মিষ্টি বিতরণ করবে তারা।

সম্পাদকীয়

ঈদযাত্রায় ভোগান্তি
ঘরমুখী মানুষকে স্বস্তি দিন

ঈদের সময় সড়কে ঘরমুখী মানুষের দুর্ভোগ যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও মানুষের ঈদযাত্রা স্বস্তিদায়ক করতে কর্তৃপক্ষ বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। অতীতে আমরা লক্ষ করেছি, ঈদযাত্রায় যানজটের কারণে যাত্রীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা মহাসড়কে আটকে থাকতে হয়েছে। ভাঙাচোরা ও সরু সড়ক, সড়ক সম্প্রসারণের কাজ চলা এবং নানা অব্যবস্থাপনার কারণে ঈদযাত্রায় ঘরমুখী মানুষকে এবারও যানজটের দুর্ভোগ পোহাতে হতে পারে-এমন শঙ্কা সংশ্লিষ্টদের। বস্তুত ঈদের সময় ঘরমুখী মানুষকে যেসব কারণে দুর্ভোগ পোহাতে হয় তা চিহ্নিত। এসব বিষয়ে বছরের পর বছর সরকারের বিভিন্ন স্তরের নীতিনির্ধারকদের বৈঠকে আলোচনা হয়, সিদ্ধান্ত হয়, কিন্তু সমাধান হয় না। কাজেই সমস্যাগুলোর সমাধানে কর্তৃপক্ষকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলো সারা দেশে যানজটের বড় স্পটগুলো চিহ্নিত করেছে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ঈদের আগে ছুটি না বাড়ালে সড়ক ও মহাসড়কে ঘরমুখী মানুষ বহন করা গাড়ি স্থবির হয়ে পড়তে পারে। এ সমস্যা এড়াতে অন্তত ঈদের আগে দুদিন ছুটি বাড়ানো দরকার। বস্তুত একসঙ্গে অনেক মানুষ সড়কে নেমে পড়লে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলো ঠিকমতো কাজ করবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। এছাড়া লক্ষ করা গেছে, ঈদের আগে-পরে সড়ক দুর্ঘটনা বেড়ে যায়। যাত্রীদের দুর্ভোগ কমাতে যেসব কর্তৃপক্ষ কাজ করে থাকে, ঈদের আগে তারা তৎপর হলেও ঈদের পরে তাদের তৎপরতায় কিছুটা ঢিলেঢালা ভাব লক্ষ করা যায়। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়ে যায়। তাই দুর্ঘটনা এড়াতে এ সময় চালকদের আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে। অনেক সময় যাত্রীরাও চালককে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালাতে উদ্বুদ্ধ করে। আবার গাড়ির মালিকের চাপের কারণেও চালক বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালিয়ে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে পরিবহণ মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। ঈদযাত্রায় যাত্রীদের দুর্ভোগ কমাতে সরকারকে রেল খাতেও গুরুত্ব বাড়াতে হবে। প্রতিদিন লাখ লাখ মানুষ টিকিট কাটতে অনলাইনে হিট করবে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের সমস্যা যেন তৈরি না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। অতীতে দেখা গেছে, ঈদের সময় কোনো কোনো স্টেশনে ট্রেন প্রবেশ করামাত্র বহু মানুষ ট্রেনের ছাদে উঠে পড়েছে। অনেকে ট্রেনের ইঞ্জিন ও দুই বগির সংযোগস্থলে অবস্থান নিয়েছে। ফলে একেকটি ট্রেনের পুরো ছাদ লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে। এমন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কর্তৃপক্ষকে সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হবে। বিনাটিকিটের যাত্রী ঠেকাতেও নিতে হবে ব্যবস্থা। লঞ্চে যাত্রীর চাপ কম থাকলেও আশা করা হচ্ছে শেষ মুহূর্তে ভিড় বাড়বে। সড়ক ও নৌ কোনো পথেই যাতে ফিটনেসবিহীন যান চলাচল করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। অতীতে দেখা গেছে, রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে এবং প্রবেশমুখে অস্বাভাবিক যানজটের কারণে ঈদে ঘরমুখী মানুষকে অতিরিক্ত দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। এ সমস্যা রোধেও নিতে হবে পদক্ষেপ।

আবহাওয়া পরিবর্তনে বাড়ছে ঠাণ্ডা জ্বর, বিকল্প নেই সচেতনতা

দেশে আবহাওয়া ও দূষণগত কারণে ঠাণ্ডাজনিত রোগ বাড়ছে। বিশেষ করে চলমান আবহাওয়ার কারণে দেশের বেশিরভাগ মানুষই সর্দি-কাশিতে ভুগছেন। সাধারণত আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে জ্বর ও সর্দি-কাশির মতো ঠাণ্ডাজনিত অনেক রোগের প্রকোপ বাড়ে। খুব বড় কোনো সমস্যা না হলে যার জন্য সাধারণত চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, নিজে নিজেই সেরে যায়। কিন্তু এ বছর এর ব্যতিক্রম ঘটছে। চারদিকে বেড়ে গিয়েছে জ্বর, গলাব্যথা, কাশি, শ্বাসকষ্ট ও নিউমোনিয়ার মতো সমস্যা। এসবের পাশাপাশি বাংলাদেশে শনাক্ত হওয়া করোনার অমিক্রন ধরনের উপধরন জেএন.১ ও আশঙ্কাজনক ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। চলমান মৌসুমে সাধারণত শুষ্ক কাশি বেশি হয়। অনেক সময় কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট হয়, দম বন্ধ হয়ে আসার মতো পরিস্থিতি হয়, যা শিশুদের জন্য বেশি কষ্টকর। কিছু শিশুর ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা লাগার পর ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হয়ে তা নিউমোনিয়ায় রূপান্তরিত হয়। তবে, সব শিশুর ক্ষেত্রে এটা হয় না। প্রতি বছরের জানুয়ারি মাসের শেষ থেকেই বাড়তে থাকে এ ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব, যা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়, যা এখনো চলমান। অধিকাংশ রোগীদের ঠাণ্ডা-কাশির সঙ্গে গলাব্যথা ও জ্বর থাকে। হালকা মাত্রার ঠাণ্ডা-কাশি থেকে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়েও অনেকেই ভুগছেন। জ্বরের মাত্রা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কম হলেও কারও কারও ক্ষেত্রে অনেক বেশি মাত্রার জ্বর হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে এসব রোগীদের সুস্থ হতে এবং কাশি ভালো হতে কয়েক সপ্তাহ থেকে মাসও লেগে যাচ্ছে। শিশু ও প্রবীণরা এই সময়ে সবচেয়ে বেশি কষ্টস্বীকার করে থাকে। এসব রোগের প্রধান কারণ গুলোর একটি হলো বায়ুদূষণ। বছরের এই সময়টিতে প্রকৃতি শুষ্ক হয়ে ওঠে। বায়ুদূষণের কারণে নানানরকম হাঁচি-কাশি, অ্যাজমা, সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে হাঁপানির উদ্রেক বাড়ায়। একই সাথে বাতাসে কার্বন মনোক্সাইড ও সালফার-ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে এই সময়ে ফুসফুসের প্রদাহ বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় সচেতনতার নেই কোন বিকল্প। যেহেতু ধীরেধীরে করোনার প্রকোপ তীব্র হচ্ছে তাই এই সময়ে মাস্ক পরিধানের কোন বিকল্প নেই। যেহেতু এখন রমজান মাস তাই শুষ্কতা মোকাবেলা করতে সেহরি ও ইফতারে প্রচুর পরিমাণ পানি পান করতে হবে। সর্বোপরি সরকারকে জনসচেতনা তৈরির জন্য প্রচারণা চালাতে হবে।

মশার উপদ্রব থেকে নগরবাসীকে মুক্তি দিন

মশা শুধু মহানগরী ঢাকার সমস্যা নয়। দেশের অন্যান্য নগরীতেও এর উপদ্রব রয়েছে। খুলনায় মশার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন নগরবাসী। বর্ষার আগেই সেখানে মশার ঘনত্ব বেড়েছে। মশা নিধনে নগর কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ নিয়ে গত মঙ্গলবার সংবাদ-এ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। জানা গেছে, মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য বছরে খুলনা সিটি করপোরেশনের খরচ হয় প্রায় তিন কোটি টাকা। নগর কর্তৃপক্ষ দাবি করছে, মশার বংশবৃদ্ধি রোধে মাসখানেক আগে থেকে 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' চালানো হচ্ছে। ৩১টি ওয়ার্ডে দুজন করে কর্মচারী মশা নিধনে নিয়মিত কাজ করছেন। কিন্তু কোনো কোনো ওয়ার্ডের বাসিন্দা অভিযোগ করে বলেন, এক মাসের বেশি সময় এলাকায় মশা নিধনের কোনো কার্যক্রম দেখা যায়নি। নালায় দেওয়া হয়নি কোনো কীটনাশক। ফগার মেশিনের শব্দও শোনা যায় না। নগর কর্তৃপক্ষ বলছে, নগরের বিভিন্ন এলাকায় নালা নির্মাণ ও সংস্কারকাজ চলছে। যে কারণে পানিপ্রবাহ বন্ধ রয়েছে। এ কারণেও মশার প্রজনন বাড়ছে। তাছাড়া যখন বৃষ্টি থাকে না তখন ডোবা-নর্দমার পানি ঘন হয়ে পানিতে জৈব উপাদান বেড়ে যায়। এ সময় কিউলেক্স মশার প্রজনন ঘটে। এ কারণে মশা বেড়ে যায়। তবে বৃষ্টি হলে মশার উপদ্রব কমে আসবে। কিউলেক্স মশার প্রজনন হয় মূলত খাল ও নর্দমায়। এজন্য বছরজুড়েই মশা মারার কাজ করতে হবে কর্তৃপক্ষকে। মাঠপর্যায়ে মশা নিধনের দায়িত্বে যারা থাকেন তাদের কাজ নিয়মিত তদারকি করা দরকার। নিয়ম মেনে যথাস্থানে কীটনাশক ছিটানো হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে। এজন্য মনিটরিং সেল থাকা দরকার। মশা মারার ওষুধ কতটা কার্যকর সেই প্রশ্নও রয়েছে। ওষুধ কাজ না করলে বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে। কিউলেক্স মশার প্রজননস্থল হিসেবে পরিচিত নালা, খাল, জলাশয়, মজা পুকুর থেকে কচুরিপানাসহ অন্যান্য ময়লা পরিষ্কার করতে হবে। নগরীর জলাশয়গুলো যেন পরিচ্ছন্ন থাকে সেজন্য নাগরিকদেরও সচেতন হতে হবে। নগরবাসীর অসচেতনতার কারণে অনেক জলাশয়ে পানিপ্রবাহ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। নাগরিকরা সচেতন হলে নগর কর্তৃপক্ষের অনেক কাজই সহজ হয়ে যাবে বলে আমরা মনে করি।

বহরবুনিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবন নির্মাণে আর কত বিলম্ব

বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জের বহরবুনিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি কাগজে-কলমে চালু রয়েছে; কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুটি ভবনই ১০ বছর ধরে পরিত্যক্ত। গত এক বছর এ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কোনো কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীকে দেখা যায়নি। ফলে মানুষ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ভবনের মূল্যবান চিকিৎসা সরঞ্জাম তদারকি ও দেখভালের বিষয়েও কর্তৃপক্ষ গা করছে না। জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ১৯৯০ সালে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নির্মাণ করে। ভবনটি একসময় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। পরে ইউনিয়ন পরিষদের কক্ষে চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়। গত তিন বছর ধরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ কার্যক্রম চালিয়ে এলেও এক বছর ধরে তা বন্ধ হয়ে গেছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিদর্শিকা, স্যাকমো, এফডব্লিএ ও মাঠকর্মীদের আর দেখাও মিলছে না। কোনো কার্যক্রমও নেই। ফলে পাঁচ গ্রামের প্রায় ৩২ হাজার মানুষ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নতুন ভবন নির্মাণ করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু করার দাবি জানিয়েছে এলাকার মানুষ। দরিদ্র মানুষকে বেসরকারি ক্লিনিকে গিয়ে অনেক টাকা ব্যয় করতে হয়। তাই সরকার মানুষের দোরগোড়ায় চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিতে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কার্যক্রম চালু করেছে। এতে দরিদ্র মানুষ বেশি উপকৃত হবে। মানুষ এখান থেকে নিরাপদ প্রসূতিসেবা, নিরাপদে স্বাভাবিক সন্তান জন্মদান ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা পাবে। এক্ষেত্রে মোরেলগঞ্জের বহরবুনিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি।

ভেবে দেখুন আপনি টাকা বাঁচাতে চান নাকি সময়

সাইফুল হোসেন

সময় এবং টাকা দুটোই জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখনই আপনি একটা তুলনামূলক আলোচনায় যাবেন যে টাকা বাঁচাতে চান নাকি সময় তখনই আপনি একটা চিন্তায় পড়ে যাবেন যে আসলে কোনটা বাঁচাতে হবে। যদি টাকা বাঁচাতে পারেন তাহলে আপনি সঞ্চয় করতে পারবেন আর যদি সময় বাঁচাতে পারেন তাহলে আরও অনেক বড় কিছু করতে পারবেন। অনেকক্ষেত্রে আমরা সময় বাঁচাতে গিয়ে অনেক খরচ করে ফেলি। অনেক সময় টাকা বাঁচানোর জন্য অনেক সময় নষ্ট করে ফেলি। তাহলে প্রকৃতপক্ষে আপনি কি টাকা বাঁচাবেন নাকি সময় বাঁচাবেন? আলটিমেটলি টাকা মানুষের জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এটি ধ্রুব সত্য কিন্তু মনে রাখতে হবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানুষের জীবনে সময়। সময়ই জীবন তাই নয় কি! তবে টাকা আমাদের জীবনে প্রতি পদে পদে লাগে। যা কিছু করেন না কেন তার সাথে টাকা জড়িত। আর সময় বাঁচানোর কথা বলছি কেন সময় যদি আপনি বাঁচাতে পারেন মানে আপনি আপনার জীবন বাঁচিয়ে ফেললেন। বললাম তো সময়ের আরেক নাম জীবন। কিন্তু সেখানে একটা বিষয় আছে। পৃথিবীতে মানুষ আসে খুব অল্প সময়ের জন্য তাই সময় আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রত্যেকটা মুহূর্ত চলে যাচ্ছে মানে জীবন থেকে একটা করে মুহূর্ত চলে যাচ্ছে। আপনি মৃত্যুর দিকে এক মুহূর্ত এগিয়ে যাচ্ছেন। সব জেনেও আমরা এই সময়টাকে অবহেলায় নষ্ট করি, বিনা কাজে নষ্ট করে ফেলি। আসলে জীবনে যেটুকু সময় আমরা পাচ্ছি সেটুকু সময় আমাদের যথাযথভাবে কাজে লাগানো দরকার। সময়টা যদি কাজে লাগাতে হয় তাহলে টাইম ম্যানেজমেন্টটা আপনার খুব ভালো করে শিখতে হবে। শিখে সময়টাকে ঠিকমতো ব্যবহার করতে হবে যেন সময় আমাদের জন্য কিছু বয়ে নিয়ে আসে। আর সময়কে যদি আমরা অবহেলা করে নষ্ট করি তাহলে জীবন থেকে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটাই আমরা নষ্ট করে ফেলছি। তাই সময় বাঁচাবো নাকি টাকা বাঁচাবো এটা নির্ভর করছে যে সময়টা আমরা বাঁচালাম সেই সময়টাকে বাঁচিয়ে আমরা কি করছি, সেটা আমরা ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারছি কি না সেটার ওপর। সময় বাঁচানো খুব জরুরি, জীবনে আমাদের সবকিছু ঠিকমতো ব্যবহার করছি নাকি সেটা দেখা আমাদের খুব জরুরি। টাকা ব্যবহার করাতে যত আমাদের যত্নশীল হওয়া দরকার বোধ করি তার চেয়ে বেশি যত্নশীল হওয়া দরকার সময়ের ব্যবহারের ক্ষেত্রে। সময়ের এক নাম যেমন জীবন, সময়ের আরেক নাম টাকা বললেও বিশেষ অত্যুক্তি হবে না । আমাদের সমাজে অনেক মানুষ কাজ না করে সময় নষ্ট করছে। অনেকে কাজ পাচ্ছে না বলে তাদের সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই সময়টাকে যদি তারা ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারে তাহলে তাদের আর্থিক যে সংকট তারা বয়ে বেড়াচ্ছে, সেই সংকট কেটে যাবে। তাই বলছি সময় যদি আপনি ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারেন তাহলে সময়ের সাথে আপনার কাছে টাকা থাকবে এবং টাকা আসবে। কারণ সময়টা আপনার টাকায় রূপান্তরিত হচ্ছে তাই আমাদের কেয়ারফুল হতে হবে টাকা খরচের ব্যাপারে। পাশাপাশি সময়ের অপচয়ের ব্যাপারেও আমাদের অধিকতর সতর্ক হতে হবে। আমি আগেই বলেছি আপনার জীবন থেকে একটা মুহূর্ত চলে যাওয়া মানে আপনি একটি মুহূর্ত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুঝতে পারি না যে আমাদের জীবন কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কতটা মূল্যবান, কত কিছু আমাদের করার আছে। এ বুঝতে না পারার কারণে আমাদের সময় অযত্নে, অবহেলায় নষ্ট হয়ে যায় সেটা আমরা জীবনের একটা পর্যায়ে গিয়ে বুঝতে পারি। দেরি হয়ে যায় বুঝতে যে কত সময় আমরা কত কিছু না করে অযথা নষ্ট করেছি।এই বোধ মানুষের কখন আসে জানেন যখন একটা মানুষ ৪০ বছর পার করে ৫০ এ পা দেয় এবং ৫০ পার করে। মানুষ যত বেশি বয়সের দিকে আগাতে থাকে তত তার সেই বোধ আরও তীব্র হতে থাকে, এ বোধ তাকে কষ্ট দিতে থাকে। মানুষের এ বোধ আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে যায়। যারা এখন কম বয়সে আছেন তাদের বলছি। যাদের অনেক সময় সামনে পড়ে আছে, আর যারা মনে করছেন যে এই পৃথিবীতে অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন, তাদের উদ্দেশ্যে কথা হচ্ছে আপনাদের জীবনটাও খাদের কিনারে এসে দাঁড়াবে, আপনাদেরও এক সময় গিয়ে মনে হবে জীবনে তো আর বেশি দিন নেই। তাই এখন থেকেই যে সময়টা অযত্নে অবহেলায় নষ্ট করছেন, সেই সময়টা কাজে লাগান, সময়টা প্রোডাক্টিভ করে তুলুন। প্রত্যেকটা মুহূর্ত কাজে লাগান, ঘুমিয়ে থাকা সময় ছাড়া বাকিটা সময় কাজে লাগান। কাজে লাগানো বা প্রডাক্টিভ করে তোলা মানে যে সব সময় টাকা আয় হবে ব্যাপারটা কিন্তু ওরকম নয়। প্রোডাক্টিভ মানে হলো এই সময়টাকে বিশেষভাবে কাজে লাগানো। হতে পারে খেলাধুলা, পড়াশোনা, কোন একটা দক্ষতা অর্জনের জন্য কাজ করা, বন্ধুদের সাথে সুন্দরভাবে আড্ডা দেওয়া ইত্যাদি। অলসভাবে বসে থাকা যাবে না। কিছু না কিছু করতে হবে। পরামর্শ হচ্ছে, একটা কাজ করার সময় শুধু ওই একটা কাজই করবেন। এভাবে যদি সময়টা কাজে লাগানো যায়, সময় তাহলে জীবনকে অনেক কিছুই এনে দেবে। আর সময় অপচয় হলে জীবন থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নষ্ট হয়ে যাবে। তাই টাকা যেন অপচয় না হয় সেদিকে যেমন খেয়াল রাখা গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো সময় যেন অপচয় না হয়, অযথা নষ্ট না হয় সেদিকে গভীর দৃষ্টি দেওয়া, খেয়াল রাখা। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য finfacts চ্যানেলটি ফলো করুন। আমাদের কনসালটেন্সি সেবা নিন। আমার সাথে থাকুন, জীবন পরিবর্তনকারী বিষয় শিখুন, অন্যকে শিখতে সহায়তা করুন। সবাইকে ধন্যবাদ।

লেখক: দি আর্ট অব পার্সোনাল ফাইনান্স ম্যানেজমেন্ট বইয়ের লেখক, কলামিস্ট, ইউটিউবার এবং ফাইনান্স ও বিজনেস স্ট্রাটেজিস্ট।

শাল পোড়ানো ধোঁয়ায় ভারত হটাও আন্দোলন

মাস্তফা হোসেইন

ভারত বিদ্বেষকে উস্কে দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা বিএনপির জন্য নতুন কিছু নয়। কিন্তু ভারততোষণেও কি দলটি কম যায়? বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে বিএনপির দুই সিনিয়র নেতার দুটি বক্তব্য প্রকাশের পর। ১৯ মার্চ, বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. মঈন খান গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য ভারতের সহযোগিতা চাইলেন। তাদের দলীয় এক নেতার বাসায় গিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ভারতের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিলেন। ভারত বিরোধী দল হিসেবে আলোচিত দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যের মুখ থেকে এমন ভারতবন্দনা শোনার পর স্বাভাবিকভাবেই অনেকেরই চোখ বড় করে তাকাতে হয়েছে। প্রশ্ন এসেছে-বিএনপি কি তাহলে ঘুরতে শুরু করেছে? কিন্তু ২৪ ঘণ্টা না যেতেই এবাউট টার্ন করে দিলেন দলের আরেক প্রবীণ নেতা ও সিনিয়র যুগ্মমহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। ৬৩ দলীয় জোটের নেতাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশকালে কেউ কিছু বোঝার আগেই নিজের গায়ের কাশ্মিরি শালটি ছুরে মারেন। সবার সামনেই সেই শালে আগুন জ্বালানো হয়। বিপ্লবী ঘোষণা এলো নয়া পল্টনের বিএনপি অফিস ভবন থেকে। তিনি যেমন ভারত থেকে আনা কাশ্মিরি শালটি পুড়িয়ে দিয়েছেন,তেমনি সবাই যেন ভারতীয় পণ্য বর্জন করে। ঘোষণা দিলেন ভারত খেদাও আন্দোলনের। শীত কেটে যাওয়ার পর শাল পোড়ানোর এই ঘটনা নিয়ে চায়ের টেবিলে হাস্যরস যতই হোক না কেন, দলটির পরস্পর অবস্থানের কারণে রাজনীতির লেখক/গবেষকদের নতুন করে ভাবার সুযোগ করে দিয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরীণ কোনো ইস্যুকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগাতে না পেরে এই মুহূর্তে ভারত বিরোধিতা এবং ভারতের পক্ষে বলার মাধ্যমে আলোচনায় আসাটা কৌতূহল জাগানো বটে। সিনিয়র দুই নেতার দ্বিমুখী বক্তব্য এবং কর্মকাণ্ড দেখে মনে হতেই পারে আসলে তারা দলীয় সিদ্ধান্ত বিষয়ে কোনো মৌলিক নীতি-রীতির ধার ধারেন না। ড. মঈন প্রবীণ রাজনীতিবিদ এবং যথেষ্ট জ্ঞানী মানুষ। তিনি যখন গণতন্ত্র উদ্ধারের জন্য ভারতের সহযোগিতা চান তিনিও মাত্র কয়েক মাস আগে তাদের দলীয় অবস্থানের কথা ভুলে যান। প্রকাশ্যে তার দলটি অভিযোগ করেছিলো বাংলাদেশের নির্বাচনে ভারত প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করছে বলে। নির্বাচন হয়ে গেছে। তারা অভিযোগ করেছে- নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে, ভোটার উপস্থিত হয়নি ইত্যাদি। কিন্তু তাদের পক্ষে কোনো তথ্য প্রমাণ দেওয়া সম্ভব হয়নি, ভারত কোন কোন স্থানে এবং কিভাবে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করেছে। জনাব মঈন খানের সর্বশেষ বক্তব্য থেকে ধরে নেয়া যায়- তিনি উপলব্ধি করেছেন ভারত আসলে গণতন্ত্র কায়েমে সহযোগিতা করে এবং সেই জন্যই তিনিও তাদের কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন। দলটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নওশাদ জমিরের একটি উদৃতি এই ঘটনাসূত্রে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন,'বিএনপির আন্তর্জাতিক-কূটনৈতিক পলিসি নিয়ে কোনও রকম দ্বিমতের অবকাশ নেই। দলের কাণ্ডারি তারেক রহমান পরিষ্কার করেই বারবার বলেছেন, বাংলাদেশ সবার বন্ধু। বিএনপি ও বাংলাদেশ সবার সমান বন্ধু।' ড. মঈন খানের ভারত বিষয়ক ইতিবাচক মন্তব্যে এর প্রতিফলন দেখা যেতে পারে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত একই নেতার বক্তব্যের শেষের অংশ ছিলো 'বিএনপি দেশের স্বার্থের পরিপন্থি যেকোনও কিছুর বিরুদ্ধে। এখন দেশের গণতন্ত্র ব্যাহত করতে যদি কেউ এই সরকারকে সহযোগিতা করে থাকে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই বিএনপিরও তাকে বন্ধু মনে করাটা খুব সহজ বা স্বাভাবিক নয়।' তাঁর এই বক্তব্যের শেষাংশের প্রতিফলন কি জনাব রিজভীর শাল পোড়ানোর ঘটনায় ঘটেছে? অর্থাৎ জনাব মঈন খান ভারতকে বন্ধু মনে করেছেন । অন্যদিকে রিজভী সাহেব মনে করেছেন, ভারত বাংলাদেশের গণতন্ত্র ব্যাহত করতে ভূমিকা রেখেছে তাই তিনি এবং বিএনপি ভারতকে বন্ধু ভাবতে পারছে না। আসলে বিএনপি ভারত সম্পর্কে কোন দৃষ্টিভঙ্গীকে ধারণ করে? শুধু মঈন খানের এই বক্তব্যই নয় তাদের দলের আরও সিনিয়র নেতাও ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষায় চেষ্টা করেছেন। এমনকি নির্বাচন এলে মুখে তারা ভারত বিরোধিতা করলেও তলে তলে ভারতের সহযোগিতাও চেয়েছে। এটা শুধু সাম্প্রতিক নির্বাচনের আগেই নয়। ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগেও দেখা গেছে। ওই সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু ও বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক হুমায়ুন কবির দিল্লী সফর করেছিলেন। তখন বিভিন্ন মাধ্যমে বলা হয়েছিলো ভারতীয় সহযোগিতা চাইতেই তারা দিল্লী সফর করেছেন। দ্বাদশ নির্বাচনের আগেও বিএনপির কেন্দ্রীয় কয়েক নেতা ভারতীয় হাই কমিশনে গিয়ে দেন-দরবার করেছেন। হাই কমিশনে গিয়ে দাওয়াতও খেয়েছেন। ঠিক খাওয়া শেষে আবার ভারত বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণও হয়েছে। কিন্তু সর্বশেষ রিজভী আহমেদের ভারত হটাও আন্দোলনের পর বলতে হয়, বিএনপি আগে যেসব চেষ্টা তদবির করেছে তা ছিলো তাদের ভুল সিদ্ধান্ত। এখন তারা ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিয়ে ভারতকে তার জবাব দিতে চান। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর আলোচনা-সমালোচনা হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা বলতে একটা কথা আছে। তিনি যখন নিজের কাশ্মিরি শালে আগুন জ্বালিয়ে ভারত হটাও আন্দোলনের ঘোষণা দিলেন,সেই মুহূর্তে বাংলাদেশে পেঁয়াজের বাজার ১২০টাকা থেকে কমে ৬০টাকা হয়েছে। আলাদীনের চেরাগের বদৌলতে নয়-ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানির ফল এটা। যে মুহূর্তে ভারতের পেঁয়াজ আসা বন্ধ হয়- ধাই ধাই করে পেঁয়াজের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে যায়। যে মুহূর্তে চিনি, আদা,মরিচ,হলুদ আসা বন্ধ কিংবা স্থগিত হয়ে যায়, তখনই বাজার চড়া হয় অকল্পনীয়ভাবে। এগুলো হচ্ছে সাদামাটা হিসাব। এমন অসংখ্য পণ্য আছে যা ভারত থেকে না এলে আমাদের বাজার ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। সেই অবস্থায় ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক রিজভী সাহেবের রাজনৈতিক অর্জনে কতটা সহায়ক হবে? রিজভী সাহেবের শাল পোড়ানোর সংবাদ প্রচার হওয়ার সঙ্গে একটি মহল থেকে বলা হচ্ছে-শীত পেরিয়ে গেছে তাই তিনি শাল পুড়িয়েছেন। কিন্তু অসংখ্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা কি শেষ হয়ে গেছে যে বাংলাদেশের মানুষ পেঁয়াজ রসুন আদা মরিচকে পুড়িয়ে দেবে? রিজভী সাহেবের শাল পোড়ানো কর্মসূচি বিষয়ে বিএনপির ভিতরেই ভিন্ন সুর শোনা যায়। ৬৩টি রাজনৈতিক দলের প্রতি সংহতি জানাতে বিএনপির এই নেতা কাশ্মিরি শাল বাসা থেকে আনিয়েছেন। অর্থাৎ পরিকল্পনা করেই তিনি এই কাজটি করেছেন। কিন্তু দলের নীতি নির্ধারকদের বক্তব্য হচ্ছে এই বিষয়ে দলীয় সিনিয়র নেতারা অবহিত নন। তার মানে হচ্ছে- ৬৩টি দলের সঙ্গে তিনি যে সংহতি প্রকাশ করলেন সেখানেও খাদ রয়ে গেছে। আসলে বিএনপির লক্ষ্য কি এমন প্রশ্নই আবার সামনে আসছে। তারা কি আন্তর্জতাকি বিষয়েও তাদের নীতিমালা গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্থ। অকালে শাল পুড়িয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ তৈরি করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সফল হয়েছেন বলা যায়। কিন্তু কাশ্মিরি শালে আগুন লেগে ধোঁয়া এবং গন্ধও যে তৈরি হয়েছে। সেই ধোঁয়াতেই আচ্ছন্ন হচ্ছে বিএনপির বৈদেশিক নীতি। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলা যায়-তারা নিজেরাও যেন জানে না তারা কি চান। লেখক : সাংবাদিক, শিশুসাহিত্যিক ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক।

জলদস্যুদের কবলে এমভি আবদুল্লাহ জীবন আর সম্পদ কতটা নিরাপদ?

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা

আফ্রিকার দেশ মোজাম্বিক থেকে মধ্যপ্রাচ্যের আবুধাবি আসার পথে ছিনতাই হওয়া বাংলাদেশি মালিকানাধীন জাহাজ এমভি আবদুল্লাহকে সোমালিয়া উপকূলীয় এলাকায় নেওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। বলা হচ্ছে, ২৩ নাবিকসহ জিম্মি বাংলাদেশি এই জাহাজটির মুক্তির বিষয়ে জলদস্যুরা এখনো যোগাযোগ করেনি। ফলে দস্যুদের সাথে সমঝোতা করার সময় কেবল বাড়ছে। সরকারের পক্ষ থেকে নানা আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা হচ্ছে। জানা গেছে, নাবিকদের বিপদমুক্ত করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে কুয়ালালামপুরে পাইরেসি রিপোর্টিং সেন্টার, নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়ান ফিউশন সেন্টার, যুক্তরাজ্য মেরিটাইম ট্রেড অপারেশন (ইউকেএমটিও) এবং এশিয়ায় দস্যুতা ও সশস্ত্র ডাকাতি প্রতিরোধে আঞ্চলিক সহযোগিতা চুক্তির আওতায় সিঙ্গাপুরে অবস্থিত দপ্তরকে খবর দেওয়া হয়েছে। জলদস্যুদের কবলে পড়া চট্টগ্রামের কবির গ্রুপের জাহাজটি পরিচালনা করছে গ্রুপটির সহযোগী সংস্থা এস আর শিপিং লিমিটেড। কবির গ্রুপসহ সরকারি বিভাগ ও সংস্থাগুলোর উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে একেবারে শেষ সময় পর্যন্ত যেন এই নাবিকদের জীবিত উদ্ধার করা যায়। এর আগে ২০১০ সালে নাবিকসহ একটি বাংলাদেশি জাহাজ উদ্ধারে তিন মাসের বেশি সময় লেগেছিল। অতীতের অভিজ্ঞতা এবং এই অঞ্চলের ঝুঁকি বিবেচনায় জাহাজটিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ধারণা করা হচ্ছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় সুযোগ নিয়েছে সোমালিয়ান জলদস্যুরা। এখন পর্যন্ত যেসব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যায়, দৃশ্যমান অস্ত্রধারী গার্ড না থাকার সুযোগে প্রায় সাড়ে ৫০০ নটিক্যাল মাইল দূরে এসে বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আবদুল্লাহ ছিনতাই করা সম্ভব হয়েছে। ইরানি ছোট ফিশিং বোট ব্যবহার করে সোমালিয়ান জলদস্যুরা ছিনতাইয়ে অংশ নেয়। এমভি আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, ভারত মহাসাগরের মতো ঝুঁকিপূর্ণ রুট পাড়ি দিলেও খরচ কমাতে তারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়নি। যার সুযোগ নিয়েছে সোমালিয়ান জলদস্যুরা। এই ঘটনার পর এখন নতুন নতুন নির্দেশনা দিচ্ছে নৌ-বাণিজ্য অধিদপ্তর। বলছে, এখন থেকে লোহিত সাগরের পাশাপাশি ভারত মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার সময়ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, অস্ত্রধারী নিরাপত্তারক্ষী রাখতে হবে। এতদিন কি এই ব্যবস্থা ছিল না? নাকি নির্দেশনা থাকার পরও তা মানা হয়নি? নৌ-বাণিজ্য অধিদপ্তরের প্রিন্সিপাল অফিসার ক্যাপ্টেন সাব্বির মাহমুদ সম্প্রতি বলেছেন, আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী জাহাজ চলাচলে মালিকরা নিয়ম মানলে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করলে এমন ঘটনা ঘটবে না। তাই এখন থেকে ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্রপথে চলাচলকারী ৯৭টি বাংলাদেশি মালিকানাধীন জাহাজে অস্ত্রধারী নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে ভিন্ন সুর শোনাচ্ছেন জাহাজ পরিচালনায় যুক্ত ব্যবসায়ীরা। বলছেন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে গেলে জাহাজ পরিচালনার খরচ অনেক বেড়ে যাবে। মানুষের জীবন এবং জাহাজের নিরাপত্তা না ভেবে শুধু খরচের কথা ভাবলে এই ধরনের ব্যবসা করা সম্ভব! নিজস্ব অস্ত্রধারী নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াও দস্যুতা মোকাবিলায় নিরাপত্তা জোরদার করতে হলে কোনো একটি সংস্থা থেকে নিরাপত্তারক্ষী ভাড়া করতে হবে। তখন অতিরিক্ত খরচ হবে। অনেক জাহাজ মালিকই এই খরচ করতে চান না। আর সেই গাফিলতি থেকেই এই জিম্মিদশা। এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করেছেন স্থানীয় ম্যারিটাইম বিশেষজ্ঞরা। দস্যুতা রোধে চিহ্নিত এলাকায় আন্তর্জাতিক বাহিনীর টহল ছিল না। কম গতিতে চলছিল জাহাজটি, ড্রাফট ছিল বেশি। ঘাটতি ছিল কাঠামোগত নিরাপত্তা ব্যবস্থায়। সাধারণত জাহাজে কাঁটাতারের সাথে থাকে বিদ্যুতের লাইন। এছাড়া জাহাজের নিচের দিকে লেজার নিরাপত্তা বা ইলেকট্রিক ফেন্স থাকে যাতে সহজে কেউ জাহাজে উঠে যেতে না পারে। এই জাহাজটিতে সবকিছুর ঘাটতি ছিল। বিশেষ করে লেজার ওয়্যার দিয়ে একটা ব্যারিকেড সৃষ্টি করার কথা, তাও ছিল না। ফলে জলদস্যুরা যখন এসেছে কোনো বাধা ছাড়াই জাহাজে উঠে গেছে। আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে চলছে বাংলাদেশের ৯৮টি জাহাজ। আরব সাগর, লোহিত সাগর কিংবা ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এসব জাহাজ কখনো নোঙর করছে ইউরোপ, কখনো মধ্যপ্রাচ্যে। আগামী দিনগুলোয় এর পরিমাণ আরও বাড়বে, কারণ দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে। ২৩ নাবিকসহ জিম্মি হওয়া এমভি আবদুল্লাহর ঘটনা আমাদের জন্য নতুন বার্তা দিচ্ছে। কারণ ভারত মহাসাগরে ফাঁদ পেতে আছে সোমালিয়ার জলদস্যু। লোহিত সাগরে ওত পেতে আছে হুতি বিদ্রোহীরা। ২০১০ সালে জলদস্যুর কবলে পড়া এমভি জাহান মণি জাহাজেরও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সংকট ছিল। অথচ ঝুঁকিপূর্ণ এই চ্যানেল পাড়ি দিতে বাড়তি নিরাপত্তার কথা অনেক আগেই বলে রেখেছিল নৌপথ তদারককারী আন্তর্জাতিক সংস্থা আইএমও। বাড়তি নিরাপত্তা নিলে প্রয়োজন হয় বাড়তি কিছু খরচ। এই কারণে নিরাপত্তা কার্যক্রমের সঙ্গে আপস করে জাহাজ চালাচ্ছেন দেশীয় ১৪ গ্রুপের মালিকরা। ৯৮টি জাহাজের মধ্যে ৮টি চালায় সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন। নাবিকদের জীবন আর নিজের সম্পদের কথা না ভেবে খরচ কমাতে জাহাজ মালিকদের কেউ কেউ ঝুঁকি নিয়েই পণ্য পরিবহন করছেন এই পথে। এই রুট ব্যবহার না করলেও ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব। কিন্তু তাও কোম্পানি মালিকরা করেন না, কারণ আফ্রিকার বিকল্প পথ ব্যবহার করলে জ্বালানি খরচ বেশি পড়ে। সেই সঙ্গে নাবিক ও অন্যান্য কর্মীদের মজুরি দিতে হয় বেশি। বাড়তি গুণতে হয় বীমা খরচও।

কোটি কোটি টাকার মালামাল পরিবহন করছে এই জাহাজগুলো, লাভজনক ব্যবসা করছেন মালিকরা, অথচ নিজের কর্মীদের প্রতি অসহানুভূতিশীল এবং অসংবেদনশীল থেকে ব্যবসা করা কতটা নৈতিক, তা ভাবছেন না তারা। জাহাজগুলো বাড়তি নিরাপত্তা ছাড়াই ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে সাগরে মহাসাগরে। জাহাজ মালিকরা ভাবুন, ভবিষ্যতে নিরাপত্তা খরচ বাঁচাতে জীবনের ঝুঁকিতে ফেলবেন নিজেরই কর্মীদের? যে নাবিকরা সব বিপদ তুচ্ছ করে সাগর পথ ধরে গন্তব্যে পণ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্যে পরিশ্রম করে চলেছেন, তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়াটাই হবে সুবিবেচনাপ্রসূত কাজ।

ধূমপানজনিত কারণে ক্ষয়ক্ষতি

ড. এস এম জাহাঙ্গীর আলম

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালে মোট অগ্নিকান্ডের সংখ্যা ছিল ২৭ হাজার ৬২৪টি। এতে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা। অগ্নিকান্ডের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে ৯ হাজার ৮১৩টি, আর বিড়ি-সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরো থেকে ৪ হাজার ৯০৬টি। বিড়ি-সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরো যত্রতত্র ফেলে দেওয়ার কারণে অগ্নিকান্ড ঘটছে। অথচ এ বিষয়ে ধূমপায়ীদের তেমন সচেতনতা নেই। আর 'প্রকাশ্যে ধূমপান নিষেধ' আইনটির নামই ভুলে গেছে জনগণ ও সরকার। যাই হোক, বিড়ি-সিগারেট থেকে অগ্নিকান্ডের ঘটনা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এ বিষয়ে নাগরিক সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ দরকার যা বাংলাদেশের জনগণের নেই বললেই চলে। অপরদিকে ধূমপান বা তামাক ব্যবহারে বছরে এক লাখ ৬১ হাজার মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। ২০২৩ সালে ৭ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে এই তথ্য দিয়েছিলেন সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী। ভালোর দিক দিয়ে বাংলাদেশ খুব বেশি এগোতে না পারলেও খারাপ অনেক কিছুতেই এগিয়ে যায়। যেমন– ধূমপান। ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউয়ের ২০২৩ সালের ডেটা অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৫ বছরের ওপরে ধূমপায়ীর সংখ্যা শতকরা ৩৯ দশমিক ১, যা ২০১৯ সালেও ছিল ৩৫ শতাংশ। এখন ছেলেদের মধ্যে ধূমপায়ীর সংখ্যা ৬০ দশমিক ৬ শতাংশ এবং মেয়েদের মধ্যে এ সংখ্যা ১৭ দশমিক ৭ শতাংশ। মেয়েদের সংখ্যা ২০১৯ সালে ছিল ৭ শতাংশের মতো। ধূমপানে বিশ্বের মধ্যে আমাদের অবস্থান অষ্টম। যে দেশে এত ধূমপায়ী, সেই দেশ বায়ুদূষণের মধ্যে তো প্রথমদিকেই থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। নিজেদের দিকে না তাকিয়ে চোখ বুজে সরকার, সমাজ সবাইকে দায়ী করি। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, সিগারেটের ধোঁয়া ডিজেলের ধোঁয়ার থেকে ১০ গুণ বেশি ক্ষতিকর। বদ্ধ জায়গাতে ধূমপান আপনার প্রিয় মানুষের যে ক্ষতি করে, তা অন্য বায়ুদূষিত শহরের থেকে বেশি। ধূমপায়ীরা জেনেশুনে নিজেদের প্রিয় মানুষদেরই ক্ষতি করছে, ভাবতে কি খুব ভালো লাগছে? সেই বাতাস তাদের প্রিয়জন নিচ্ছে না, গ্যারান্টি দিতে পারবে? ধূমপানের কারণে নীরব বিষে আক্রান্ত হচ্ছে কয়েক কোটি মানুষ। ধূমপান শুধু বায়ুদূষণ নয়, মাটিদূষণ এবং বনায়নেরও ক্ষতি করে। ধূমপানের জন্য স্বাস্থ্যের ক্ষতির মাত্রা প্রায় সকলের জানা। শ্বাসতন্ত্রের রোগ, ক্যানসার, হৃদরোগ, যৌন ক্ষমতা হ্রাস, ফিগার নষ্ট হওয়া থেকে শুরু করে সবটাতেই ভূমিকা রয়েছে ধূমপানের। দেশে অসংক্রামক রোগে মারা যান ৬৭ শতাংশ মানুষ। এর মধ্যে হৃদরোগে মৃত্যুর হার ৩০, ক্যানসারে ১২, শ্বাসতন্ত্রের রোগে ১০, ডায়াবেটিসে ৩ এবং অন্য অসংক্রামক রোগে ১২ শতাংশ মারা যান। এসব রোগীর প্রতি ২৮ জনে ২৫ জন ধূমপায়ী এবং মাত্র ৩ জন অধূমপায়ী

> এই সময়টাতেই বন্ধুদের প্ররোচনাতে বা হিরোগিরি দেখাতে এবং মেয়েরাও চায় ছেলেরা পারলে আমরাও পারব, এসব কারণে মানুষ বেশি নেশার খপ্পরে পড়ে। ধূমপান এমন একটা জিনিস, যার কোনো ভালো দিক নেই। ধূমপায়ীরা নিজের ক্ষতি করছে, পরিবেশকে ধ্বংস করছে, অপচয় করছে। তাদের জন্য অধূমপায়ীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন

(কালবেলা, ১৬ নভেম্বর ২০২২)। ধূমপানের কারণে দেশে ৩০ বছরের ওপরে অসুস্থ মানুষ প্রায় ৭০ লাখ। যুক্তরাজ্যের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ধূমপায়ীদের মাদক গ্রহণের পরিমাণ অধূমপায়ীদের তুলনায় ২২ গুণ বেশি। (যুগান্তর, ৯ জানুয়ারি ২০২২)। দেশে ইয়াবা, হেরোইন, গাঁজাসহ যত মাদকগ্রহণকারী আছে, প্রায় সবার হাতেখড়ি এই সিগারেট দিয়ে। অন্য মাদক শুধু গ্রহণকারী ব্যক্তির ক্ষতি করে, কিন্তু ধূমপান আশপাশের মানুষ, পরিবেশ সবার ক্ষতি করে। বাংলাদেশ মুসলিমপ্রধান দেশ। ধর্মীয়ভাবে এখানে ধূমপানকে নিরুৎসাহিত করা হয়। অনেক মুসলিম দেশে ফতোয়া দিয়ে ধূমপানের বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। এর পরেও ধূমপান এমন এক আসক্তি, তা সহজে ছাড়তে পারে না মানুষ। দেশে প্রকাশ্যে ধূমপানের বিপক্ষে আইন আছে। ৩০০ টাকা জরিমানা আছে। কিন্ত তা সচরাচর প্রয়োগ করতে দেখা যায় না। তাছাড়া আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যেও অনেক ধূমপায়ী আছেন। সরকার তামাক ইন্ডাস্ট্রির বিপক্ষে ব্যবস্থাও নিতে পারবে না। বেশি ট্যাক্স দেওয়া খাতের একটি তারা। তাদের অবদান জিডিপির ১ দশমিক ৪ শতাংশ। সরকার যা করে বছর বছর ট্যাক্স বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু নেশাজাত দ্রব্যে ট্যাক্স বাড়িয়ে ব্যবহার কমানো যায় না। তার প্রমাণ সংখ্যা বৃদ্ধিতেই দেখা যায়। দেশের মানুষ একটা করে শলাকা কিনতে পারে। সেই জন্য তাদের কাছে একবারে অনেক টাকার প্রেসার হয় না। আর যেহেতু প্যাকেট কিনছে না, তাই প্যাকেটে লেখা সাবধানবাণী চোখেও পড়ে না।

সরকার আর একটা কাজ করতে পারে, ২৩ বছরের নিচের বয়সীদের জন্য ধূমপান নিষিদ্ধ করতে পারে। এই সময়টাতেই বন্ধুদের প্ররোচনাতে বা হিরোগিরি দেখাতে এবং মেয়েরাও চায় ছেলেরা পারলে আমরাও পারব, এসব কারণে মানুষ বেশি নেশার খপ্পরে পড়ে। ধূমপান এমন একটা জিনিস, যার কোনো ভালো দিক নেই। ধূমপায়ীরা নিজের ক্ষতি করছে, পরিবেশকে ধ্বংস করছে, অপচয় করছে। তাদের জন্য অধূমপায়ীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। ধূমপানের কারণে দেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষতি হয় প্রতিবছর ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা। দেশে শিশুরা ৫০-৬০ শতাংশ শ্বাসনালির বিভিন্ন রোগে ভুগছে, আর তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দায় আমাদের দূষিত বায়ু এবং পরোক্ষ ধূমপান। আসুন এই রোজাতেই ধূমপান ছাড়ার চেষ্টা শুরু করি। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হলেও একটা ধূমপানমুক্ত দেশ কি আশা করতে পারি না আমরা? এছাড়া ধূমপানজনিত অগ্নিকান্ডের ঘটনায় পুড়ছে জান-মাল, অনেকেই হারাচ্ছেন সহায়সম্পদ। অথচ আমরা যদি সচেতন হই, তাহলে নিজেও বাঁচতে পারি, অন্যকে বাঁচাতে পারি। লেখক : বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক কর কমিশনার ও পরিচালক- বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোঃ লিঃ

ইসরায়েলি হামলায় সিরিয়ার ৩৬ সেনা নিহত

আন্তর্জাতিকি ডেস্ক :সিরিয়ার আলেপ্পো প্রদেশে ইসরায়েলি বিমান হামলায় গতকাল শুক্রবার কমপক্ষে ৩৬ জন সিরীয় সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে একটি যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠান। খবর এএফপির। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস নামক প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, আলেপ্পোর একটি রকেট ডিপোতে ইসরায়েল হামলা চালিয়েছে। এই ডিপোটি লেবানন ভিত্তিক সংগঠন হিজবুল্লাহর মালিকানাধীন বলে জানায় ওই প্রতিষ্ঠানটি। হামলায় কমপক্ষে ৩৬ সৈন্য নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরও বেশ কয়েকজন সৈন্য। যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি আরও জানায়, যে স্থানে হামলা চালানো হয়েছে, তা আলেপ্পো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের খুব কাছে। এদিকে সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সানা জানিয়েছে, খুব ভোরে চালানো এই হামলায় সামরিক বাহিনীর সদস্যের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন বেসামরিক লোকও আহত ও নিহত হয়েছে। সানা আরও জানায়, ভোররাত পৌনে ২টার দিকে আলেপ্পোর দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চিলীয় আথরিয়া এলাকায় এই বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল।

এ বিষয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি জেরুজালেমের মন্তব্য জানতে চাইলে সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়, ইসরায়েল কোনো বিদেশি গণমাধ্যমের কাছে এ বিষয়ে মন্তব্য করে না। ২০১১ সালে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরুর পর ইসরায়েল দেশটিতে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে শত শত বিমান হামলা চালিয়েছে।

কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে ট্যাক্সি, নিহত ১০

আন্তর্জাতিক ডেস্কি :ভারতের কাশ্মীরের রমবান এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী একটি ট্যাক্সি গভীর খাদে পড়ে গিয়ে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পর জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ) এবং কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি) উদ্ধারকাজে অংশ নিয়েছে। ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে, গতকার গতকাল শুক্রবার সকালে একটি যাত্রীবাহী ট্যাক্সি শ্রীনগরের দিকে যাচ্ছিল। পরে জম্মু ও কাশ্মীরের রমবান এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রী-সহ ট্যাক্সিটি আচমকা রাস্তার পাশে থাকা গভীর খাদের মধ্যে পড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ।

সিরিয়ায় ইসরায়েলি হামলায় 'নিহত ৩৮'

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় শহর আলেপ্পোয় ইসরায়েলের হামলায় অন্তত ৩৮ জন নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। গতকাল শুক্রবার দুপুর রাতে চালানো এ হামলায় নিহতদের মধ্যে লেবাননের রাজনৈতিক ও সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর পাঁচ সদস্য আছে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিরিয়ার দুই নিরাপত্তা কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন। সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, আলেপ্পোতে ইসরায়েল ও জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর হামলায় বহু বেসামরিক ও সামরিক সদস্য নিহত হয়েছে। স্থানীয় সময় রাত প্রায় ১টা ৪৫ মিনিটের দিকে আলেপ্পোর গ্রাম এলাকায় ইসরায়েল আকাশ হামলা চালায়। ইসরায়েলের আকাশ হামলার সময়টিতেই সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশ ও আলেপ্পোর গ্রামীণ পশ্চিমাঞ্চল থেকে আলেপ্পো শহর ও এর আশপাশে ড্রোন হামলা চালানো হয়। 'সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো' এসব ড্রোন হামলা চালিয়েছে বলে সিরীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় অভিযোগ করেছে। রয়টার্স জানিয়েছে, এসব হামলায় কতোজন নিহত হয়েছে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা উল্লেখ করেনি মন্ত্রণালয়টি। হতাহতের ঘটনাগুলো ইসরায়েলি

হামলায় না জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর হামলায় হয়েছে তাও পরিষ্কার করেনি তারা। হামলায় সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে বিবৃতিতে বলা হয়েছে। এ হামলার বিষয়ে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।গত বছরের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রতিবেশী সিরিয়ায় হামলা বৃদ্ধি করেছে ইসরায়েল। সিরিয়ায় ইরান সমর্থিত 'জঙ্গি' গোষ্ঠীগুলোর ঘাঁটিগুলোতে তারা হামলা চালাচ্ছে বলে দাবি করেছে ।

বই থেকে মানব চামড়ার মলাট সরিয়ে নিল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :১৯ শতকের একটি বইয়ের মলাট বাঁধাই করা হয়েছিল মানুষের চামড়া দিয়ে। ২০১৪ সালে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, বইটিতে আসলেই মানুষের চামড়ার মলাট ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯৩০-এর দশক থেকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হাফটন লাইব্রেরিতে রয়েছে 'দে দেসতিনে দো লামো (ডেসটিসিজ অব দ্য সোল)' শীর্ষক বইটি। সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা দিয়েছে, বইয়ের উৎপত্তি ও পরবর্তী ইতিহাসের নৈতিকভাবে বিতর্কিত প্রকৃতির কারণে তারা ওই মলাট খুলে নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই গ্রন্থাগারে ৯০ বছরেরও বেশি সময় ধরে রাখা ছিল বইটি। ১৮৮০-এর দশকে আর্সিন হুসে আত্মা ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবন নিয়ে মেডিটেশন বিষয়ক বই 'দে দেসতিনে দো লামো' লিখেছিলেন। তিনি বইটি তার ডাক্তার বন্ধু লুডোভিক বোল্যান্ডকে দিয়েছিলেন বলে কথিত আছে। তিনিই মানুষের চমড়া দিয়ে বইটি বাঁধাই করেছিলেন। প্রাকৃতিক কারণে মারা যাওয়া এক নারী রোগীর শরীরের চামড়া দিয়ে বইটি বাঁধাই করেছিলেন। ওই নারীর লাশের কেউ দাবিদার ছিল না। ১৯৩৪ সালে হার্ভার্ডে আনা হয় দে দেসতিনে দো লামে'। তখন এই বইয়ের সঙ্গে ছিল চিকিৎসক বুলান্ডের একটি চিরকুট। সেখানে লেখা ছিল, 'মানব আত্মা নিয়ে লেখা একটি বইয়ে মানব মলাট থাকাটাই উপযুক্ত।' বই থেকে খুলে নেওয়া মানব দেহাবশেষটির সম্মানজনক ব্যবস্থা করতে চায় বলেও জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এ ছাড়া অজ্ঞাত ওই নারীর জীবন নিয়েও গবেষণা করছে হাফটন লাইব্রেরি। বোল্যান্ড লিখেছিলেন, ষোড়শ শতাব্দী থেকে 'এনথ্রোপোডার্মিক' শব্দটি বেশ প্রচলিত, যার অর্থ হচ্ছে মানুষের চামড়া দিয়ে বইয়ের মলাট করা। ওই শতকে এর প্রচলন ছিল। তখন কেউ অপরাধ করলে তার চামড়ায় তা লিখে দেওয়া হতো। অনেক সময় কেউ কেউ মরে যাওয়ার পর তার চামড়া দিয়ে বইয়ের মলাট বানিয়ে তাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধও করে যেতেন। ১৯ শতকের অসংখ্য বিবরণ রয়েছে, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের মৃতদেহ বিজ্ঞানকে দান করা হয়েছিল। তাদের চামড়া পরে যারা বই বাঁধাই করে তাদের দেওয়া হয়েছিল। সূত্র : বিবিসি

কানাডিয়ান নারীদের প্রজনন হার ইতিহাসের সর্বনিম্নে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কানাডার প্রজনন হার ইতিহাসের সর্বনিম্নে পৌঁছেছে। প্রায় শতবর্ষ আগে স্ট্যাটিস্টিকস কানাডা এ বিষয়ে তথ্য সংরক্ষণ করতে শুরু করার পর বর্তমান হার সবার নিচে। সম্প্রতি প্রকাশিত সংস্থার সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০২২ সালে প্রতিজন নারীর সন্তান জন্মদানের হার কমে ১.৩৩ জনে দাঁড়িয়েছে, যা প্রতিস্থাপন স্তর প্রায় ২.১ এর চেয়ে অনেক কম। কানাডার জন্মহার ২০২১ সালের ১.৪৩ জন থেকে কমে গেছে এবং ২০09 সাল থেকে শুরু হওয়া সেই কমতে থাকার প্রবণতা অব্যাহত আছে।

স্ট্যাটিস্টিকস কানাডা বলছে, প্রতিটি প্রদেশ ও টেরিটোরিতে রেকর্ড পরিমাণে কমার প্রেক্ষিতে এটি সারা দেশের চিত্র।অন্টারিওর লন্ডনে অবস্থিত ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির কিংস কলেজের জনসংখ্যাতত্ত্ব বিষয়ের প্রফেসার ডন কের চলতি মাসের আরও আগের দিকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'মনে হচ্ছে কানাডা 'অতি নিম্ন' জন্মহার রয়েছে বলে চিহ্নিত করা যায় এমন দেশগুলোর সারিতে যোগ দিতে যাচ্ছে।' সংস্থার 'কানাডার জন্মহার ২০২১ থেকে ২০২২' শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয়, অনেক বেশি পরিবার সন্তান নেয়া বন্ধ রাখায় কানাডা অন্যান্য দেশের মতই জন্মহারের ক্ষেত্রে 'মহামারির রোলারকোস্টারে' চড়তে যাচ্ছে। রিপোর্টে বলা হয়, 'কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাব জনস্বাস্থ্যের সঙ্কট সৃষ্টি, পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক আঘাত হিসাবে দেখা দেওয়ায় এটা সম্ভব যে, জনগণের একটি অংশ সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে চরম অনিশ্চয়তার ওই সময়ে তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।'

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত সাংবাদিকের সংখ্যা বেড়ে ১৩৭

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :অবরুদ্ধ গাজার আল শিফা হাসপাতালের নিকট ইসরায়েলি হামলায় সাংবাদিক মোহাম্মদ আবু শাকিল নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার তার নিহতের মধ্য দিয়ে নিহত সাংবাদিকের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৩৭ জন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে। আল জাজিরার আরব প্রতিনিধি জানিয়েছেন, আল শিফা হাসপাতালের নিকট শাকিলকে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহি-নীরা। স্থানীয় রেডিও আল কুদস-এ কাজ করতেন তিনি। গাজা কর্তৃপক্ষের মিডিয়া কার্যালয়ের তথ্য বলছে, গত ৭ অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের চলমান সংঘাতে এ পর্যন্ত ১৩৭ সাংবাদিক প্রাণ হারিয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে আলুজাজিরা আরবির ক্যামেরাম্যান সামের আবুদাকাও রয়েছেন। এ ছাড়া এ সময় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় ৫০টির বেশি মিডিয়া কার্যালয় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে।

রাশিয়ার হামলায় ইউক্রেনের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মধ্য ও পশ্চিম ইউক্রেনে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এতে সেখানকার তাপ এবং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গতকাল শুক্রবারএই তথ্য জানিয়ে দেশটির বৃহত্তম পাওয়ার গ্রিড অপারেটর ইউক্রেনারগো। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে।টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপে ইউক্রেনারগো বলেছে, 'রাতে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে একটি ব্যাপক সম্মিলিত হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এতে মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলের তাপ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।' আঞ্চলিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ডিনিপ্রো শহরের কাছে কামিয়ানস্কে জেলার অবকাঠামোতে হামলা চালিয়েছে রুশ বাহিনী। এতে অন্তত একজন আহত হয়েছেন। ডিনিপ্রোপেট্রোভস্ক, পোলতাভা এবং চেরকাসি অঞ্চলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাগুলোতেও হামলা হওয়ার কথা জানিয়েছেন ইউক্রেনের জ্বালানি মন্ত্রী জার্মান গালুশচেঙ্কো। একটি ফেসবুক পোস্টে গালুশচেঙ্কো বলেছেন, 'বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থাগুলোকে ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্রের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছিল।' ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী বলেছে, তাদের বিমান বাহিনী এক রাতের মধ্যেই রাশিয়া ছোড়া ৩৯টি ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে ২৬টি এবং ৬০টি ড্রোনের মধ্যে ৫৮টিই ধ্বংস করেছে। তবে এই তথ্য স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করতে পারেনি রয়টার্স। ইউক্রেনীয় টেলিভিশনের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউক্রেনের আকাশে রাশিয়ান ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র দেখা গেছে। একইসঙ্গে ইভানো-ফ্রাঙ্কিভস্ক এবং খমেলনিটস্কি অঞ্চলের পাশাপাশি ডিনিপ্রো শহরে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।এদিকে, বৃহত্তম বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থা ডিটিইকেও তাদের তিনটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে হামলার কথা জানিয়েছে।

বিনোদন

মিমির প্রশংসায় পঞ্চমুখ অঙ্কুশ

বিনোদন ডেস্ক : অঙ্কুশ হাজরা এখন দারুণ ব্যস্ত তার আগামী ছবি মির্জার প্রচার নিয়ে। এটা তার প্রথম প্রযোজিত ছবি। আর সেই ছবির প্রচারে গিয়েই এবার অভিনেতা লোকসভা নির্বাচনসহ রাজনীতি ও নুসরাত জাহানকে নিয়ে কথা বলেছেন। এদিন সাংবাদিক তাকে যখন লোকসভা নির্বাচন এবং টালিউড থেকে যারা প্রার্থী হন তাদের প্রসঙ্গ তোলেন, তখন অঙ্কুশ সাফ জানিয়ে দেন, ওঅনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী আছেন, যারা স্টেজে উঠে খালি কাই কাই করে চ্যাঁচান। বলেন একে চাপকাবো, ওকে চাপকাবো। কিন্তু কাজে নবডঙ্কা। এরা পলিটিক্সের কিছু জানে না৺ এর পরই যখন ফের সোজাসুজিভাবে নুসরাত জাহানের নাম করেন, তখন অভিনেতা বলেন, ওভালো ইন্টারভিউ দিচ্ছি, আবার এসব নাম কেন? থাক না৺ এখান থেকেই বেশ বোঝা যায় যে অঙ্কুশ হাজরা তার একসময়ের সহকর্মীর ওপর বেজায় চটে আছেন। এদিন রাজনীতি নিয়ে অঙ্কুশ বলেন,ওকেউ কেউ আছেন যারা সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনীতিতে আসেন। আবার কেউ কেউ আছেন যারা কিছু বোঝেন না। কিছু না। খালি একটা অলটারনেটিভ ক্যারিয়ারের জন্য চলে যায়। আমি তো এদের অনেককেই বলেছিড় যে ইন্ডাস্ট্রি থেকে এসেছো, সেখানেই মাটি শক্ত হলো না; এর মধ্যে আবার অন্য পেশা। আমাদের পেশায় তো আর টাকা কম নয়, তাও যে কেন।

ঈদে আসছে আরিয়ানের ত্রিভুজ প্রেমের গল্প

এফএনএস বিনোদন ডেস্ক : ছোট পর্দার জনপ্রিয় নির্মাতা মিজানুর রহমান আরিয়ান ব্যস্ত এখন ওটিটি নিয়ে। তবে ঈদে তিনি আবারও ফিরছেন নাটকে। 'বড় ছেলে'খ্যাত এ নির্মাতা আনছেন ঈদে তাঁর একমাত্র নির্মাণ 'তখন যখন'। আরিয়ানের চিত্রনাট্য ও নির্মাণে বিশেষ এই নাটকটি তৈরি করেছে সিএমভি। এর প্রধান তিন চরিত্রে অভিনয় করেছেন জোভান, নিহা ও সাদিয়া আয়মান। যেখানে তাদের দেখা যাবে সহপাঠীর চরিত্রে। কাজটি প্রসঙ্গে মিজানুর রহমান আরিয়ান বলেন, 'এটা একটা লাভ ট্রায়াঙ্গেল। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ঢোকার আগে কোচিং করার একটা সময় আসে শিক্ষার্থীদের জীবনে। সেই সময়টাতে কোচিং ক্লাসের সুবাদে প্রেমেও পড়ে অনেকে। তেমনই একটি ত্রিভুজ প্রেমের গল্প এটি। বাকিটা আর বলছি না।' নির্মাতা জানান, এখন তিনি ব্যস্ত আছেন একটি ওয়েব সিরিজ ও ওয়েব সিনেমা নির্মাণ প্রক্রিয়া নিয়ে। তবে দর্শক প্রত্যাশার কথা ভেবে ঈদ উপহার হিসেবে নির্মাণ করেছেন 'তখন যখন'। এদিকে সিএমভি জানায়, 'তখন যখন' তাদের ঈদ আয়োজনের অন্যতম বিশেষ নির্মাণ। যা ঈদ আয়োজনে উন্মুক্ত হবে সিএমভি'র ইউটিউব চ্যানেলে।

আমায় কেন কারও স্ত্রীর পরিচয়ে পরিচিত হতে হবে: মিথিলা

বিনোদন ডেস্ক : মুক্তি পেতে চলেছে রাফিয়াত রশিদ মিথিলার নতুন ছব্তিও অভাগ্ন্ী। সেই ছবির প্রিমিয়ারের পাশাপাশি সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ওঅতি উত্তম ছবির প্রিমিয়ারের জন্য কলকাতায় রয়েছেন মিথিলা। সেখানে ওটিটি প্লেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মিথিলা বলেছেন, সৃজিতের সদ্য একটি ছবি মুক্তি পেয়েছে। অতি উত্তম ছবির প্রচারে বা সাক্ষাৎকারে ওকে কেউ আমার বিষয়ে, ওর বিবাহিত জীবনের বিষয়ে প্রশ্ন করেনি। কিন্তু আমায় করে। এই এক জিনিস মায়ার প্রমোশনের সময়ও হয়েছিল। বাংলাদেশেও সবাই সৃজিতকে ভারতের পরিচালক হিসেবে চেনে। আর আমি ওর স্ত্রী। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের। আমি আন্তর্জাতিক স্তরে কাজ করি, পিএইচডি করছি, অভিনেত্রীও। সেগুলো যথেষ্ট নয় আমার পরিচয়ের জন্য? আমায় কেন কারও স্ত্রীর পরিচয়ে পরিচিত হতে হবে? সৃজিত প্রসঙ্গে মিথিলা বলেন, সৃজিত আমাকে চমক দিতে কখনই ভোলে না। আমি উলুপির কথা জানতাম। কিন্তু এখন এসে দেখলাম একটা নয় ওর সঙ্গে আরও তিনটি বল পাইথন আছে৺ এদিন একই সঙ্গে তিনি জানান,ওসত্যি বলতেড় আমি পাইথন বা সাপের একেবারেই ভক্ত নই। তাই আমি নিশ্চিত নই যে গোটা বিষয়টায় আমি কেমন ফিল করতে চলেছি। কিন্তু আমি সৃজিতকে বাধাও দিইনি৺ সৃজিতের সঙ্গে কি ঝামেলা চলছে মিথিলারড় এমন প্রশ্নের জবাবে মিথিলা জানান।

বাংলাদেশে আসছেন আতিফ আসলাম

বিনোদন ডেস্ক : পাকিস্তানের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আতিফ আসলাম বাংলাদেশে আসবেন। ১১ বছর পর বাংলাদেশে আসতে চলেছেন এই জনপ্রিয় শিল্পী। গত বৃহস্পতিবার নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে এক পোস্টে নিজেই বিষয়টি জানিয়েছেন আতিফ। মাত্র ১২ সেকেন্ডের এক ভিডিও বার্তায় তিনি জানান, 'বাংলাদেশ, চলো একসঙ্গে সংগীত উপভোগ করি'। সেই পোস্টটি মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। হাজার লাইক আর মন্তব্য করেন ভক্তরা। যদিও আতিফ কবে বাংলাদেশে আসবেন, কোথায় করবেন শোড়সেসব কিছুই জানাননি। এর আগে একবার আতিফ আসলামের বাংলাদেশে আসার গুঞ্জন রটেছিল। ওই সময় স্টার বক্স নামের এক আয়োজক প্রতিষ্ঠান জানিয়েছিল, ২০২৪ সালে কনসার্ট করতে বাংলাদেশে আসবেন 'আদাত' শিল্পী। আতিফ আসলাম এর আগে ২০১৩ সালে বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পারফর্ম করতে ঢাকায় এসেছিলেন। দীর্ঘ ১১ বছর পর আবারো ঢাকায় পা রাখতে পারেন বলিউডের জনপ্রিয় গায়ক। চলতি বছরই তিনি সংগীত ক্যারিয়ারে ২০ বছর পূর্ণ করবেন।

ভারতে পর্নো তারকারা প্রচুর সম্মান পান কঙ্গনা

বিনোদন ডেস্ক : অভিনয়ের পর এবার রাজনীতির ময়দানে কঙ্গনা রানাউত। কঙ্গনার মোদি ভক্তি কারও অজানা নয়। দীর্ঘদিন ধরেই গেরুয়া শিবিরের জয়গান শোনা গেছে বলিউড কুইনের মুখে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে নিজের জন্মস্থান, হিমাচল প্রদেশের মান্ডি থেকে লড়বেন কঙ্গনা রানাউত। কঙ্গনার রাজনীতিতে যোগদান নিয়ে সরগরম নেটপাড়া। কঙ্গনাকে কুরুচিকর আক্রমণ করেছেন কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাথ। সুপ্রিয়ার 'যৌনকর্মী' মন্তব্যের পাল্টা জবাবও দেন অভিনেত্রী। তার পরেই ভাইরাল হয়, বছর কয়েক আগে কঙ্গনার দেওয়া এক সাক্ষাৎকার। যেখানে অভিনেত্রী তথা সেই সময় কংগ্রেসের মুখ উর্মিলা মাতন্ডকরকে 'সফট পর্নোস্টার' বলে কটাক্ষ করেছিলেন কঙ্গনা। সেই নিয়ে সাফাই দিলেন অভিনেত্রী। উর্মিলাকে নিয়ে নিজের পুরনো মন্তব্য প্রসঙ্গে কঙ্গনা বলেন, আমি কোনো কিছুকেই সমর্থন করছি না। এই অভিনেত্রীরা যদি তান্দুরি মুর্গি, আইটেম গার্ল, শিলা কি।

অন্তঃসত্ত্বা প্রসঙ্গে মুখ খুললেন পরিণীতি

বিনোদন ডেস্ক : কিছু দিন পরেই মুক্তি পাবে পরিণীতি চোপড়া অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত ছবি চমকিলা। সেই ছবির প্রচারে তুমুল ব্যস্ত তিনি। অভিনেত্রীকে গত বৃহস্পতিবার মুম্বাইতে একটি কালো পোশাকে ইভেন্টে অংশ নিতে দেখা গিয়েছিল। সেই ছবি এবং ভিডিওগুলো সামনে আসার পরেই নেটিজেনরা অনুমান করছেন যে অভিনেত্রী সন্তানসম্ভবা। আর তার পরই সমস্ত গুজবে পানি ঢেলে দিয়ে এদিন ইনস্টাগ্রামের স্টোরিতে পরিণীতি চোপড়া তার প্রতিক্রিয়া জানান। সেখানে তিনি হাসির একটি ইমোজিসহ লেখেনড় কাফতান ড্রেস মানেই গর্ভবতী! ওভারসাইজড টিশার্ট মানেই গর্ভবতী। ঢিলেঢালা কুর্তি মানেই গর্ভবতী। তবে চমকিলার ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠান নয় কেবল, কয়েক সপ্তাহ আগেও রটে গিয়েছিল যে পরিণীতি চোপড়া নাকি গর্ভবতী। কিছু দিন আগে হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পরিণীতির স্বামী রাঘব চাড্ডা জানিয়েছেন, গর্ভবতী হওয়ার খবরটা সত্য নয়। ও এখন বিভিন্ন শহরে দৌড়ে বেড়াচ্ছে কাজ এবং ব্যক্তি কিছু বিষয়ের জন্য। কে কী পোশাক পরছে, সেটা দেখে সে গর্ভবতী কিনা বোঝা যায় না।

আবারও এক হলেন আলিয়া-নওয়াজ

বিনোদন ডেস্ক : ভালোবেসে আলিয়া সিদ্দিকীকে বিয়ে করেন বলিউড অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী। এ দম্পতির এক কন্যা ও এক পুত্রসন্তান রয়েছে। কিন্তু পুত্রসন্তানের স্বীকৃতি না দেওয়া, স্ত্রীকে খাবার না দেওয়াসহ অসংখ্য অভিযোগ উঠে এই তারকা অভিনেতার বিরুদ্ধে। সব মিলিয়ে তাদের দাম্পত্য কলহ চরমে পৌঁছে; যা গড়ায় আদালত পর্যন্ত। এ নিয়ে গত বছর জুড়েই আলোচনায় ছিলেন এই দম্পতি। কাদা ছোড়াছুড়ির অবসান ঘটিয়ে ফের একসঙ্গে সংসার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আলিয়া-নওয়াজউদ্দিন। কয়েক দিন আগে ছির এ দম্পতির বিবাহবার্ষিকী। বিশেষ দিনটি তারা একসঙ্গে উদযাপন করেছেন। টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এসব তথ্য জানান আলিয়া সিদ্দিকী। তিক্ততা ভুলে সংসারে ফেরা প্রসঙ্গে আলিয়া সিদ্দিকী বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে, কিছু বিষয় আমার জীবন বদলে দিয়েছে। খারাপ জিনিসগুলো আমরা সবার সঙ্গে ভাগ করে নিই, তাহলে ভালোটাও ভাগ করে নেওয়া উচিত। নওয়াজ আমার সঙ্গে এবং আমাদের সন্তানদের সঙ্গে বিবাহবার্ষিকী উদযাপন করেছে।' নওয়াজের সঙ্গে কলহের কারণ ব্যাখ্যা করে আলিয়া সিদ্দিকী বলেন, 'আমি মনে করি, আমরা সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম, সেটা তৃতীয় ব্যক্তির কারণে। কিন্তু এখন আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি।' শান্তিপূর্ণভাবে একসঙ্গে সংসার করার কথা জানিয়ে আলিয়া বলেন, 'সন্তানদের কারণে আমরা আত্মসমর্পন করেছি। এখন আলাদা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ বাচ্চারা বড় হচ্ছে। নওয়াজ শোরার (কন্যা) খুব ঘনিষ্ঠ। যা ঘটেছে তার প্রভাব শোরার উপরে পড়েছে। সে এসব সহ্য করতে পারেনি।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত দক্ষিণের অভিনেতা নবীন

বিনোদন ডেস্ক : দক্ষিণের জনপ্রিয় অভিনেতা নবীন পলিশেট্টি আমেরিকায় সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। নবীনের টিম তাঁর এই দুর্ঘটনার খবর নিশ্চিত করেছে। তারা প্রকাশ করেছে যে অভিনেতার হাত ভেঙে গেছে। তবে বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন। জানা গেছে, অভিনেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে বাইক চালাচ্ছিলেন। সেই সময় তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং রাস্তায় পড়ে যান। নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেননি। ফলে নবীন একাধিক চোট পান। অভিনেতার হাত ভেঙে গেছে। বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

সিয়ামের জন্মদিনে পরীমণির আবেগঘন পোস্ট

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়ক সিয়াম আহমেদের জন্মদিন ছিলো গতকাল শুক্রবার। ৩৪ বছরে পদার্পণ করলেন সিয়াম। অভিনেতাকে জন্মদিনে শুভেচ্ছায় ভাসাচ্ছেন ভক্ত অনুরাগী থেকে শুরু করে তারকা সহকর্মীরাও। শুভেচ্ছায় ভাসালেন তাঁর পর্দার নায়িকা পরীমনিও। 'বিশ্বসুন্দরী' সিনেমায় প্রথম জুটি বেঁধেছিলেন তারা। সিয়ামের বিশেষ এই দিনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন পরী। এদিন নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে সিয়ামের সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে পরীমনি লিখেছেন, 'ডিয়ার সিয়াম আহমেদ, আমি সারা জীবন তোমাকে এই ছবিটা দিয়েই বার্থডে উইশ জানাব। এই ছবিটা আমাদের কাছে একটা সুন্দর মেমোরি। প্রতিবছর ঘুরে ঘুরে ঠিক এই দিনে ছবিটার দিকে তাকিয়ে আজকের মতোই ভাববো, আমরা বড় হচ্ছি! আমাদের বন্ধুত্ব দৃঢ় হচ্ছে, পারিবারিকভাবে সখ্যতা বাড়ছে।' নিজের দীর্ঘ স্ট্যাটাসে পরীমনি আরো লেখেন, 'আমরা দুজনেই বাবা-মা হয়েছি। এখন শুধু দারুণ দারুণ কাজ হবে। আমরা কাজেও অনেক বড় হবো দেখো ইনশাআল্লাহ। আমার দেখা একজন গোছানো মানুষ তুমি। জীবনে, সংসারে। দায়িত্ববান, সৎ, পরিশ্রমী একজন ভালো মানুষ। সুস্থতা নিয়ে অনেক আনন্দে বাঁচো। হ্যাপি বার্থডে।' সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরীমনি পোস্টটি শেয়ার করা মাত্রই সেটি ভাইরাল হয়ে যায়। ভক্তরা হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন মন্তব্যে সিয়ামকে শুভেচ্ছা জানাতে।

আশাশুনির চেউটিয়া জলমহল পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক

আশাশুনি, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : আশাশুনি উপজেলার চেউটিয়া জলমহল পরিদর্শন করেছেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কাজী আরিফুর রহমান। বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ) বেলা ১১ টায় তিনি জলমহলটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কাজী আরিফুর রহমান স্থানীয়দের অভিযোগ শুনেন এবং সবিস্তর অনুধাবন করেন। সার্বিক অবস্থা বুঝে তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বস্ত করেন। এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ রনি আলম নূর, ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শাহানেওয়াজ ডালিম, সার্ভেয়ার মো এমদাদুর রহমান তারেক, ইউনিয়ন ভূমি সরকারি কর্মকর্তা আব্দুল হাই, খাজরা ইউপি সদস্যগণ ও সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য চেউটিয়া জলমহল এর ইজারাকৃত ১২০ একর জমির খালে নেট পাটা দিয়ে পানি নিষ্কাশনে প্রতিবন্ধীকতা সৃষ্টির ব্যাপারে স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব।

আশাশুনিতে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা বিষয়ক এডভোকেসী সভা

আশাশুনি, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : আশাশুনিতে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের একিভুত শিক্ষা বিষয়ক এডভোকেসী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বহস্পতিবার সকালে আশাশুনি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনে আইডিয়ালের আয়াজনে ও লিলিয়ন ফন্ডস এর অর্থায়নে এডভোকেসী অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আইডিয়ালের পরিচালক ডাঃ নজরুল ইসলাম। সভায় বক্তব্য রাখন, সমাজসেবা কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার স্বপন কুমার বর্মন, সহকারী শিক্ষা অফিসার আব্দুর রকিব, আবু সেলিম, মোস্তাফিজুর রহমান, প্রেসক্লাব সভাপতি জিএম আল ফারুক, সেক্রেটারী এসকে হাসান, আশাশুনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাজহারুল ইসলাম মুকুল, আশাশুনি আলিয়া মাদরাসার সুপার ড. আবুল হাসান, প্রধান শিক্ষক শরিফা খাতুন, শাকিলা খানম, সীমা রানী মল্লিক, সরাপপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম কিবরিয়া প্রমুখ। সভায় আইডিয়ালের কর্মকর্তা সুব্রত বিশ্বাস মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যম প্রকল্প উপস্থাপন করেন। সভায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদর কোচিং ফি প্রদান, উপকরণ বিতরণ এবং ফিজিও থেরাপীর ব্যবস্থা, বিভিন্ন গ্রুপ গঠন, এছাড়া আয় বদ্ধিমূলক তহবিল সংগ্রহ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয় আলোচনা করা হয়।

আনুলিয়ায় রাস্তার ইট তুলে বিক্রির অভিযোগ

আশাশুনি, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : আশাশুনি উপজলার আনুলিয়ায় সরকারি রাস্তায় ইট তুল বিক্রয়ের অভিযাগ উঠেছে স্থানীয় ইউপি সদস্য আলাউদ্দীন গাজীর বিরুদ্ধে। অভিযোগে প্রকাশ, হাজরাখালী খেয়াঘাট (বিছট) হতে নয়াখালী মসজিদ গামী প্রায় ১.৫ কি:মি: রাস্তা নয়াখালী গ্রামের মানুষের চলাচলের জন্য সাবেক ইউপি চয়ারম্যান আলমগীর আলম লিটনর সময় নির্মাণ করা হয়েছিল। রাস্তাটি পানি উনয়ন বোর্ডের বেড়ী বাধ হওয়ায় পুনরায় রাস্তাটি সংস্কার করার জন্য মাটির কাজ শুরু করেছে পানি উন্নয়ন বার্ড। ডাবল ইটের ১০ফুট প্রস্থ ১.৫ কি:মি রাস্তা নির্মাণর সময় প্রায় ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ইট ব্যবহার করা হয়েছিল বলে স্থানীয়রা সহ নির্মাণ কাজের সাথে সংশ্লিষ্টরা জানান। নয়াখালী গ্রামের প্রায় বাড়ীতে দেখা মিলছে উক্ত রাস্তার ইটের। নয়াখালী গ্রামর রইচ উদ্দীন সরদার এর পুত্র সালাম সরদার, খালেক শেখের পুত্র কবির শেখ, ইমদাদুল শেখ, নজরুল ইসলাম, শেখ মিনারুল, শেখ খোকন শেখ, মনির শেখ, এছাক শেখ রবিউল সহ স্থানীয়দের বাড়ীতে গেলে রাস্তার ইট তাদের বাড়ীতে ২ থেকে ৫ হাজার পর্যন্ত ইট রাখা দেখা যায়। কিছু ইট মসজিদের সামনে রাখা আছে। তব সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে কেউ নাম প্রকাশ করতে ইচ্ছুক না হলেও ইট কেন তাদের বাড়ীতে জানতে চাইলে নারীপুরুষ সকলে সাংবাদিকদের জানান, তারা হাজার প্রতি ৭ হাজার টাকা করে স্থানীয় ইউপি সদস্য (মম্বর) আলাউদ্দীনের নিকট হতে ক্রয় করেছেন বলে স্বীকার করেন। স্থানীয়দের অভিযাগ একজন মেম্বর উক্ত ইট গুলো সংরক্ষণ করবে তা তিনি না করে ইট বিক্রয় করে আত্মসাৎ করেছেন। এঘটনায় ইউপি সদস্য আলাউদ্দীনর নিকট ইট বিক্রয় বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি প্রথমে সাংবাদিকদের সাথে অস্বীকার করলেও পরবর্তীত তিনি ৭০ হাজার টাকার মত ইট বিক্রয়ের কথা স্বীকার করেন। এ ঘটনায় উপজলা নির্বাহী অফিসার মো: রনি আলম নূর এর নিকট জানতে চাইল তিনি জানান, একটি অভিযোগ পেয়েছি বিষয়টি তদারকি করে যত দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জবে বলে তিনি জানান।

তিস্তার চরে গম কাটছেন এই চাষি। চুষমাড়া, কাউনিয়া, রংপুর।

বেনাপোল কাস্টমসে সংস্কারমূলক আইন প্রনোয়নে বেড়েছে রাজস্ব আয়

বেনাপোল, যশোর প্রতিনিধি : বেনাপোল কাস্টমস হাউসে রাজস্ব ফাঁকি রোধে ব্যপক কড়াকড়ি ও সংস্কারমূলক নতুন নতুন আইন প্রনোয়ন করায় গত অর্থ বছরের তুলনায় চলতি অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৭৫ কোটি টাকার রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে গিয়ে দাড়িয়েছে ১১.৮৮% । অসাধু আমদানিকারকরা পালিয়েছে এই বন্দর ছেড়ে। কাস্টমস সুত্র জানায়, গত ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারী রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৪ হাজার ১৪৩ কোটি টাকা। রজিস্ব আদায় হয়েছে ৪ হাজার ২১৮.৭৪ কোটি টাকা। ৭৫ কোটি টাকার রাজস্ব আয় বেড়েছে। এ পর্যন্ত মোট ১০ টি আইটেমের পণ্য চালান থেকে ১ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি ধরা পড়েছে। রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগে ২ কোটি ২৫ লাখ টাকার জরিমানা আদায় করেছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। বেনাপোল বন্দর দিয়ে দু'দেশের মধ্যে আমদানি-রফতানি বাণিজ্যে গতিশীলতা, দ্রুত পণ্য খালাশ ও রাজস্ব ফাঁকি রোধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে বেনাপোল কাস্টমস কমিশনার আব্দুল হাকিম। বেনাপেল বন্দর ব্যবহারকারী সিএন্ডএফ এজেন্টস ও কাস্টমস কর্মকর্তাদের সাথে একাধিক বৈঠকে রাজস্ব ফাঁকি রোধে কঠোর অবস্থানের কথা জানান দেন বেনাপোল কাস্টমস হাউসের কমিশনার। জিরো টলারেন্স নীতিতে চলছে বেনাপোল কাস্টমস হাউসের রাজস্বআদায়ের কার্যক্রম। কাস্টমস হাউসের যুগ্ন কমিশনার-১ মো: হাফিজুল ইসলাম জানান, গত ২০২২-২৩ অর্থ বছরে শুধুমাত্র ১০টি আইটেমের পন্য চালান থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাজস্ব আয় হয়েছিল ১ হাজার ২৫২.২১ কোটি টাকা। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ১০টি আইটেমের পন্যচালান থেকে রাজস্ব আয় হয়েছে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ১ হাজার ৬৬৭.২৫ কোটি টাকা। ৪১৫.১৪ কোটি টাকার রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজস্ব ফাঁকির সাথে জড়িত আমদানিকারক ও সিএন্ডএফ এজেন্টদের কালো তালিকাভুক্ত করে তাদের পণ্য চালান শতভাগ কায়িক পরীক্ষা করা হচ্ছে। আর যাদের বিরুদ্ধে রাজস্ব ফাঁকির কোনো অভিযোগ নেই তাদের পণ্যচালান কম্পিউটারের সিলেকশনে ইয়ালো হয়ে কোনো পরীক্ষা ছাড়াই খালাশ দেয়া হবে। কেমিকেল জাতীয় পণ্যচালান কেমিকেল ল্যাবে পরীক্ষা করার পর ফলাফলের ভিত্তিতে শুল্কায়ন করে খালাশ দেয়া হচ্ছে। বন্দরে ওয়েইং স্কেলের ওজনের ভিত্তিতে পণ্যের শুল্কায়নের বিষয়ে বলা হয়, বন্দরে স্কেলগুলোতে বর্তমানে তেমন কোন জটিলতা নেই। কঠোরভাবে তদারকি করা হচ্ছে ওয়েইং স্কেলএটিকে পুঁজি করে স্বার্থ হাসিলের কোন সুযোগ নেই বলে জানান যুগ্ন কমিশনার মো: হাফিজুল ইসলাম। বেনাপোল কাস্টমস সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশনের সভাপতি আলহাজ্ব শামছুর রহমান জানান, বর্তমান কমিশনার মো: আব্দুল হাকিম, যুগ্ন কমিশনার মো: হাফিজুল ইসলাম ও শাফায়েত হোসেন অতীতের তুলনায় ব্যাপক কড়াকড়ি আরোপ করায় সুবিধাভোগী আমদানিকারকরা বেনাপোল বন্দর ছেড়ে চলে গেছে অণ্য বন্দরে। বেনাপোলের ন্যায় অণ্যন্য বন্দরেও কড়াকড়ি করতে হবে। তা না হলে ব্যবসায়ী-রা এ বন্দর থেকে মুখ ঘুড়িয়ে নেবে। বেনাপোল কাস্টমস কমিশনার আব্দুল হাকিম জানান।

কয়রায় পতিত জমিতে বিনাচাষে রসুন উৎপাদন

কয়রা, খুলনা প্রতিনিধি : কয়রা উপজেলার উত্তর বেদকাশী ইউনিয়ন বতুল বাজার গ্রামের রাস্তা দিয়ে গেলে যেকাহারোর নজরে পড়বে চতুরপার্শ্বে বিরাণ ভূমি। সেই বিরাণ ভূমির ভিতরে জেগে আছে বিনা চাষে আলু, রসুন, সূর্য মূখী ভুট্টার গাছ। এই জমিতে আগে কখনো কোন চাষাবাদ হতোনা। কারণ জমিতে জো আসে মধ্য জানুয়ারিতে তখন কোন ফসল লাগানো যায় না। এজন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট সরেজমিন গবেষণা বিভাগ দৌলতপুর খুলনার উদ্যোগে এসিআইএআর প্রকল্পের মাধ্যমে বীজ, সার, কিটনাশক দিয়ে ডিসেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহে বিনাচাষে ফসল গুলো লাগানোর উদ্যোগ নেয়। এখন মাঠটি পুরাপুরি সবুজ। ঐ গ্রামের কৃষক আলাউদ্দীনের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, তার এই জমি খালি পড়ে থাকত। সেই জমিতে তিনি বিনাচাষে আলু, রসুন, সূর্য মুখি চাষ করেছে। সে এক বিঘা জমিতে প্রায় ২৫/৩০ মন রসুন পাবে বলে আশা করছে। যার আনুমানিক মুল্য ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। তার মতে অন্যকোন ফসল চাষ করে পাওয়া সম্ভব নয়। তার দাবি সে যেন আগামী বছর সে যেন আরও বেশি বেশি সহযোগিতা পেতে পারে। তার খেত দেখতে আসে প্রতিদিন অনেক কৃষক। তারাও আগামীতে এধরনের কাষাবদ করবে বলে জানিয়েছে। বতুল বাজার গ্রামের কৃষক আল মামুন সানা বলেন, তার গ্রামের অধিকাংশ বিল পতিত অবস্থায় পড়ে থাকতো। এখন সেই বিলে ১২ বিঘা জমিতে স্থানীয় কৃষকরা ফসল চাষ করে সফল হয়েছি। সেই সাথে কৃষি গবেষণার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাদের সহযোগিতায় এটা করা সম্ভব হয়েছে। আগামী বছর আরও বেশি আলু, রসুনের বীজ বেশি পাই সেই দাবী জানাই। সরেজমিন কৃষি বিভঅগের বৈজ্ঞানকি সহকারী মোঃ জাহিদ হাসান বলেনন এ বছর আমরা বিনাচাষে আলু, রসুন ও ডিবলিং পদ্ধতীতে সূর্যমুখী ও ভুট্টা চাষ করতে কৃষকদের উৎসাহিত করেছি। এর ভিতর আলু, রসুন ও সূর্য মুখী বেশি ভাল হয়েছে। কৃষকদের রোপন করা থেকে শুরু করে সার্বক্ষনিক সেবা দিয়ে যাচ্ছি। আশা করি তারা ভালই লাভবান হবে। সরেজমিন গবেষণা বিভাগ খুলনার উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ কামরুল ইসলাম বলেন দক্ষিণাঞ্চলে জমিতে জো আসে দেরিতে। এজন্য হাজার হাজার বিঘা জমি পতিত হয়ে পড়ে থাকে। সে জন্য আমরা বিনা চাষে ফসল গুলো উৎপাদন করার জন্য এই এলাকা বেছে নিয়েছি। এতে করে আমরা সফলতা অর্জন করতে পেরেছি। সরেজমিন গবেষণা বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ হারুনর রশিদ বলেন, আমরা বিনা চাষে আলু, রসুন, সূর্যমুখী, ভুট্টা চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করেছি।

মোল্লাহাটে আইন-শৃঙ্খলা সহ বিভিন্ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মোল্লাহাট, বাগেরহাট প্রতিনিধি : বাগেরহাটের মোল্লাহাটে উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটি সহ বিভিন্ন কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে পর্যায় ক্রমে এ সকল সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শোভন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান শাহীনুল আলম ছানা। উপস্থিত ছিলেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) তাহমিনা সুলতানা নীলা, থানা অফিসার ইনচার্জ এস, এম আশরাফুল আলম, ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ সেলিম মোল্লা ও রুবিয়া বেগম, অধ্যক্ষ এল জাকির হোসেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অনিমেষ বালা, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ আব্দুস সালাম, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আশাদুজ্জামান শুভ, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোস্তাফিজুর রহমান বিশ্বাস, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রুনিয়া আখতার, প্রেসক্লাব মোল্লাহাটের সাধারণ সম্পাদক এম এম মফিজুর রহমান, ইউপি চেয়ারম্যান শিকদার উজির আলী, মোঃ মিজানুর রহমান মোল্লা, শেখ রফিকুল ইসলাম, নির্বাচন কর্মকর্তা ইসহাক, সাংবাদিক আবদুল্লাহ ফারুক প্রমূখ। যে সকল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় সেগুলো হলো; উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটি, উপজেলা ইনোভেশন, সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ, উপজেলা চোরাচালান প্রতিরোধ, নারী ও শিশু পাচার রোধে ডধঃপয উড়ম , মানব পাচার প্রতিরোধ, উপজেলা যৌতুক বিরোধী, উপজেলা ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যে রাসায়নিক দ্রব্য ও ভেজাল মিশ্রণ নিরোধ অভিযানের সার্বিক কার্যক্রমের সমন্বয় ও তদারকি, শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ, উপজেলা আইসিটি ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি।

নদীতে গোসল করতে গিয়ে বজ্রপাতে কিশোরের মৃত্যু

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় নদীতে গোসল সময় বজ্রপাতে এক কিশোরে মৃত্যু হয়েছে। নিহত কিশোরের নাম শাহেদ (১৪)। সে গজারিয়া উপজেলার চর বাউশিয়া বড় কান্দি গ্রামের মোশারফ মিয়ার ছেলে বলে জানা গেছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহতের স্বজনদের সাথে কথা বলে জানা যায়, বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ) বিকাল চারটার দিকে চরবাউশিয়া বড় কান্দি গ্রাম সংলগ্ন গোমতী নদীতে বন্ধুদের সাথে গোসল করতে যায় শাহেদ। সে সময় হঠাৎ করে বজ্রসহ বৃষ্টি শুরু হলে বজ্রপাতে মারা যায় সে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্র জানা গেছে, বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে তাদের হাসপাতালে শাহেদকে নিয়ে আসা হয়।

বাংলাদেশ কেমিস্টস এন্ড ড্রাগিস্টস সমিতির ইফতার মাহফিল

সৈয়দপুর, নীলফামারী প্রতিনিধি : বাংলাদেশ কেমিস্টস এন্ড ড্রাগিস্টস সমিতি সৈয়দপুর উপ শাখা কার্যকরী নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। ওই কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহ-ফিল। ২৭ মার্চ শহরের অদুরে সুলতান নগর এলাকার ড্রীম প্লাস হোটেলের চতুর্থ তলায় ওই ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন ছিল। ইফতারের পুর্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম মোস্তফা। এতে বক্তব্য বলেন,সিনিয়র সহসভাপতি মোঃ এজাজ আহমেদ, সহ সভাপতি মোঃ জাহানুর ইসলাম, সহসভাপতি মোঃ নাজমুল হক, সদস্য যথাক্রমে ডাঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন, মোঃ আতাহার হোসেন বাদশা,মোঃ হেদাকত আলী।

গরমে শীতল হতে পুকুরে দুরন্তপনায় মেতেছে শিশু-কিশোরেরা। দ্বীপচর, পাবনা।

বকশীগঞ্জে সাব রেজিস্ট্রারের ওপর হামলা মামলায় গ্রেপ্তার ১

বকশীগঞ্জ, জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার সাব রেজিস্ট্রি অফিসের নিজ এজলাসে হামলা চেষ্টার শিকার হন সাব রেজিস্ট্রার আব্দুর রহমান মোহাম্মদ তামিম। এসময় হামলাকারীরা এজলাসে থাকা দলিল, দলিলের অবিকল নকল, ৫২ ধারার রশিদসহ দাপ্তরিক কাগজ পত্র ছিড়ে ফেলার ঘটনা ঘটে। এঘটনার অভিযোগে বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ) দুপুর সাড়ে তিনটার দিকে উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের সামনে থেকে দলিল লেখক ইলিয়াস আলী কে গ্রেপ্তার করেছে বকশীগঞ্জ থানার পুলিশ। বুধবার (২৭ মার্চ) বিকেলে ৩টায় অফিস চলাকালীন সময়ে সাব রেজিস্ট্রার আব্দুর রহমান মোহাম্মদ তামিমের ওপর হামলা চেষ্টা ও দলিল পত্র তছরুপের ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় সাব-রেজিস্ট্রার নিজেই বাদী হয়ে ওই দিন রাতেই বকশীগঞ্জ থানায় ৭ জন নামীয় ও ১০ থেকে ১৫ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামী করে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ সূত্রে জানা যায়,বকশীগঞ্জ সাব-রেজিস্ট্রার আব্দুর রহমান মোহাম্মদ তামিম এজলাসে দলিল রেজিস্ট্রি সময় দেওয়াগঞ্জের সাপমারী কলেজ পাড়ার মোঃ ইদ্রিস আলীর স্ত্রী রেহেনা বেগম (৪৬) দাতা হিসাবে দলিল লেখক মোঃ শহীদুল্লাহ কর্তৃক একটি হেবা ঘোষণার দলিল এজলাসে উপস্থাপন করেন। দাতার শুনানিকালে দাতা স্বীকার করেন যে, সমুদয় টাকা বুঝিয়া পেয়েছে এখন বকশীগঞ্জ চরকাউরিয়া চন্দেরবন তিনানীপাড়া মোঃ আলমগীর হোসেনের স্ত্রী তার বোন রুবিনা আক্তার (৪৫)কে দান করবেন।এসময় সাব রেজিস্ট্রার বলেন টাকা বুঝিয়া পাইলে সেটা দান পত্র হয় না, সাব কবলা করতে হয়। দলিল হেবা করিলে সরকার রাজস্ব পায় মাত্র ২,০১০/- টাকা। অপরদিকে সাব কবলা করলে সরকার রাজস্ব পায় প্রায় চার লক্ষ টাকার উপরে।একই দলিল খন্দকার মোহাম্মদ আলী হাসান (৬০), আমার এজলাসে দাখিল করেন। আমি আবার দলিল দাতার শুনানী করলে আগের মতই টাকা বুঝিয়া পাইছেন মর্মে স্বীকার করেন। এসময় তিনি দলিল টা করার জন্য জোরাজুরি করেন। সাব রেজিস্ট্রার তাহাকে বুঝায় যে, সরকার আপনাকে লাইসেন্স প্রদান করেছেন সরকারী রাজস্ব আদায়ের সাহায্য করার জন্য আপনি কেন সরকারের রাজস্বের ক্ষতি করতে চাচ্ছেন।

কালীগঞ্জে ক্যাপসিকামে বাম্পার ফলন তবুও হতাশায় কৃষক

কালীগঞ্জ,ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহ কালীগঞ্জে বাণিজ্যিক ভাবে ক্যাপসিকাম চাষ করে ভালো ফলন পেয়েছেন কিন্তুবিক্রি করতে না পারায় ক্যাপসিকাম খেতেই পচে যাওয়ায় হতাশায় দিন কাটছে এই কৃষকের। ক্যাপসিকাম। যার উৎপত্তিস্থল আমেরিকাতে। সেই বিদেশি ক্যাপসিকামের চাষ করে সফল হয়েছেন কৃষক রফিকুল ইসলাম। ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার শাহপুর গ্রামের ১৫ শতক জমিতে ক্যাপসিকামের চাষ করেছেন তিনি। তার গাছের ক্যাপসিকাম গুলো দারুণ তরতাজা। প্রতিটি গাছে ক্যাপসিকামও ধরেছে প্রচুর পরিমাণে। ক্যাপসিকাম চাষ করে সফল হলেও মুখে হাসি নেই কৃষক রফিকুলের। কারণ ক্যাপসিকামের স্থানীয় কোনো বাজার গড়ে উঠেনি। অনেকে এটা কীভাবে খেতে হয় সেটাও জানেন না। আর স্থানীয় বাজারেও ক্যাপসিকাম বিক্রি হচ্ছে না। কৃষক রফিকুল ইসলাম জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে লাউ, পেঁপে, কুমড়া, তরমুজ, ড্রাগন, আখসহ বিভিন্ন ফল ও ফসলের চাষ করে আসছেন। নতুন ফল ফসল চাষে তার অনেক আগ্রহে রয়েছে। সেই আগ্রহ থেকে তিনি এবার ১৫ শতক জমিতে ক্যাপসিকাম চাষ করেছেন। তিনি আগে জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করে মাটি ঠিক করতে হয়। এরপর মালিচিং বেড তৈরি করে চারা লাগাতে হয়। ক্যাপসিকামের চারা লাগানোর ৬০ থেকে ৭০ দিনের মাথায় ফলন পাওয়া যায়। মালচিং পদ্ধতিতে চাষ করলে গাছ ভালো থাকে এবং পানি দিলে তা দীর্ঘক্ষণ থাকে। প্রতিটি গাছে গড়ে দুই থেকে তিন কেজি করে ক্যাপসিকাম ধরে। চারা লাগানোর ৭০-৮০ দিনের মধ্যে ফল বিক্রি করা সম্ভব। ১৫ শতক জমিতে তার সেচ, সার কীটনাশক, পরিচর্যাসহ খরচ হয়েছে ৩০ হাজার টাকা। ইতোমধ্যে তিনি জমিতে ৬০ টাকা কেজি দরে ৫০০ কেজি ক্যাপসিকাম বিক্রি করেছেন। এছাড়া ক্ষেতে এখনও ২ হাজার কেজির বেশি ক্যাপসিকাম ধরে আছে। রফিকুল ইসলাম বলেন, বিদেশি ফসল চাষ করে যখন ফল দেখতে পেলাম তখন আনন্দে মনটা ভরে গিয়েছিল।

মাধবপুর প্রেসক্লাবের ইফতার ও দোয়া মাহফিল

মাধবপুর, হবিগঞ্জ প্রতিনিধি : হবিগঞ্জের মাধবপুর প্রেসক্লাবের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার ক্লাবের কার্যালয়ে এ ইফতার ও দোয়া মাহ-ফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইফতার ও দোয়া মাহফিলে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মজিব উদ্দিন তালুকদার ওয়াসিম, উপজেলা প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাকির হোসেন, পুলিশ ইন্সপেক্টর মোস্ড়াফিজুর রহমান, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আজিজ, সাবেক প্রধান শিক্ষক সাইফুল হক মির্জা, বিআরডিবির চেয়াররম্যান হুমায়ুন কবির, প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি মোঃ আলাউদ্দিন আল রনি, রোকনউদ্দিন লস্কর, শংকর পাল সুমন।

শ্রীমঙ্গলে করলা চাষে বিপ্লব, প্রতিদিন উত্তোলন হচ্ছে ১২-১৩ টন

শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : শ্রীমঙ্গল উপজেলার আশীদ্রোন ইউনিয়নের একটি গ্রাম পারেরটং । গ্রামটি নিরাপদ সবজি গ্রাম হিসেবে ইতোমধ্যে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। একে অনেকে 'করলা গ্রাম' বলেও ডেকে থাকেন। ইতোমধ্যে এই গ্রামের সবজি কৃষকরা সবজি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। প্রতিদিন এ সবজি গ্রাম থেকে এখন উত্তোলন হচ্ছে ১২-১৩ টন করলা। শুধু করলা নয়। সারাবছর কোন না কোন সবজি উৎপাদন হচ্ছে এ গ্রামে। এরমধ্যে রয়েছে-চালকুমড়া, শসা, আলু, ঝিংগা, চিচিঙ্গা, লাউ, বরবটি প্রভৃতি। এছাড়াও মাচার নীচে চাষ হয় ধনিয়া, ডাটা, লালশাক, ঢেড়স প্রভৃতি। কৃষকরা জানান, এ গ্রামের উৎপাদিত সব সবজি নিরাপদ। অর্থাৎ বিষমুক্ত। কৃষি অফিসের পরামর্শ অনুযায়ী তারা রোগ-বালাই, পোকামাকড় দমনে ব্যবহার করেন সেক্স ফেরোমেন, হলুদ ট্যাপ, জৈবিক বালাইনাশক। কৃষি অফিস সুত্র জানান, পারেরটং গ্রামে ৪০ হেক্টর বা ৩০০ বিঘা জমিতে সবজি চাষ হচ্ছে। সবজি চাষ করে এ গ্রামের প্রায় সব চাষী স্বাবলম্বি হয়েছেন। এছাড়াও এ গ্রামের পুরুষ- মহিলা মিলে মোট ৩০০ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পারেরটং গ্রামের সবজি চাষী নাজমুল হাসান জানান, তিনি এবার ৬০ শতক জমিতে করলা চাষ করেছেন ৪ মাস আগে। প্রতি বিঘা করলা চাষে সার, বীজ, বাঁশ, মাচা, সুতা ইত্যাদিতে তার খরচ হয়েছে ৭০ হাজার টাকা। তিনি প্রায় দেড়লাখ টাকার করলা বিক্রি করতে পারবেন বলে জানান। তিনি আরো জানান, এ গ্রামে প্রায়।

মেলান্দহে গণ ইফতারের আয়োজন

মেলান্দহ, জামালপুর) প্রতিনিধি : জামালপুরের মেলান্দহে গণ ইফতারের আয়োজন করেছেন শিল্পপতি ইঞ্জিনিয়ার দৌলতুজ্জামান আনছারী। ২৮ মার্চ সন্ধ্যায় ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের ছবিলাপুর নিজ গ্রামে এই গণ ইফতারের আয়োন করেন। তিনি জাতীয় পার্টি সেন্ট্রাল কমিটির সহসভাপতি, উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি থাকাকালে মেলান্দহ-মাদারগঞ্জ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টার স্বাক্ষর জালিয়াতির মামলায় চেয়ারম্যান কারাগারে

পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমানের স্বাক্ষর জাল করার মামলায় কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ার বর্তমান উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. রফিকুল ইসলাম রেনুকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এর আগে তার বিরুদ্ধে ওই মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল আদালত। গত বুধবার (২৭ মার্চ) ঢাকা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-৮ এ আত্মসমর্পন করলে তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত। মামলার বিবরণ সূত্রে জানা যায়, ঢাকার একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এলিট আয়রন অ্যান্ড স্টিল জিপি শিট লিমিটেড উত্তরা ব্যাংক থেকে দুই কোটি পাঁচ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিল। ওই ঋণ মওকুফ করে দেওয়ার কথা বলে পাকুন্দিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম রেনু কোম্পানির কাছ থেকে ৩৫ লাখ টাকা নেন। এরপর তিনি প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমানের স্বাক্ষর জাল করে ঋণ মওকুফের জন্য উত্তরা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) বরাবর একটি চিঠি ইস্যু করেন। চিঠিতে ড. মসিউর রহমানের জায়গায় ডা. মশিউর রহমান লেখায় উত্তরা ব্যাংকের এমডির বিষয়টি সন্দেহ হয়। পরে তিনি চিঠিটি যাচাইয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠান। সেখানে প্রমাণিত হয় যে, এমন কোনো চিঠি ইস্যু করা হয়নি। এ ঘটনায় সহকারী পুলিশ সুপার ফজলুল করিম ২০১২ সালের ২৬ এপ্রিল ঢাকার বংশাল থানায় একটি মামলা করেন। মামলায় একই কর্মকর্তা ২০১৩ সালের ৬ অক্টোবর মো. রফিকুল ইসলাম রেনুসহ ছয়জনকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার অপর আসামিরা হলেন-মেসার্স এলিট আয়রন অ্যান্ড স্টিল জিপি শিট লিমিডেট পরিচালক মো. মোশাররফ হোসেন, চেয়ারম্যান মো. আলী হোসেন।

ঈদ উপলক্ষে তৈরি করা সেমাই শুকাতে দিয়েছেন জরিমন বেগম। স্থানীয় ভাষায় এই সেমাইকে বলে চাপা সেমাই। প্রতি কেজি ১০০ টাকা দরে বিক্রি করবেন তিনি। বল্লভবিষু, কাউনিয়া, রংপুর।

গফরগাঁওয়ে ৫ শতাধিক অসচ্ছল পরিবার পেল ঈদ খাদ্যসামগ্রী

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে ৫ শতাধিক এতিম শিক্ষার্থী, প্রতিবন্ধী, দুস্থ ও অসচ্ছল পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার হিসেবে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার (২৯ মার্চ) দুপুরে কাতার চ্যারিটি সংস্থার উদ্যোগে এবং লামকাইন হোসেন আলী- জাহেদা খাতুন এতিমখানার আয়োজনে এতিমখানার প্রাঙ্গণে অসহায়দের হাতে ঈদ খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন এতিমখানার পরিচালক মোঃ সাইফুর রহমান প্রবাল। এই খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে সুগন্ধি চাল, চিনি, সেমাই, সয়াবিন তেল, লবন ও গুড়া দুধ। এ সময় কাতার চ্যারিটি সংস্থার মিডিয়া প্রতিনিধি মঈন, অফিস প্রতিনিধি ফারুক আহমেদ সহ স্থানীয় যুবক ও মুরব্বিগণ উপস্থিত ছিলেন। এতিমখানা পরিচালক মোঃ সাইফুর রহমান প্রবাল বলেন, প্রতি বছরের ন্যায় এবারো এলাকায় অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ঈদ উপহার এসব খাদ্যসামগ্রী বিতরণ।

লেভারকুজেনকেই লিগ চ্যাম্পিয়ন দেখছেন বায়ার্ন কিংবদন্তি

স্পোর্টস ডেস্ক : লিগের ম্যাচ বাকি আছে এখনও আট রাউন্ড। তবে পয়েন্ট তালিকায় তাকিয়ে লিগ শেষের সম্ভাব্য ছবিটা এখনই দেখতে পাচ্ছেন ফিলিপ লাম। বায়ার্ন মিউনিখ কিংবদন্তির মতে, বুন্ডেসলিগার শিরোপা এবার বায়ার লেভারকুজেনই জিতবে। তাতে খুব অখুশি নন সাবেক এই ডিফেন্ডার। বায়ার্ন ছাড়া অন্য কোনো দল ট্রফি জিতলে এই লিগের জন্যই তা ভালো হবে বলে মনে করেন বায়ার্নের সাবেক অধিনায়ক। বুন্ডেসলিগার পয়েন্ট তালিকার যা অবস্থা, তাতে লামের সঙ্গে দ্বিমত করার লোক এই মুহূর্তে তেমন কেউ আছে বলে মনে হয় না। লেভারকুজেনের ইতিহাস গড়া এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার বলেই ধারণা করা যায়। নিজেদের প্রায় ১২০ বছরের ইতিহাসে কখনোই লিগ শিরোপা জিততে পারেনি লেভারকুজেন। গত ২০ বছরে স্রেফ একবার রানার্স আপ হতে পেরেছে তারা। সেই দলটিই এবার শাবি আলোন্সোর কোচিংয়ে চমকপ্রদ পারফরম্যান্সে ছুটে চলেছে লিগ শিরোপার পথে। রেকর্ড বইয়েও তোলপাড় ফেলে দিয়েছে তারা অবিশ্বাস্য ধারাবাহিকতায়। ২৬ ম্যাচে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে তারা এখন শীর্ষে। নিজেদের ইতিহাসে এক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি জয়ের রেকর্ড গড়ে ফেলেছে তারা এরমধ্যেই। ২২ জয় আর চার ড্র নিয়ে লিগে এখনও।

পিছিয়ে পড়েও কোস্টারিকার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার বড় জয়

স্পোর্টস ডেস্ক : কোপা আমেরিকাকে সামনে রেখে কোস্টারিকার বিপক্ষে লিওনেল মেসিকে ছাড়াই প্রীতি ম্যাচে মাঠে নেমেছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। দুর্দান্ত ফুটবলে প্রথমার্ধে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে এগিয়ে গিয়েছিল কোস্টারিকাই। তবে শেষ পর্যন্ত ডি মারিয়া, ম্যাক অ্যালিস্টার ও লাউতারো মার্টিনেজদের গোলে কোস্টারিকাকে ৩-১ গোলে হারিয়ে স্বস্তির জয় পেয়েছে আর্জেন্টিনা। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স ফিল্ডে ম্যাচের শুর থেকে আর্জেন্টিনার উপরে চড়াও হয়েছিল কোস্টারিকা। ফলটাও পেয়েছে তারা। ৩৪ মিনিটে আর্জেন্টিনাকে চমকে দিয়ে লিড নেয় কোস্টারিকা। ম্যানফ্রেড উগালের গোলে এগিয়ে যায় দেশটি। প্রথমার্ধে আর সমতা ফেরাতে পারেনি আর্জেন্টিনা। লিড নিয়েই হাফ টাইম শেষ করে কোস্টারিকা। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য হতাশা পেছে ফেলে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আর্জেন্টিনা। ৫২ মিনিটে পোস্টের অনেক বাইরে ফ্রি কিক পেয়েছিল তারা। ফ্রি কিকে বাঁ পায়ের দুর্দান্ত এক শটে চোখ ধাঁধানো গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান ডি মারিয়া। চার মিনিট পরেই আর্জেন্টিনাকে লিড এনে দেন ম্যাক অ্যালিস্টার, হেডে গোল করে দলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন তিনি।
আর্জেন্টিনার জয় নিশ্চিত হয় ৭৭ মিনিটে। ডি পলের বাড়ানো বলে গোল পান লাউতারো মার্টিনেজ। এরপর আর ম্যাচে ফেরা হয়নি কোস্টারিকার। শেষ পর্যন্ত ৩-১ ব্যবধানের বড় জয়েই মাঠ ছাড়ে স্কালোনির দল।

'মাঝেমধ্যে ভাবি, আইপিএল কি আদৌ ক্রিকেট'

স্পোর্টস ডেস্ক : আইপিএলের ১৭তম আসর চলছে। ২০০৮ সাল থেকে শুরু হয়ে এই টুর্নামেন্ট এতটাই বিস্তার লাভ করেছে যে, ক্রিকেটেই এখন ব্যাকসিটে পড়ে গেছে। আইপিএল আদৌ ক্রিকেট কি না, মাঝেমধ্যে সংশয়ে পড়ে যান ভারতের অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে আইপিএল খেলা শুরু করেছিলেন অশ্বিন। বর্তমানে তিনি খেলছেন রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে। বৃহস্পতিবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ১২ রানের জয়ের পর এক পডকাস্টে এসব কথা বলেন তিনি। অশ্বিন বলেছেন, 'আইপিএলে তরুণ হিসেবে খেলতে এসে আমি কেবল বড় তারকাদের কাছ থেকে শিখতে উদগ্রীব ছিলাম। আমি তখন ভাবিনি যে ১০ বছর পর আইপিএল কোথায় যাবে। এত বছর ধরে খেলার পর এখন বলতে পারি, আইপিএল বিশাল।' ক্লাব প্রেইরি ফায়ার পডকাস্টকে তিনি আরও বলেছেন, 'মাঝেমধ্যে আমি ভাবি, আইপিএল আদৌ ক্রিকেট কি না। কারণ (আইপিএল চলাকালে) ক্রিকেট ব্যাকস্টেজে থাকে। বিজ্ঞাপনী শুট ও সেটের মধ্যে আমাদের অনুশীলন শেষ।

হঠাৎ জাতীয় দলকে কেন বিদায় বললেন রোমান সানা?

স্পোর্টস ডেস্ক : বাংলাদেশের আর্চারিকে বিশ্ব নতুনভাবে চিনেছিল তার কল্যাণেই। দেশকে অনেক সাফল্য এনে দেওয়া রোমান সানা অবশ্য গত দুই বছর ধরে বেশ খারাপ সময় কাটাচ্ছিলেন। এসবের মাঝেই এলো আকস্মিক এক খবর। বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জাতীয় দলের হয়ে আর দেখা যাবে না সানাকে। ২০১৯ সালে বিশ্ব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের মাধ্যমে সবার নজরে আসেন সানা। সেখানে তিনি জিতেছিলেন ব্রোঞ্জ। বাংলাদেশের প্রথম ক্রীড়াবিদ হিসাবে অলিম্পিকে সরাসরি অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। এই সুবাদে অংশ নিয়েছিলেন টোকিও অলিম্পিকে। ২০২১ সালে বিশ্ব আর্চারিতে দিয়া সিদ্দিককে নিয়ে মিশ্র দ্বৈতের ফাইনালে উঠেছিলেন সানা। তবে রুপা জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাদের। এরপর থেকেই ফর্মটা ভালো যাচ্ছিল না সানার। ২০২২ সালে এক নারী সতীর্থের সাথে বাজে আচরণের জন্য দুই বছর নিষিদ্ধ হয়েছিলেন। সেই নিষেধাজ্ঞা অবশ্য সময়ের দেড় বছর আগেই তুলে নেওয়া হয়েছিল। বাজে ফর্মের কারণে ছিলেন না গত মাসে ইরাকে হয়ে যাওয়া এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপেও। আজ বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রাজীবউদ্দিন আহমেদ জানিয়েছেন, জাতীয় দলে আর খেলবেন না সানা। ফেডারেশনকে এই ব্যাপারে চিঠি পাঠিয়েছেন সানা। তবে ঠিক কি কারণে অবসর নিচ্ছেন সেটা জানা যায়নি। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়েই নিজেকে আর্চারি থেকে সরিয়ে নিচ্ছেন তিনি।

শেষ মুহূর্তের গোলে স্পেনের বিপক্ষে হার এড়ালো ব্রাজিল

স্পোর্টস ডেস্ক : ম্যাচের তখন এক মিনিট বাকি। ৩-২ এ পিছিয়ে থাকা ব্রাজিলের পরাজয় তখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। সেই মুহূর্তেই পেনাল্টি পায় সেলেসাওরা। আর সেই পেনাল্টি থেকে গোল করেই উল্লাসে ভাসেন লুকাস পাকুয়েতা। তার এই গোলেই শেষ পর্যন্ত ৩-৩ ব্যবধানে ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে ব্রাজিল। জমজমাট এক লড়াইয়ে দুইবার পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত হার এড়িয়েছেন ভিনি-সিয়াস জুনিওয়রা। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই মুখোমুখি হয়েছিল ব্রাজিল-স্পেন। যার বিরুদ্ধে বর্ণবাদ নিয়ে মূলত এই আয়োজন, সেই ভিনিসিয়াস অবশ্য পুরো ম্যাচজুড়েই ছিলেন বর্ণহীন। ম্যাচের শুরু থেকে দাপট ছিল স্বাগতিকদেরই। ১২ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় স্পেনই। পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন রদ্রি। ৩৬ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন দানি অলমো। বার্সার তরুণ তুর্কি লামিন জামালের দারুণ এক বাড়ানো বল পায়ে পেয়ে গোল করতে ভুল করেননি অলমো। দুই গোলে এগিয়ে গিয়ে ব্রাজিলকে কোণঠাসা করে ফেলে স্প্যানিশরা। ঘুরে দাঁড়াতে অবশ্য বেশি সময় নেয়নি ব্রাজিল। ৪০ মিনিটে ব্যবধান কমান রদ্রিগো। প্রথমার্ধ শেষে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই খেলা শেষ করে স্পেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ম্যাচে সমতা আনে ব্রাজিল। আগের ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের নায়ক ১৭ বছর বয়সী এন্ড্রিকের গোলেই ম্যাচে ২-২ গোলে সমতা ফেরে। বাঁ পায়ের দারুণ এক শটে স্পেন কিপারকে পরাস্ত করেন তিনি। ৮৭ মিনিটের মাথায় আবার এগিয়ে যায় স্পেন। জামালকে বক্সের ভেতর ফাউল করলে পেনাল্টি পায় স্পেন। স্পট কিক থেকে ম্যাচে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন রদ্রি। ৩-২ গোলে এগিয়ে থাকা স্পেনের জয় তখন সময়ের ব্যাপার মনে হচ্ছিল। তবে নাটকের শেষটা তখনও বাকি। যোগ করা সময়ের অন্তিম মুহূর্তে পেনাল্টি পায় প্রায়। ৯৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে সেলেসাওদের উল্লাসে ভাসান পাকুয়েতা। শেষ পর্যন্ত ৩-৩ গোলের ড্র নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় দুই দলকে।

৩৬ বলে সেঞ্চুরি করা সেই অ্যান্ডারসন অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র দলে

স্পোর্টস ডেস্ক : যে লক্ষ্য নিয়ে নিউ জিল্যান্ড ছেড়ে ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন কোরি অ্যান্ডারসন, তা পূরণ হলো অবশেষে। সাবেক এই কিউই অলরাউন্ডার প্রথমবার জায়গা পেলেন যুক্তরাষ্ট্র দলে। ১০ বছর আগে ওয়ানডেতে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়া ক্রিকেটারকে দেখা যেতে পারে মে মাসে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ ও পরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যুক্তরাষ্ট্র দলেও। কানাডার বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের যুক্তরাষ্ট দলে জায়গা পেয়েছেন অ্যান্ডারসন। ১৫ সদস্যের এই দলে নতুন মুখ আছে আরও বেশ কিছু। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম সাবেক দুই ভারতীয় অলরাউন্ডার মিলিন্দ কুমার ও হারমিত সিং এবং কানাডার হয়ে একসময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা ব্যাটসম্যান নিতিশ কুমার। অ্যান্ডারসনের থমকে থাকা আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের নতুন শুরু হবে কানাডার বিপক্ষে সিরিজটি দিয়ে। ২০১২ সালে নিউ জিল্যান্ডের হয়ে তার আন্তর্জাতিক অভিষেক দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে। টেস্ট ও ওয়ানডে অভিষেকও হয়ে যায় পরের বছর। আগ্রাসী এই বাঁহাতি পেস বোলিং অলরাউন্ডার ক্রিকেট বিশ্বে তোলপাড় ফেলে দেন ২০১৪ সালের প্রথম দিনে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে কুইন্সটাউনে ব্যাট হাতে তাণ্ডব চালিয়ে ১৪ ছক্কায় ১৩১ রানের ইনিংস খেলেন তিনি স্রেফ ৪৭ বলে। শাহিদ আফ্রিদির ৩৭ বলের রেকর্ড ভেঙে ওয়ানডের দ্রুততম সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েন তিনি ৩৬ বলে তিন অঙ্ক ছুঁয়ে। পরে ৩১ বলে সেঞ্চুরি করে সেই রেকর্ড ভেঙে দেন এবি ডি ভিলিয়ার্স। পরে আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে খেলার পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে নানা লিগে খেলেন তিনি। তবে যে সম্ভাবনা নিয়ে শুরু করেছিলেন, তা পূর্ণতা দিতে পারেননি। ১৩ টেস্ট, ৪৯ ওয়ানডে ও ৩১ টি-টোয়েন্টিতে থমকে যায় তার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার। নিউ জিল্যান্ডের হয়ে তাকে সবশেষ দেখা গেছে ২০১৮ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। নিউ জিল্যান্ড দলে ফেরার আশা বাদ দিয়ে ২০২০ সালে তিনি থিতু হন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে নাগরিকত্বের জন্য তিন বছর বসবাস করার বাধ্যবাধকতা পূরণ করেন গত বছর। মাঝের সময়টায় সেখানকার ঘরোয়া ক্রিকেটে ঝড় তোলেন ধারাবাহিক পারফরম্যান্সে। যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ ক্রিকেটে ২৮ ইনিংসে ৯০০ রানের বেশি করেছেন তিনি ১৪৬ স্ট্রাইক রেটে। ৩৩ বছর বয়সে এখন তিনি নতুন শুরুর অপেক্ষায়।

সংবাদ সম্মেলনে নিক পোথাস
ড্রেসিংরুমে সাকিবকে পাওয়া দারুণ ব্যাপার

স্পোর্টস ডেস্ক : জাতীয় দলের হয়ে সবশেষ টেস্ট গত বছরের এপ্রিলে। সাদা বলে গত নভেম্বরে। তারপর থেকেই সাকিব আল হাসান মাঠের বাইরে। ছেড়ে দিয়েছেন অধিনায়কত্বও। চোট কাটিয়ে ফিরেছিলেন বিপিএলে। তবে জাতীয় দলের হয়ে ফেরার অপেক্ষাটা হচ্ছিল লম্বা। অবশেষে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশ যখন সিলেট টেস্টে হেরে যায়, তারপরই দ্বিতীয় টেস্টে খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার। তাকে দলেও ফেরানো হয়। প্রায় এক বছর পর সাকিবের টেস্ট ক্রিকেটে ফেরা স্বাভাবিকভাবেই দলকে উজ্জীবিত করছে। চট্টগ্রাম টেস্টপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে গতকাল কোচ নিক পোথাসে কণ্ঠেও সে রকমই সুর শোনা গেল।

লাইফস্টাইল

সঙ্গী পরকীয়ায় ঝুঁকেন ৭ ধরনের সমস্যায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : পরকীয়ার সমস্যা বিশ্বজুড়ে বেড়েই চলেছে। তারকাদের মধ্যেও যেমন পরকিয়ার ঘটনা ঘটছে ঠিক তেমনই সাধারণ মানুষের দিক থেকেও থেমে নেই এই চর্চা। পরকীয়ার সম্পর্ক কেউই ভালোভাবে দেখে না।
অথচ পরকীয়ার পেছনে লুকিয়ে থাকে ব্যক্তিগত নানা কারণ। সে খবর অনেকেই রাখেন না। জেনে নিন কোন পরিস্থিতির শিকার হয়ে মানুষ জড়িয়ে পড়তে পারেন পরকীয়া সম্পর্কে-
১. অনেকেরই অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। ফলে ওই বয়সেই সামলাতে হয় সংসারের দায়িত্ব। ফলে জীবনকে সেভাবে তারা উপভোগ করতে পরেন না। ব্যক্তিগত কিংবা পেশাগত জীবনে স্থায়িত্ব আসার পর তাই অনেকেই পরকীয়া প্রেমের স্বাদ নিতে চান।
২. জীবনে কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরেও অনেকে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন। পরিবারের সদস্যের অসুস্থতা, কারও মৃত্যু, চাকরি চলে যাওয়া, আর্থিক অনটনে অনেকে পরিবারের বাইরে মুক্তির পথ খোঁজেন। এ সময় পরিচিত কারও সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা একেবারেই বিরল নয়।
৩. অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় অভিভাবকের চাপে পড়ে বিয়ে করেন। অথচ ওই পাত্র বা পাত্রী তার পছন্দ নয়। বিয়ের পর নিজের ভুল বুঝতে পারেন তারা। তখন কারও সঙ্গে হঠাৎ প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন।
৪. বিয়ের আগে বা বিয়ের সময় অনেকেই নিজেদের জীবনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন না। একসঙ্গে পুরো জীবন কাটাতে হলে একে অপরের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা ও বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, দু'জনের জীবনের গুরুত্বের জায়গাগুলো আলাদা। সেখান থেকে শুরু হয় দাম্পত্যে কলহ। আর এ কারণে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়তে পারে যে কেউই।
৫. স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে ১০০ ভাগ মিল থাকবে না নিশ্চয়ই! সংসারে দুজনকে মানিয়ে নিতে হয়, এতে সম্পর্ক ভালো থাকে। তবে দুজন দুই মেরুর মানুষ হলে ওই সংসারে অশান্তি লেগে থাকাটাই স্বাভাবিক।
এ কারণে অনেকেরই অভিযোগ থাকে, 'আমাদের কিছুই মেলে না'। এভাবে চলতে থাকলে দাম্পত্যে দুরত্ব বাড়ে ও সঙ্গী পরকীয়ায় ঝুঁকতে পারেন।

নিয়মিত হেডফোন ব্যবহারে যত ক্ষতি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আজকাল কাজের ফাঁকে সারাদিনই কানে গোঁজা থাকে হেডফোন। হেডফোনের তালে তালে গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে টুকটাক কাজ সেরে নেওয়া সবারই অভ্যাস। তবে এটা কি আদৌ স্বাস্থ্যকর? চলুন জেনে নেই হেডফোনে সারাক্ষণ গান শুনলে কি ধরণের অসুবিধা হতে পারে:
শ্রবণে জটিলতা
হেডফোন বা ইয়ারফোন ব্যবহারের সময় সে অডিও সরাসরি আপনার কানে প্রবেশ করে। ৯০ ডেসিবেল বা তার বেশি মাত্রার শব্দ যদি আপনার কানে গেলে ঘটতে পারে শ্রবণ জটিলতা। এমনকি এজন্য আপনি আপনার শ্রবণ ক্ষমতা হারাতেও পারেন চিরতরে। বিশেষজ্ঞদের মতে ১০০ ডেসিবলের উপরে হেডফোন ব্যাবহার করলে মাত্র ১৫ মিনিটে নষ্ট হতে পারে শ্রবণশক্তি।
শ্রুতিপথে বাতাসের বাধা
আজকাল প্রযুক্তির বাজারে কিছু এয়ারফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো পাওয়া গেলেও তার রয়েছে ব্যাপক স্বাস্থ্য-ঝুঁকি।

যেভাবে ক্লান্তি লুকাবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : একটি বেসরকারি ফার্মে চাকরি করেন অর্ষা। প্রায়ই বাসায় ফেরার পর তাকে রাত জেগে অফিসের কাজ করতে হয়। রাত জেগে কাজ করার ফলে ভালো ঘুম হয় না। তাই পরদিন সকালে অফিসে যাওয়ার পর খুবই ক্লান্তি লাগে তার। মাঝেমধ্যে এ বিষয় নিয়ে তিনি দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। ঠিকমতো ঘুমের অভাবে চোখের নিচেও কালি পড়েছে। প্রায়ই অফিসের মিটিংয়ে তাকে ক্লান্ত দেখায়।

অর্ষার মতো এ রকম সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। তবে এ বিষয়ে টেনশনের কোনো কারণ নেই। রাত জাগার পরও কীভাবে নিজের ক্লান্তি লুকানো যায়, তারই কৌশল নিয়ে আমাদের এবারের আয়োজন। লিখেছেন শারমিন রহমান।
চোখের নিচের কালো দাগ
চোখের নিচের কালো দাগ ঢাকার জন্য কনসিলার লাগাতে পারেন। সাধারণত কনসিলার ব্যবহার করা হয় ত্বকের কালো দাগ, ত্রুটি ও দাগজনিত বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে। এটি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তবে চোখের কালো দাগ ঢাকতে পেন্সিল, লিকুইড বা ক্রিম কনসিলার খুবই উপযোগী। চোখের চারপাশের কালো দাগ দূর করার জন্য হলুদ, কমলা ও জলপাই রঙের কনসিলার খুবই ভালো।
ঠোঁট
রাত জাগার পর দিন বাইরে বের হওয়ার সময় ঠোঁটে হালকা রঙের লিপস্টিক অথবা গ্লস যে কোনোটিই ব্যবহার করা যেতে পারে।
চুল
অফিসে যাওয়া নারীরা পাঞ্চক্লিপ বা ব্যান্ড দিয়ে চুল বাঁধলে তাদের বেশ স্মার্ট দেখায়। তাই রাতে কম ঘুম হলেও পরদিন এ রকম করে চুল সাজালে আপনাকে অনেক সুন্দর দেখাবে।

ভ্রমণে মাথায় রাখুন যে ৮ বিষয়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আরামদায়ক আবহাওয়া উপভোগ করতে অনেকেই ছোটেন সমুদ্রে কিংবা পাহাড়ে। বর্ষার রূপ উপভোগ করতে ভ্রমণে যাওয়ার আগে কিছু বিষয় মনে রাখা জরুরি।
১। বাড়তি পোশাক রাখুন সঙ্গে
এক পশলা বৃষ্টি মনে আনন্দের দোলা দিয়ে গেলেও চুপসে যাওয়া পোশাক নিয়ে পড়তে পারেন বিড়ম্বনায়। কারণ সবখানে পোশাক শুকানোর মতো ব্যবস্থা থাকে না। আবার টানা বৃষ্টি হলে পোশাক শুকানোও বেশ মুশকিল। সঙ্গে তাই কয়েক সেট পোশাক বাড়তি রাখা জরুরি।
২। মোটা ফেব্রিকের পোশাক নয়
সুতির মতো ভারী তন্তুর পোশাক বর্ষাকালের উপযোগী নয়। বৃষ্টির সময় এমন পোশাক বেছে নেওয়া উচিত যেগুলো দ্রুত শুকিয়ে যায় বাতাসে। সিল্ক, জর্জেট, লিনেন, ভিসকস, হাফসিল্ক বা শিফনের পোশাক নিয়ে যেতে পারেন এই সময়। খুব হালকা রঙের বদলে গাঢ় রঙকে প্রাধান্য দিন পোশাকের ক্ষেত্রে। এতে ভেজা ভাব বোঝা যাবে না সহজে।
৩। বর্ষার অনুষঙ্গ রাখুন সঙ্গে ছাতা, রেইনকোট সঙ্গে নেবেন অবশ্যই। এতে বৃষ্টিকে সঙ্গী করেই ঘুরতে পারবেন পছন্দের জায়গায়। ওয়াটারপ্রুফ স্নিকার্স? অথবা বুট ব্যবহার করতে পারেন। ৪। ব্যাগে পলিথিন রাখবেন অবশ্যই হঠাৎ বৃষ্টি থেকে ফোন কিংবা ক্যামেরা বাঁচাতে অবশ্যই পলিথিন সঙ্গে রাখবেন। এ ছাড়া ব্যাকপ্যাক ঢেকে রাখার জন্য বড় আকারের পলিথিন নিতে পারেন। পলিথিন থাকলে ভেজা কাপড় আলাদাভাবে নিয়ে রাখতে পারবেন সুটকেসে। ৫। বিশুদ্ধ পানি রাখবেন সঙ্গে বর্ষার সময় পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। এ ছাড়া সবখানে বিশুদ্ধ পানি পাওয়াও যায় না। তবে দূরের যাত্রায় একসঙ্গে খুব বেশি পরিমাণ পানি নেওয়া সম্ভব নয়। তাই ভ্রমণে গিয়ে বাইরের পানি না খেয়ে মিনারেল ওয়াটার কিনে খেতে পারেন।
৬। প্রয়োজনীয় ওষুধ রাখুন সঙ্গে পানিবাহিত রোগের পাশাপাশি এই সময় ঠান্ডা, জ্বর, সর্দি, কাশির মতো ওষুধ দেখা দেয়। তাই জ্বর, ব্যথা কিংবা প্রয়োজনীয় ওষুধ সঙ্গে রাখবেন। ৭। মশা ও জোঁক থেকে বাঁচতে প্রস্তুতি রাখুন বর্ষার সময় মশার উৎপাত বেড়ে যায় প্রচণ্ড রকম।

চাকরি মিলবে পাঁচ দক্ষতায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : নিয়োগকর্তাদের কাছে আপনার কঠোর পরিশ্রম করার গুণই শেষ কথা নয়। এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, যোগাযোগ স্থাপনের মতো দক্ষতা ছাড়াও চাকরির বাজারে প্রার্থীদের আরো চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে এবং প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিতে এসব দক্ষতার বিকল্প নেই। আপনার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পেতে ৫টি দক্ষতার কথা তুলে ধরেছেন বিশেষজ্ঞ পিয়ারসন।
যোগাযোগে পারদর্শী হওয়া
যোগাযোগ শুধুমাত্র চেনা-জানা মানুষের সাথে স্থাপন করা যায় তা নয়। কোনো সংকোচ ছাড়াই কিভাবে আপনার চিন্তাভাবনা এবং ধারণাগুলো অন্যকে জানাবেন সে সম্পর্কে আপনার অবশ্যই পারদর্শী হতে হবে। অন্যান্যের কথা শোনা, বোঝা এবং তাদের ধারণার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়াটা গুরুত্বপর্ণ। সে জস্য অবশ্যই আপনাকে যোগাযোগে পারদর্শী হতে হবে।

শরীরের যে ৭ অঙ্গ নিয়মিত পরিষ্কার করা জরুরি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : শরীর পরিষ্কার রাখতে প্রতিদিন গোসল করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে গোসলের সময় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ বাড়তি যত্ন নিয়ে পরিষ্কার করা জরুরি।
না হলে সেসব স্থানে ব্যাকটেরিয়া জমে কঠিন রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক শরীরের কোন কোন স্থান প্রতিদিন পরিষ্কার করা জরুরি-
পা
গোসলের সময় হোক আর বাইরে থেকে ফিরে তাৎক্ষণিক পা ভালোভাবে পরিষ্কার করা জীবাণু। কারণ পায়ের মাধ্যমেই বাইরের বিভিন্ন জীবাণু ঘরে প্রবেশ করতে পারে।
তাই পা ধোয়ার ক্ষেত্রে একটি ভালো মানের স্ক্রাব ব্যবহার করুন। পা পরিষ্কারের ক্ষেত্রে আঙুলের ফাঁকে ও পায়ের তলায় বেশি গুরুত্ব দিন। নখের আশপাশও পরিষ্কার করুন।
বগল
অনেকেই নিয়মিত বগলের লোম পরিষ্কার করেন না, এতে কিন্তু আপনিই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। না হলে সেখানে ঘেমে জীবাণু জমতে পারে।
তাই নারী হোক বা পুরুষ উভয়েরই উচিত বগলের লোম পরিষ্কারের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া। আর গোসলের সময় অবশ্যই বগল পরিষ্কারে ভালো মানেই অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল সাবান ব্যবহার করুন স্পঞ্জের সাহায্যে। কান
কানও কিন্তু জীবাণুর আঁতুরঘর হিসেবে বিবেচিত। এজন্য প্রতিবার গোসলের সময় কানের আশপাশ ভালো করে পরিষ্কার করা জরুরি। বিশেষ করে কানের বাইরে ও সামনের অংশে ভেজা নরম কাপড় দ্বারা পরিষ্কার করে নিন।
নাভি
যাদের নাভি অনেকটা গর্ত, তাদের উচিত নিয়মিত সেটি পরিষ্কার করা। জানলে অবাক হবেন, নাভি হলো জীবাণুর আঁতুরঘর। তাই গোসলের সময় অবশ্যই নাভি পরিষ্কার করুন ভালোভাবে।
এক্ষেত্রে নখ দিয়ে ময়লা বের করার চেষ্টা করবেন না। তার পরিবর্তে নরম ভেজা কাপড় দিয়ে ধীরে ধীরে নাভি পরিষ্কার করুন।
নিয়মিত নাভি পরিষ্কার না করলে সেখানে নানা ধরনের জীবাণু জমে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। এর থেকে নাভিতে ইনফেকশনও হতে পারে।
দাঁত
সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুধু নয়, প্রতিবার খাবার পরপরই দাঁত পরিষ্কার করুন। দাঁত শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার না করলে মুখের স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে।
জানলে অবাক হবেন, নোংরা দাঁত হৃদরোগসহ ডায়াবেটিস এমনকি কঠিন সব রোগের কারণ হতে পারে।